www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬-২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

Sree Sai Enterprise
Mineral & Packaging Drinking Water Wholesales
131 K.N.C. Road, Haritala Colony
Barasat : Kolkata 700124
Mob: 7278275377 / 8981119252
অনুষ্ঠান বাড়িতে ২০ লিটারের জার ও পেট বোতল সরবরাহ করা হয়।
বি: দ্র: এখানে Fruty এবং Appy পাওয়া যায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ২৮ শ্রাবণ – ২ ভাদ্র , ১৪২৩ ঃ ১৩ আগস্ট – ১৯ আগস্ট, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 42, 13 August - 19 August, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্যে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর বেশ কিছুদিন শান্ত

ছিল অসম। কিন্তু স্বাধীনতা দিবসে প্রাকলগ্নে অসমের কোকরাঝাড় রক্তাক্ত হল জঙ্গি হামলায়।

রবিবার : রিও অলিম্পিক থেকে বিদায় নিলেন ভারতের ভরসা কলকাতার ছেলে লিয়েন্ডারও।

এমনকি ব্যর্থ হওয়ার পেছনে নানা কলকাঠির কথা বলে করলেন বিষোদ্গারও।

সোমবার : অবশেষে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী। গো-রক্ষকদের উগ্রতায় বিতশ্রদ্ধ তিনি।

দলিত নিগ্রহ যে ভারতীয় পরম্পরা বিরোধী তা বুঝিয়ে নিজে পিঠ পেতে দিয়েছেন মার খেতে। গো-রক্ষা আন্দোলন কি গুন্ডাদের হাতে চলে গেল!

মঙ্গলবার : বাংলার পর মমতার লক্ষ্য ত্রিপুরা। বাংলায়

নাজেহাল সিপিএম-এর শেষ ঘাঁটি ত্রিপুরাতেও থাবা বসাতে চাইছেন তিনি। আগরতলায় বিপুল জনসমাগমে জনসভাও করলেন মমতা। আশা সেই পরিবর্তনের।

বুধবার : নারদ স্টিং অপারেশনের ৪৭টি ভিডিওর

কোনও বিকৃতি বা সম্পাদনা নেই বলেই জানিয়ে দিল চন্ডীগড়ের ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি। তবে গত নির্বাচনের আগে ঘুষ নিতে দেখা গিয়েছিল যে নেতাদের তারা এখন কি করবেন?

বৃহস্পতিবার : ঋদ্ধিতে সিদ্ধি লাভ হল বাংলার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের

মাটিতে তৃতীয় টেস্টে বিপাকে পড়া ভারতীয় দলকে টেনে তুললেন শিলিগুড়ির উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ঋদ্ধিমান সাহা এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বলাবাহুল্য, অশ্বিনের পাশাপাশি সেঞ্চুরি করলেন ঋদ্ধিমানও। সৌরভের পর ফের উজ্জ্বল এক বাঙালি।

শুক্রবার : আরও সক্রিয় হচ্ছে ডেঙ্গু। দেখা দিচ্ছে কিটের অভাব। জেলায় জেলায় আতঙ্কও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। প্রশাসন মাঠে নামলেও

‘মিশন ত্রিপুরা’র বকলমে ‘ভিশন দিল্লি’

ফেডারেল ফ্রন্টের তোড়জোড়

পার্থসারথি গুহ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক ত্রিপুরা সফর নিয়ে শুধুমাত্র বাংলা নয় গোটা দেশের রাজনীতি আন্দোলিত হচ্ছে। আসলে রেকর্ড আসনে জিতে নিজের সেকেন্ড ইনিংস শুরু করার পর দিল্লিকে পাখির চোখ করার বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এই ব্যাপারে তিনি পাশে পেয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার এবং ওড়িশার কাণ্ডারী নবীন পট্টনায়ককে। তাৎপর্যের বিষয় এটাই এরা প্রত্যেকেই চাইছেন বিজেপি এবং কংগ্রেস বিরোধী একটি শক্তিশালী মঞ্চ। নন বিজেপি, নন কংগ্রেস জোটের মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করেই এই ফেডারেল ফ্রন্ট গঠন করতে চাইছেন এরা। এই জোটের সলতে পাকাতেই কার্যত মমতা ত্রিপুরায় শাসক সিপিএমের পাশাপাশি কংগ্রেস এবং বিজেপির দিকেও নিশানা করেছেন। এর মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর জাতীয় পরিচিতি তৈরি করার বার্তা দিচ্ছেন তা স্পষ্ট। ত্রিপুরার দিক থেকে দেখলে তৃণমূল সুপ্রিমোর মাথায় রয়েছে গত পুর নির্বাচনে এ রাজ্যে বিজেপির ভোট বৃদ্ধি। প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের জায়গায় পদ্মের এই বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে তাই ঘাসফুলকে ত্রিপুরার বিরোধীদের প্রধান প্রতীক করতে চাইছেন মমতা। পাশাপাশি কংগ্রেসের অধিকাংশ বিধায়ককে দলে টেনে বিরোধিতার ভালো মতো আবহও গড়ে তুলেছে তৃণমূল। এসব তো ত্রিপুরার প্রেক্ষিতে ঠিক আছে। এর মূল লক্ষ্য হল দেশের রাজনীতিতে কব্জে পাওয়ার চেষ্টা। আসলে এর আগেও জাতীয় রাজনীতিতে পা রাখার চেষ্টা হয়েছে তৃণমূল দলের পক্ষ থেকে। মণিপুরে তো জনা সাতেক বিধায়কও হয়েছিল ঘাসফুল প্রতীকধারী। কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের হাত ধরেই যদিও মণিপুরে তৃণমূল পা রেখেছিল। পরে ‘ঝাঁকের কই ঝাঁকে’ ফিরে যাওয়ার পর যথারীতি তৃণমূল মণিপুরে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। অসমে একদা ১ জন বিধায়ক পেয়েছিল তৃণমূল। উত্তরপ্রদেশের মথুরা বিধানসভা কেন্দ্র দখল করেও হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূলের। কেরলে পদার্পণের কথা

বলেও প্রতীক নিয়ে সমস্যার জেরে শেষপর্যন্ত রণেভঙ্গ দিয়েছে দিদির দল।

এত কিছু সত্ত্বেও প্রত্যাবর্তনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাসের রসদ রয়েছে তা নিঃসন্দেহে জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে অর্থবহ। ত্রিপুরার মূল লড়াইটা যেহেতু সিপিএম তথা বামেদের বিরুদ্ধে তাই মমতার অ্যান্টি সিপিএম ইমেজ সেখানে ফলপ্রসূ হতেই পারে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বামেদের দোসর করে কংগ্রেসের ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াটাকে আদৌ ভালো চোখে দেখছে না ত্রিপুরার বাম বিরোধী জনতা। এই জায়গাতেই মাঝে উঠে আসছিল বিজেপি। সেই ফাঁকফোকর ভরাট করতেই আত্মবিশ্বাসী মমতার আগরতলা অভিযান। ত্রিপুরাবাসীকে বোঝানো কংগ্রেস বা বিজেপি নয় অ্যান্টি সিপিএম-হিসাবে সবথেকে বড় প্রতিষেধকের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই।

ত্রিপুরাতে ২০১৮ তে বিধানসভা নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গে তাঁর উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরে মিশন ত্রিপুরা শুরু করেছেন তৃণমূল নেত্রী এ কথা ষোলোআনা সত্য। কিন্তু তাঁর পাখির চোখ যে ২০১৯-এর লোকসভা ভোট তা দিনের আলোর মতো পরিস্কার। জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তাই ত্রিপুরা হল একটা গিনিপিগ। এই পরীক্ষাগারে যদি ভালো ফল করা যায় তা হলেই পোয়াবারো। আর এই ল্যাবেরটরিতে ‘মানিক বধ’ সম্পন্ন হলে তো একেবারে ‘মার দিয়া কেল্লা’। ত্রিপুরার প্রেক্ষাপট বাংলার সঙ্গে অনেকটাই মেলে। তাছাড়া এখানে প্রধান প্রতিপক্ষ সিপিএম তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেনা শত্রু। ঘরোয়া লিগে মোহনবাগানের এরিয়ান্স বা ইস্টবেঙ্গলের জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে নামার মতো ব্যাপার। চেনা শত্রুকে ঘায়েল করা যত সহজ জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিতে বিজেপি বা কংগ্রেসের মতো তুলনামূলক অনেকটাই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করা কখনই তেমন সহজসাধ্য নয়। আর কঠিন লড়াইয়ে যাদের বন্ধু হিসেবে আপাতত পাচ্ছেন মমতা সেই কেজরিওয়াল, নীতিশ, নবীন, মুলায়মরা কখন যে ভোল পালটাবেন তার হদিস রাজনীতির কারবারীরাও দিতে পারেন না। কারণ আঞ্চলিক এই ফ্রন্টের মাধ্যমে দিল্লির কুর্সিতে অন্তত পক্ষে একবার বসার সাধ কে না মেটাতে চান। আশার কথা প্রত্যাবর্তনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাসী দ্যুতি রয়েছে তাকে মূলধন করতে চাইছেন বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং বিরোধী মাতব্বররা। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়িতে তারা কিছুতেই একে অপরকে নেতার আসন ছাড়তে নারাজ। সেদিক থেকে অদ্ভুতভাবে মমতায় তাদের একটা ভরসা বা সম্মান আছে। এই সমীকরণেই দিল্লির লড়াইয়ে কিছুটা হলেও তৃতীয় জোট বা ফেডারেল ফ্রন্টের মুখ হয়ে উঠছেন মমতা। আপাতত সেই ‘দিল্লি এক্সপ্রেস’ ত্রিপুরামুখী হলেও সারা দেশই তার গন্তব্যস্থল হয়ে উঠতে পারে অচিরেই।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রশাসনিক সভায় দরাজ হস্ত মুখ্যমন্ত্রী

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রশাসনিক বৈঠকের পর সোনারপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বৈষম্যের অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, ১০০ দিনের প্রকল্পে কেন্দ্র বরাদ্দ টাকা আটকে দিয়েছে। ১৭০০ কোটি টাকা বাকি। তাই গরিব মানুষরা কাজ করেও টাকা পাচ্ছেন না। ৩৯টি প্রকল্প ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দিয়েছে। আইসিডিএস প্রকল্পে কেন্দ্র আগে দিত ৯০ শতাংশ টাকা, রাজ্য দিত ১০ শতাংশ। এখন রাজ্যকে দিতে হচ্ছে ৯০ শতাংশ টাকা। রাজ্যকে না জানিয়ে ঝাড়খন্ড থেকে ডিভিসি জল ছাড়ছে। ৭০ হাজার কিউসেক জল ছাড়লে ‘ম্যান মেড’ বন্যা হয়ে যেত, তাই আমি ৫০ হাজার কিউসেক জল ছাড়তে বলেছি। ১১ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উন্নয়নমুখী কর্মসূচির পর্যালোচনার জন্য সোনারপুরের মহামায়াতলার জয় হিন্দ অডিটোরিয়ামে প্রশাসনিক বৈঠক ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় জেলার সব বিধায়ক, বিডিও, সমিতির সভাপতি, জেলা সভাধিপতি, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, সদস্য-সদস্যা সহ রাজ্যের মন্ত্রীরা ও বিভিন্ন দফতরের

আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য ও জেলা পুলিশের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ সহ জেলার সব থানার আইসি, ওসিরাও উপস্থিত ছিলেন। এদিনের সভায় জনপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন সমস্যার কথা বলেন। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের সমস্যার কথা বলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বজবজের চরিয়ালের যানজটের সমস্যার কথা বলেন বিধায়ক অশোক দেব। বিষ্ণুপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোহন নস্কর আমতলার কৃষক বাজারে এক হাঁটু জল জমার কথা বলেন।

অনেকে জলাভূমি ভরাট ও পিডব্লিউডি-র জায়গা দখলের প্রসঙ্গ তোলে। মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের বিষয়গুলি দ্রুত সমাধানের জন্য আদেশ দেন। এদিনের সভায় মুখ্যমন্ত্রী জেলাশাসক পিবি সেলিমকে উদ্দেশ্য করে বলেন, সব প্রকল্পের কাজ সরকারি নিয়ম মেনে করুন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন কড়া সুরে বলেন, দলীয় কর্মী নেতারা অবৈধ কাজ করলে, দল যেমন ব্যবস্থা নিচ্ছে, তেমনি কোনও আধিকারিক যদি কনট্র্যাক্টরদের সঙ্গে গোপন আঁতাত করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও সরকার ব্যবস্থা নেবে। সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সুন্দরবন পৃথক জেলা হবে। তবে সে ব্যাপারে হাইকোর্টের অনুমতি লাগবে, তাই সময় লাগছে। সুন্দরবন এলাকায় বিদ্যুতের সমস্যার জন্য সৌর প্রকল্পের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভুটভুটি চলাচল করে। সেগুলি নজরদারি করা হবে। পরিবহন দফতর ১০টি ভুটভুটি নির্মাণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন জেলায় তিনটি নতুন প্রকল্পের সূচনা করেন। সবুজশ্রী : এই প্রকল্পে ২৭ মের পর যে শিশু জন্মেছে তার পরিবারকে এক অর্থকরী গাছ দেওয়া হবে। সমব্যথী : এই প্রকল্পে দুঃস্থ ব্যক্তিরা তার পরিবারের কোনও মানুষের সৎকারের জন্য নগদ ২০০০ টাকা পাবেন। বৈতরণী : এই প্রকল্পে জেলার শ্মশান ঘাটগুলি সংস্কার করা হবে। এদিনের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী ক্যানিংয়ের মহিলা থানা সহ ২৫টি প্রকল্পের সূচনা করেন।

কড়া ফতোয়া সত্ত্বেও অধরা অভিযুক্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ‘আমি যদি অপরাধ করি, তাহলে আমাকেও ছাড়বেন না।’ অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তিনি যে কতটা কড়া মনোভাব নিয়েছেন, পুলিশের উদ্দেশ্যে করা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক এই মন্তব্যেই তা স্পষ্ট। এ সম্পর্কে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত, এবারের বিধানসভা নির্বাচনের সময় পরিস্থিতি এতটাই কঠিন হয়ে পড়েছিল যে, ফের ক্ষমতায় আসার কথা শাসকদলের কেউই দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারেননি। তাই দলীয় মেশিনারি ও কৌশল নির্বাচনে জয়ের ক্ষেত্রে বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন শাসক দলের সেই পরিকল্পনায় কার্যত জল ঢেলে দেয়। ফলে পরিস্থিতি খুব জটিল আকার নিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এক অনুষ্ঠানে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, ফলাফলের আগের তিন রাত তিনি ভালো করে ঘুমোতে পারেননি। কিন্তু ফল প্রকাশের পর দেখা যায় ভিন্ন ছবি। ছোট-বড় বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের আন্দাজকে ভুল প্রমাণ করে তৃণমূল কংগ্রেস রেকর্ড সংখ্যক আসনে জিতে

উত্তর ২৪ পরগনা

একক ভাবে সরকার গঠন করে। মানুষের এই বিপুল সমর্থনের জেরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চিত হয়ে যান যে, মানুষের জন্য কিছু করলে, মানুষও তা ফিরিয়ে দেয়। আর সেই কারণেই তিনি দ্বিতীয় পর্বে ক্ষমতায় এসে দলীয় সংগঠন অপেক্ষা উন্নয়নকেই পাখির চোখ করেছেন। দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্যে নিয়েছেন কড়া মনোভাব। যদিও পুলিশে অভিযোগ হলেও, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় ছাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার কোনও তৃণমূল কাউন্সিলর এখনও গ্রেফতার না হওয়ায় বিরোধীরা মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থানকে নাটক ও লোক দেখানো বলে কটাক্ষ করছেন।

প্রসঙ্গত, বিধাননগর কর্পোরেশনের কাউন্সিলর তথা রাজারহাটের দোর্দন্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা শাহনওয়াজ আলি মন্ডল ওরফে ডাম্পিকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ। আবার কামারহাটির তৃণমূল কাউন্সিলর অজিতা ঘোষের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও, পুলিশ এখনও অজিতাদেবীকে গ্রেফতার করেনি। অজিতা ঘোষ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন নিয়ে এলাকায় ঘুরছেন। এরকমই হাবড়ার এক তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে তরুণীকে মারধরের অভিযোগ থানায় দায়ের হলেও পুলিশ এক্ষেত্রেও অভিযুক্ত কাউন্সিলর গৌতম বিশ্বাসকে গ্রেফতার করেনি। এছাড়া সাংসদ দোলা সেনের বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে।

কোনও ক্ষেত্রেই পুলিশ মূল অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করায় জনমানসে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে। উঠছে মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর মনোভাব আদৌ কতটা কার্যকরী, এ প্রশ্নও। কারণ কোনও দলীয় রঙ না দেখে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার কথা বলা হলেও পুলিশ কেন এই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেনি? বিরোধীরা অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর এই নিরপেক্ষ মনোভাবকে নাটক বলে কটাক্ষ করেছেন। কংগ্রেসের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সভাপতি তাপস মুজমদার এ বিষয়ে বলেন, ‘অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাপারটা শেখ হাসিনার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে গ্রেপ্তার হয়েছিল। বাকিরা কেউ গ্রেফতার হবে না, এসব তো নাটক।’ সিপিএম নেতা নেপালদেব ভট্টাচার্য বলেন, ‘অনিন্দ্যবাবু তো আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাই গ্রেপ্তার হয়েছেন। বাকিরা সব দলের সম্পদ। এরা গ্রেপ্তার হয় নাকি। কড়া মনোভাবের বিষয়টা সম্পূর্ণ লোক দেখানো।’

এটিএম কর্মী হেনস্থায় অভিযুক্ত সাংসদ দোলা সেনের অনুগামীরা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

তৃণমূল সাংসদ দোলা সেনের অনুগামীদের বিরুদ্ধে এটিএম কর্মীদের মারধর করে ভয় দেখিয়ে কাজ ছাড়ানোর অভিযোগ আনল, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কস সেন্ট্রাল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন। অরাজনৈতিক ব্যাঙ্ক সংগঠন এআইবিইএ-এর রাজ্য কমিটি বিপিবিইএ অনুমোদিত এটিএম নিরাপত্তারক্ষীদের এই সংগঠনের আরও অভিযোগ, বেসরকারি একটি ব্যাঙ্ককে দিয়ে দোলা সেনের ঘনিষ্ঠরা ১৬ জন নিরাপত্তা কর্মীর বেতন বন্ধ করে দিয়েছেন গত নয় মাস ধরে। যার জেরে অসহায় অবস্থার মধ্যে দিয়ে দিনযাপন করছেন এইসব বেতনহীন নিরাপত্তা কর্মীদের পরিবার। প্রশাসনে অভিযোগ করেও কোনও সুরাহা

হয়নি বলে সংগঠনের অভিযোগ। সংগঠনের তরফে সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মহ. সাহাবুদ্দিন অভিযোগ করে বলেন, ‘দোলা সেন ঘনিষ্ঠ সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী প্রায়ই গভীর রাতে দমদম ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এটিএমের নিরাপত্তা কর্মীদের হটিয়ে তাদের লোক ঢোকানোর উদ্দেশ্যে এই হামলা চালায়।’ শেখ সবুর ও মণিকান্ত সরকারকে মেরে কর্মক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় বলেও সাহাবুদ্দিনের অভিযোগ। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেও কোনও লাভ হয়নি বলে সংগঠনের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়াও একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের বিভিন্ন এটিএম ও অফিসে কর্মরত ১৬ জন নিরাপত্তাকর্মীকে দোলা সেন ঘনিষ্ঠ মণি দে-র কলকাঠিতে ব্যাঙ্ক বেতন দিচ্ছে না বলেও অভিযোগ করলেন সংগঠনের কর্তারা। আশ্চর্যের বিষয়, দোলা সেন ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মীদের নামে যারা অভিযোগ তুলছেন সেই সংগঠনের নিরাপত্তা কর্মীরাও তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক বলে তাদের দাবি। যদিও তারা দোলা সেন গোষ্ঠীভুক্ত নয় বলে তাদের উপর এই হেনস্থা নামিয়ে আনা হচ্ছে বলে সংগঠনের অভিযোগ। তবে দোলা সেনের তরফে অবশ্য এসব অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে দাবি করা হয়েছে।

সুদের হার অপরিবর্তিত

জিএসটিতে উর্দ্ধগতি পেলেও রাজন বিদায়ের শঙ্কা বাজারে

প্রদীপ্ত দাস

ভারতের শেয়ার বাজার যে উর্দ্ধগতি লাভ করেছে তা সহজে থামবে বলে মনে হয় না। তার ওপর জিএসটি পাশ হয়ে যাওয়ার পর এদেশের সূচক আরও অনেক জ্বালানী লাভ করেছে। তাই গত ফেব্রুয়ারি মাসে সেই যে নিফটি ৬৮০০ এর কাছে এসেছিল তার পর থেকে আর নিম্নগতি প্রাপ্তির নাম নেই। ছোটখাটো কারেকশন হলেও তা ছিল খুব সাময়িক। ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ইংরেজদের বেড়িয়ে যাওয়া নিয়ে মাঝে একদিনের জন্য ৩০০ এবং ১০০০ পয়েন্ট খুইয়েছিল যথাক্রমে নিফটি এবং সেনসেক্স। তারপর থেকে তার বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর বাজার চলে গিয়েছিল ৯২০০ তে। সেনসেক্সও সমানে পাল্লা দিয়েছিল নিফটির সঙ্গে। তার বৃদ্ধির অঙ্কটা ছিল প্রায় ৩০ হাজারের ঘরে। মনে রাখা প্রয়োজন ভারতীয় নিফটি এই কয় বছরে বেড়েছে একরকম ৪ হাজার পয়েন্ট। ৫২০০ থেকে তা অল্প কিছু বছরে হয়ে দাঁড়িয়েছে ৯২০০। অর্থাৎ এই ৪ হাজার পয়েন্ট বৃদ্ধি তার তো একটা সংশোধনী প্রয়োজন। এই ছুতোটাই খুঁজছিল ভারতের বাজার। যাকে সঙ্গ দান করেছিল বিশ্বের অন্যান্য দেশের ইনডেক্স। হিসেবমতো রিট্রেসমেন্ট লেভেলটা হল ৭২০০–র কাছেপিঠে। তা গত ফেব্রুয়ারিতে সেই নিম্নতল যখন নিফটি ভেঙে দেয় বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেছিল খুব বেশি হলে ৬৩০০ পর্যন্ত আসতে পারে ভারতের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সূচকটি। যাক অতটা খারাপ দিকে ধাবিত হয়নি ভারতীয় বাজার। তার অনেকটা আগে থেকেই মোড় ঘুরতে শুরু করে ভারতের বাজারের। বলাবাহুল্য, সারা বিশ্ব জুড়েও কেনার ধূম শুরু হয় একই সঙ্গে। এখানে একটা কথা মনে রাখা বিশেষ জরুরি যে ভারতীয় শেয়ার বাজার বা এদেশের অর্থনীতি এখন এমন একটা সোপান গড়ে তুলেছে যে সারা বিশ্বের লগ্নিকারীদের গন্তব্যস্থল হয়ে উঠেছে ভারত। তাই বিদেশি লগ্নিকারী বা এফআইআই এক্সপ্রেস একমাত্র ভারতীয় ডেস্টিনেশনের দিকেই ফিরে ফিরে আসছে। পরিযায়ী পাখিরা যেমন শুধুমাত্র শীতকালে এদেশে আসে তা কিন্তু নয় মোটেই। বরং এই এফআইআইরা এখন এদেশে যে আর্থিক স্থিতিশীলতার সন্ধান পেয়েছেন তা ছেড়ে চট করে অন্যত্র যেতে চাইবে না। কারণ এদের কাছে এমন বাজার দরকার যেখান থেকে তারা নিয়মিত ভালো উপার্জন করতে সক্ষম হবে। ভারত যে এই ব্যাপারে তাদের কাছে অত্যন্ত আদর্শ তা আশা করি নতুন করে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। ভারতের জিডিপি ইউরোপ, আমেরিকা, চিন, জাপান সহ সব উন্নত দেশের থেকেই এগিয়ে রয়েছে। শত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও এর অবনমন ঘটেনি। ভারত সরকার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার। জিএসটি পাশ করানো এর একটা নমুনা মাত্র। জিএসটি পূর্ব ভারত আর জিএসটি পরবর্তী ভারতের মধ্যেও অনেক তফাৎ গড়ে যাচ্ছে। এই দিকটা বিদেশিদের নির্ঘাত আরও আকৃষ্ট করছে ভারতীয় বাজারের প্রতি। এছাড়াও আরও অনেক আর্থিক সংস্কারের বাতাবরণ এই সরকারের আমলে ফলপ্রসূ হচ্ছে। সব মিলিয়ে ভারত লগ্নিকারীদের কাছে একটা বড় প্যাকেজ নিশ্চিতভাবে। এই ক্ষেত্রে আরও একটা বিষয় বিশেষ স্মরণীয়। তা হল ভারতের বাজারে যে স্থিতিশীলতা রয়েছে তা আগামীদিনে বজায় থাকার প্রভূত সম্ভাবনা। কারণ বর্তমান বিজেপি সরকারের আগে যে ১০ বছর ইউপিএ সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ছিল তাদের আর্থিক নীতি বিজেপির থেকে খুব একটা আলাদা নয়। বাজার অর্থনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আর্থিক রণকৌশল নেওয়া এই দুই দলেরই অভিমুখ। প্রণব মুখোপাধ্যায়, পি চিদম্বরম বা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং নিজেও আর্থিক সংস্কারের বড় সমর্থক ছিলেন। সেই আমলে শরিকি নির্ভরতা এতটাই বড় সমস্যা ছিল যে জিএসটি বা অন্য বড় আর্থিক এজেন্ডাগুলি কিছুতেই স্বীকৃতি লাভ করেনি। ইউপিএ–১ এবং ইউপিএ–২–র আমলে যথাক্রমে কমিউনিস্ট এবং তৃণমূলের বাধাদানের ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিতে পারেনি মনমোহন সরকার।

যে দিক থেকে মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি অনেকটাই ভাগ্যবান। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসার জন্য তাদের যাবতীয় বিল পাশ করানোর রাস্তা অনেকটাই মসৃণ হয়ে উঠেছিল। বিজেপি বা এনডিএ–র কাছে আবার বাধা হিসেবে পাহাড় হয়ে দাঁড়ায় রাজ্যসভার সংখ্যালঘিষ্ঠতা। এই জায়গায় কংগ্রেস এবং অন্য বিরোধী দলগুলি গত দুবছর ধরে ক্রমাগত হারে বিজেপি বা এনডিএ–র পথে কাঁটা বিছিয়ে গিয়েছে। তালি অবশ্যই একহাতে বাজেনি। কংগ্রেস এবং অন্য বিরোধীদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাগে আনার কূটকৌশল নিতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপিও। এজন্যই কার্যত ভারতের বাজার গত প্রায় বছর দেড়েক ধরে কারেকশনের রাস্তায় হেঁটেছে। বিদেশিরা ভারত সরকারের আন্তরিকতায় খুশি

অর্থনীতি

থাকলেও রাজ্যসভার গেরো নিয়ে তাদের অসন্তোষ বুঝিয়ে দিচ্ছিল এ দেশ বা ভারতীয় সূচক থেকে তাদের কেনা মাল ক্রমাগত বিক্রির মাধ্যমে। তার দরুণ চলেছিল এই টাইম কারেকশন বা সময় সংশোধনী। এভাবেই ভারতের বাজার গত ১৮ মাস চালিত হয়েছে।

এই জায়গা থেকেই একটা বড়সড় পরিবর্তন সংগঠিত হল জিএসটি বিল শেষপর্যন্ত দিনের আলো দেখার পর। লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেরে যা সহজেই পাশ হচ্ছিল তা আটকে যাচ্ছিল রাজ্যসভায় বিরোধী দলগুলির বিরোধিতায়। অবশেষে হয়তো বিজেপি নেতৃত্ব বা এনডিএ সরকার উপলব্ধি করেছে যে নিজেদের মধ্যে এই আকচাআকচির ছবিটা আদৌ ভালোভাবে নিচ্ছে না দুনিয়ার তামাম অর্থলগ্নিকারী এবং ক্ষমতাসীন শক্তি। কংগ্রেসের কাছেও হয়তো মার্কিন বা বিদেশি মুলুক থেকে বার্তা এসেছিল জিএসটি নিয়ে অহেতুক বির্তক জিয়ে না রাখতে। তারপর আমরা দেখলাম জিএসটি বিল পাশ কিভাবে ত্বরান্বিত হল যাবতীয় বাধা কাটিয়ে।

এই আশাবাদী মহলের মধ্যেও একটা নেতিবাচক ঘটনা ভারতের বাজারকে আগামী দিনে প্রভাবিত করতে পারে বলে মনে করছে অর্থনৈতিক বিদগ্ধরা। তাদের মতে সামনের ৩ সেপ্টেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজনের বিদায় খানিকটা হলেও বেকায়দায় ফেলবে ভারতীয় বাজারকে। প্রথমত যে পরিস্থিতিতে (পড়ুন সংঘ পরিবারের চাপ) রাজনের মতো দক্ষ একজন অর্থনীতিবিদকে চলে যেতে হচ্ছে তা ভারতের পক্ষে মোটেই সুখকর নয়। রাজনীতির এই অনুপ্রবেশ মোটেই ভালো চোখে দেখছে না বিদেশিরা। যা দেশের মানসম্মানের পক্ষেও ঠিক নয়। যাওয়ার আগে গত ৯ আগস্ট, মঙ্গলবার তার শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন রাজন সুদের হার আর নতুন করে কমান নি। সুদ এবং রেপো রেট রেখে দিয়েছেন অপরিবর্তিত। রাজনের পরবর্তী হিসেবে কে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর হচ্ছেন তা এখনও নিশ্চিত নয়। দুই বাঙালির নাম উঠে আসছে নানা আলোচনায়। তাদের মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্কের অরুন্ধতি ভট্টাচার্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের কৌশিক বসুর নামও ভেসে আসছে। যদিও রাকেশ মোহনের সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা চলছে পুরোদমে। এইভাবেই এগিয়ে চলেছে ভারতের অর্থনীতি। যাকে অশ্বমেধের ঘোড়ার সঙ্গেও তুলনা টানা যেতে পারে আজকের প্রেক্ষাপটে। আগেই বলা হয়েছে ভারত এখন সারা দুনিয়াতে যে কদর আদায় করেছে তা আকৃষ্ট করছে বিদেশিদের। এদের এই লগ্নিকে দীর্ঘস্থায়ী করে তুলতে ভারত সরকারের আরও অগ্রসর হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। শুধু জিএসটি পাশ করে বসে থাকলে হবে না। জমি বিল সহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করানোর উদ্যোগ নিতে হবে এই সরকারকেই। কে বলতে পারে সব কিছু ঠিকঠাকভাবে এগোলে আগামীতে জাপানের মতো 'লংগেস্ট' বুল মার্কেট ভারতেও জারি হতে পারে। এই ধরণের বুল মার্কেট রোজগারের জন্য অত্যন্ত শ্রেয়। তাও যেসব কোম্পানি প্রতিটা কোয়ার্টারে ভালো ফলাফল করছে পাখির চোখ করা হোক সেদিকেই।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৩ আগস্ট – ১৯ আগস্ট, ২০১৬

মেষ : ভাগ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে সময়টি শুভ। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ করবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। নতুন কর্মলাভের যোগ লক্ষিত হয়।

বৃষ : বর্তমান সময়টিতে আপনি বন্ধুদের দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য। ভ্রমণ যোগ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। মানসিক অশান্তি যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি হবে।

মিথুন : ব্যবসা–বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে, নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। বন্ধ বান্ধব থেকে সাবধান থাকবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল পাবেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে স্নেহ–প্রীতির যোগলক্ষিত হয়।

কর্কট : নিজের চেষ্টায় আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। উপযাচক হয়ে কারও দায়িত্ব নিতে যাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতার যোগ রয়েছে।

সিংহ : শরীর নিয়ে বিব্রত বোধ করবেন। মনের সুন্দর চিন্তাধারাগুলি বাস্তবে পরিণত করতে সমর্থ হবেন। মায়ের স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করা দরকার।

কন্যা : মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভফল লাভের যোগ রয়েছে। পতি পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটবে।

তুলা : কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। মানসিক চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। সাবধানে চলবেন।

বৃশ্চিক : ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভফলদায়ক। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সাফল্যের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হবে।

ধনু : শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে ভালফল পাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভফলের যোগ রয়েছে। গোপন শত্রুতার দ্বারা ক্ষতি। বন্ধুদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।

মকর : সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্যবসায় উন্নতির যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। অন্যের দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবেন না। ভাই বোনেরা আপনার সঙ্গে শত্রুতা করার চেষ্টা করবে।

কুম্ভ : নিজের চেষ্টায় শিক্ষায় উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে পূর্বের তুলনায় ফল ভাল হবে। কথা ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলা দরকার। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, ভ্রমণে বাধা। কারোর দ্বারা প্রভাবিত হবেন না।

মীন : খাওয়া–দাওয়া খুব সতর্কে করতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন, বাধা–বিঘ্নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। বেকারত্বের অবসান হবে, নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। ক্রোধকে সংযম করার চেষ্টা করুন। বাতের আধিক্য।

রাজ্যের স্কুলগুলিতে ৪৯২৩ ক্লার্ক ও গ্রুপ 'ডি' কর্মী

একটিই লিখিত পরীক্ষা। সফল হলে পার্সোনালিটি টেস্ট। ক্লার্ক পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সেইসঙ্গে থাকবে টাইপিং ও কম্পিউটার স্কিল টেস্ট। অনলাইন আবেদন করা যাবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত

৪,৯২৩ জন ক্লার্ক ও গ্রুপ 'ডি' কর্মী নিয়োগ করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর। নিয়োগ হবে রাজ্যজুড়ে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতে। অন্তত মাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা ক্লার্ক পদে এবং অন্তত ক্লাস এইট পাশ প্রার্থীরা গ্রুপ 'ডি' পদে আবেদন করতে পারবেন। গ্রুপ 'ডি'–র অন্তর্ভুক্ত পদগুলি হল : পিওন, ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট, নাইট গার্ড, মেট্রন, হেল্পার। মহিলারা নাইট গার্ড পদে আবেদন করবেন না। ছেলেরা মেট্রন পদে আবেদনের যোগ্য নন। প্রার্থী বাছাই করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন, তৃতীয় রিজিওন্যাল লেভেল সিলেকশন টেস্টের মাধ্যমে। একটিই লিখিত পরীক্ষা। সফল হলে পার্সোনালিটি টেস্ট। ক্লার্ক পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সেইসঙ্গে থাকবে টাইপিং ও কম্পিউটার স্কিল টেস্ট। লিখিত পরীক্ষার তারিখ পরে ঘোষিত হবে। একজন প্রার্থী চাইলে উভয় পদেই আবেদন করতে পারেন। তবে প্রতিটি পদের জন্য আলাদা দরখাস্ত করতে হবে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ক্লার্ক ও গ্রুপ 'ডি' পদের পরীক্ষা হবে ভিন্ন দিন। একটি পদের জন্য যে কোনও একটি জেলার শূন্যপদে আবেদন করা যাবে। অনলাইন আবেদন করতে হবে ৩১ আগস্টের মধ্যে। স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, নিয়োগের জন্য নির্বাচিতদের জেলাওয়াড়ি প্যানেল ছাড়াও একটি ওয়েটিং লিস্ট–ও তৈরি রাখা হবে।

অঞ্চল অনুসারে শূন্যপদ : পূর্বাঞ্চল : ক্লার্ক ৪৪১টি, গ্রুপ 'ডি' ৭৩৮টি। উত্তরাঞ্চল : ক্লার্ক ২৭৪টি, গ্রুপ 'ডি' ৭৫৫টি। দক্ষিণাঞ্চল : ক্লার্ক ২৮৪টি, গ্রুপ 'ডি' ৩৭৫টি। পশ্চিমাঞ্চল : ক্লার্ক ৪৬১টি, গ্রুপ 'ডি' ১,০৩৪টি। দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল : ক্লার্ক ২৪৭টি, গ্রুপ 'ডি' ৩১৪টি।

জেলা অনুসারে শূন্যপদ : কলকাতা ১১০টি, বীরভূম ৩১৩টি, বর্ধমান ৪৪২টি, হুগলি ৪২৪টি, কোচবিহার ১৮০টি, জলপাইগুড়ি ৯৭টি, দার্জিলিং ৩৭টি, উত্তর দিনাজপুর ৭৬টি, দক্ষিণ দিনাজপুর ৪৭টি, মালদা ১৫৯টি, মুর্শিদাবাদ ৩৫৬টি, আলিপুরদুয়ার ৭৭টি, হাওড়া ১৯৮টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৩৫১টি, পুরুলিয়া ২১২টি, বাঁকুড়া ২২৬টি, পূর্ব মেদিনীপুর ৪১৩টি, পশ্চিম মেদিনীপুর ৬৪৪টি, নদিয়া ১৯৫টি, উত্তর ২৪ পরগনা ৩৬৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লার্ক পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বা সমতুল। মিনিটে ২০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে২। জানতে হবে কম্পিউটারও। গ্রুপ 'ডি' পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ক্লাস এইট পাশ।

বয়স : ১–১–২০১৬ তারিখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৮ ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা ৫ বছরের ছাড় পাবেন। প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি : ক্লার্ক পদের প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, টাইপিং ও কম্পিউটার স্কিল টেস্ট, পার্সোনালিটি টেস্টে পাওয়া নম্বর ও অ্যাকাডেমিক স্কোরের ভিত্তিতে তৈরি মেধাতালিকা অনুসারে। লিখিত পরীক্ষা ৬০ নম্বরের, টাইপিং ও কম্পিউটার স্কিল টেস্টে থাকবে ২৫ নম্বর, পার্সোনালিটি টেস্ট ৫ নম্বরের। অ্যাকাডেমিক স্কোর হিসেবে সর্বোচ্চ বরাদ্দ নম্বর ১০। গ্রুপ 'ডি' পদের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোনালিটি টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা ৪৫ নম্বরের। পার্সোনালিটি টেস্ট ৫ নম্বরের।

সবক্ষেত্রেই অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং হবে না। উভয় পদের ক্ষেত্রেই লিখিত পরীক্ষার সময়সীমা ১ ঘন্টা।

ক্লার্ক পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : জেনারেল নলেজ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, জেনারেল ইংলিশ ও এরিথমেটিক। প্রতিটি বিষয়ে নম্বর ১৫। গ্রুপ 'ডি' পদের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ও এরিথমেটিক বিষয়ে। প্রতি বিষয়ে নম্বর ১৫। লিখিত পরীক্ষায় সপল হলে ক্লার্ক পদের প্রার্থীদের টাইপিং ও কম্পিউটার স্কিল টেস্ট হবে। টাইপিং টেস্টে মিনিটে ২০টি শব্দের গতিতে ৫ মিনিট টাইপ করতে হবে। পার্সোনালিটি টেস্টের জন্য ডাক পাওয়া যাবে কমিশনের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিস থেকে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে কমিশনের এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.westbengalssc.com ৩১ আগস্ট পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। ফি বাবদ ক্লার্ক পদের প্রার্থীদের দিতে হবে ১৪০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৭০ টাকা), গ্রুপ 'ডি' পদের প্রার্থীদের দিতে হবে ১২০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৬০ টাকা)। সবক্ষেত্রেই ব্যাঙ্ক চার্জ বা অনলাইন পেমেন্ট বাবদ দিতে হবে অতিরিক্ত ৫ টাকা। অনলাইন দরখাস্তে প্রথমে প্রাথমিক তথ্য ও ব্যক্তিগত তথ্যগুলি উল্লেখ করবেন। তারপর ফটো আপলোড করতে হবে। একটি সাদা কাগজে ফটো সাঁটিয়ে ফটোর নীচে কাগজে সই করবেন। এবার সই ও ফটো সমেত কাগজটি মাপমতো কেটে নিয়ে সেটি স্ক্যান করার পর সেভ করবেন। স্ক্যান করা ফটোর সাইজ হতে হবে ১০ কেবি থেকে ৩০ কেবির মধ্যে। ফটো আপলোড করার ব্যাপারে ওয়েবসাইটেই নির্দেশিকা পাবেন।

ফটো আপলোড করার পরে দরখাস্ত সাবমিট করে সেটির একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। প্রিন্ট আউটে অ্যাপ্লিকেশন নম্বর পাওয়া যাবে।

অনলাইনেই ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। চালানের মাধ্যমেও এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের যে–কোনও শাখায় ফি জমা দিতে পারেন। ওয়েবসাইট থেকেই চালান ডাউনলোড করে তার প্রিন্ট নেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে দরখাস্ত সাবমিট করার ২৪ ঘন্টা পরে ব্যাঙ্কে ফি জমা দিতে হবে। চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। চালানের ক্যান্ডিডেটস কপি নিজের সংগ্রহে রাখবেন। নির্দিষ্ট ফি–এর বিনিময়ে তথ্যমিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমেও দরখাস্ত ও ফি জমা দেওয়া যাবে।

দরখাস্তের প্রিন্ট আউট কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছেই রাখবেন। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। ফর্ম পূরণ–সংক্রান্ত তথ্যের জন্য ফোন করতে পারেন এই নম্বরগুলিতে : ০৩৩–২৩২১৪৫৫০, ৯০৫১১–৭৬৫০০, ৯০৫১১৭৪৬০০, ৯৮৩০৪৫৪২১৮।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অফিসগুলির ঠিকানা : (১) পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (কেন্দ্রীয় অফিস) : আচার্য সদন, সল্টলেক, ইই–১১ ও ১১/১, বিধাননগর, সেক্টর–২, কলকাতা–৭০০০৯১। ফোন নম্বর : ০৩৩–২৩২১৪৫৫০। (২) পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (পূর্বাঞ্চল) : এমবিসি ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ক্যাম্পাস, সাধনপুর, পোস্ট অফিস ও জেলা – বর্ধমান, পিন–৭১৩১০১। ফোন নম্বর : ০৩৪২–২৬২৫৫৯৬। (৩) পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (উত্তরাঞ্চল) : গভর্নমেন্ট টিচার্স ট্রেনিং কলেজ হস্টেল (প্রথম তল), পোস্ট অফিস–মকদমপুর, জেলা–মালদা, পিন–৭৩২১০৩৯। ফোন নম্বর : ০৩৫১২–২৭৮০১৪। (৪) পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (দক্ষিণাঞ্চল) : ৮৪, শরৎ বোস রোড, কলকাতা–৭০০০২৬। ফোন নম্বর : ০৩৩–২৪৮৫০–১৪১৫। (৫) পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (দক্ষিণ–পূর্বাঞ্চল) : জেলা পরিষদ ভবন (অ্যানেক্স বিল্ডিং), দ্বিতীয় তল, ঋষি বঙ্কিম সরণি, পোস্ট অফিস– বারাসত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০১২৪। ফোন নম্বর : ০৩৩–২৫৮৪–১০৬০।

তথ্যমিত্র কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারে জেলাওয়াড়ি এই সব নম্বরে : দার্জিলিং : ৮৬৯৭৯–৬৯৬৬২। জলপাইগুড়ি : ৯৮০০–৯৭১৫৬। উত্তর দিনাজপুর/দক্ষিণ দিনাজপুর : ৯৮০০৮–৯৭১৬০। পূর্ব মেদিনীপুর : ৭৪০৭২–৭০০০৬। মালদা : ৯০০২৮–৩৭০৩৩। মুর্শিদাবাদ : ৯০০২০–০৮২৭৫। দক্ষিণ ২৪ পরগনা : ৯৮০০৮–৯৭১৭১। বর্ধমান : ৯০০২৪–৬০৬৮৬। পশ্চিম মেদিনীপুর : ৯০০২০–৩৩১৮৮। হাওড়া : ৯৯৩৩৩–৫৫৮২৭। বীরভূম : ৯০০২০–৩৪১২১। হুগলি : ৯৮০০৪–৬৯৮১৩। বাঁকুড়া/পুরুলিয়া : ৮৩৩৪০–২০১২২।

জিএসটি নিয়ে চোখ রাখুন আলিপুর বার্তায়

পণ্য পরিষেবা কর বা জিএসটি নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। সম্প্রতি বহু চর্চিত ও প্রতীক্ষিত এই কর ব্যবস্থা চালু হয়েছে সংসদের দুই কক্ষে। এই কর কি, কেমন, কিভাবে ও কবে থেকে চালু হবে? জানানো হবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

অনলাইনে প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : রবিবার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দিয়ে অনলাইনে মাল বিক্রির নামে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার করে ৪ জনকে। ধৃতদের নাম ইঞ্জামুল লস্কর, রাকিব হোসেন, সাইদ আহমেদ ও রাকিবুল। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার বারুইপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে অনলাইনে মাল বিক্রির নামে বেশ কয়েকজন প্রতারণা করছিল। এই বিষয়ে একটি অনলাইন কোম্পানি বেশ কিছুদিন আগে ডায়মন্ড হারবার থানায় অভিযোগ দায়ের করে। ইঞ্জামুল লস্কর নামে এক যুবক অনলাইন কোম্পানিতে কাজ করতো। বিভিন্ন ভাবে অনলাইনে মাল বিক্রির নামে প্রতারণা করছিল ইঞ্জামুলসহ তার আরও ৩ জন বন্ধু। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে পুলিশ বারুইপুরে ৪ জনকে গ্রেফতার করে। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) চন্দ্রশেখর বর্ধন বলেন অনলাইনে প্রতারণার অভিযোগে পুলিশ ৪ জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এই প্রতারণার চক্রে আর কেউ জড়িত আছে কিনা বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত চলছে।

গৃহবধূর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়দিঘী : রবিবার এক গৃহবধূর মৃত্যুর অভিযোগ পুলিশ ৪ জনকে গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য গত ৫ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘী থানার কাতলা গ্রামের বাসিন্দা গৃহবধূ রুম্পা হালদার বিষ খায়। স্থানীয় মানুষজন গৃহবধূকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করে। সেখানে গৃহবধূ রুম্পার অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাকে ডায়মন্ড হারবার সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। গত ৬ আগস্ট গৃহবধূ রুম্পা হালদার (২২)–কে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে হালতু এলাকার বাসিন্দা রুম্পার সঙ্গে রায়দিঘীর কাতলা গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ হালদারের সঙ্গে বিয়ে হয় বছর খানেক আগে। প্রায় সময় দুজনের মধ্যে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। এদিকে গৃহবধূ–র মৃত্যুতে মৃতের পরিবারের সদস্যরা রায়দিঘী থানায় অভিযোগ দায়ের করে। তাদের অভিযোগ পণের দাবিতে রুম্পাকে নির্যাতন করা হচ্ছিল এবং প্ররোচনার জন্য রুম্পা এই পথ বেছে নেয়। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নেমে বিশ্বজিৎ হালদারসহ আরও তিনজনকে গ্রেফতার করে। আর একজন পলাতক তার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। পুলিশ জানান এক গৃহবধূর মৃত্যুর অভিযোগে গৃহবধূর স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি সহ আরও ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একজন পলাতক তার খোঁজ চলছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মরণফাঁদ আন্ডারপাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ষা এখন আর তেমনভাবে হয় না। কিন্তু নিম্নচাপের কয়েকদিনের বৃষ্টিতে সিউড়ি ঢোকার প্রধান রাস্তা মরনফাঁদে পরিণত হয়েছে। ঘটেছে একাধিক দুর্ঘটনা। মাঝে মধ্যেই লেগে থাকে টুকিটাকি দুর্ঘটনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও হেলদোল নেই প্রশাসনের। বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি। ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক ছেড়ে দুবরাজপুর, ইলামবাজার থেকে ঢোকার রাস্তায় পড়ে এই আন্ডারপাস। উপর দিয়ে চলে গিয়েছে অন্ডাল–সাঁইথিয়া রেলপথ। নীচের রাস্তা দিয়ে ইলামবাজার, লোকপুর, বাবুইজোড়, বর্ধমান, আসানসোল, বাঁকুড়া, পারশুন্ডি, বরাকর, জঙ্গীপুর, সাহাপুর সহ অসংখ্য বেসরকারি বাস, সরকারি বাস, লরি, ট্রাক্টর, সাইকেল, মোটরসাইকেল প্রভৃতি যাতায়াত করে। সিউড়ি আন্ডারপাসের রাস্তা একেই গর্তে খানাখন্দে ভরা তাতে আবার বৃষ্টি হয়ে পুকুরে পরিণত হয়েছে। এখানে মাছচাষ করলে ভাল হবে ব্যাঙ্গ মন্তব্য এক বাসযাত্রীর। প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত বক্তব্য আরেক বাসযাত্রীর। এই রাস্তা দিয়ে প্রতি দিন কয়েকহাজার নিত্যযাত্রী, ছাত্রছাত্রী, হকার, বাসকর্মীরা যাতায়াত করে। তাই সকলের একটা আর্জি যেন দ্রুত সিউড়ি আন্ডারপাসের রাস্তা মেরামতির ব্যবস্থা হয়। তাতে সকলেই উপকৃত হবে।

ঘরজামাইদের তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিছুদিন পর কৌশিকী অমাবস্যা। যার জন্য ভিড় উপচে পড়বে তারাপীঠে। ভিড় সামলাতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। সচিত্র পরিচয়পত্র ছাড়া লজ বা হোটেল ভাড়া পাওয়া যায় না তারাপীঠে। জঙ্গি হামলা রুখতে বীরভূম প্রশাসন ভাড়াটিয়া ও ঘরজামাইদের তথ্য নেবে। বাংলাদেশে পরপর ঘটে গিয়েছে জঙ্গিহানা। পশ্চিমবঙ্গে ধরা পড়েছে জঙ্গিরা। ৪ জুলাই বর্ধমান জংশন স্টেশন থেকে রামপুরহাটগামী বিশ্বভারতী ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার থেকে গ্রেফতার করা হয় মহিউদ্দিন আহমেদ ওরফে মুসাকে। মুসার বাড়ি লাভপুরের রেজিস্ট্রিপাড়ায়। গলা কেটে বীরভূমের একসঙ্গে তিনজনকে হত্যা করার ছক ছিল মুসার। সিরিয়া, আফগানিস্তান থেকে ফোন, সোশ্যাল নেটওয়ার্কের কথাবার্তার আইএস যোগ স্পষ্ট। ১৩ ইঞ্চি ছোড়া কিনেছিল কলকাতা থেকে। মুসার বাড়িতে মা, স্ত্রী, ছেলে আছে। লাভপুর থেকে আইএস যোগে গ্রেফতার আরও দুই। ২০১০ সাল থেকে নানান নামে তামিলনাড়ুতে থাকতো। শীর্ষ আইএএস ও আইপিএস অফিসারদের তালিকা তৈরি করেছিল। লাভপুর থেকে আইএস যোগে গ্রেফতার আমিন শেখ ও কালো শেখ। আরও দুইজনকে আটক করা হয়েছে সূত্রের খবর। হিন্দু পুরোহিতদের তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। পুজোর সময় বর্ধমানের খাগড়াগড়ে ঘটে যায় ভয়ানক বিস্ফোরণ। এনআইএ নেয় তদন্তের দায়িত্বভার। গ্রেফতার হয় হালিম শেখ। মহম্মদবাজার গ্রামের দেউচার বাসিন্দা। বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘটেছে একের পর এক বিস্ফোরণ। কোনওটারই কিনারা হয়নি এখনও পর্যন্ত। ২২ জুলাই সন্ধ্যায় তিনোড় গ্রামে শেখ সাহিদুলের বাড়িতে বিস্ফোরণে জখম হয় ভগবতীবাজার গ্রামের শেখ মফিজুল। নিরাপত্তার কারণেই আগেই তারাপীঠে পান্ডাদের পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছিল।

সমুদ্রে বিপন্ন অসহায় মৎস্যজীবীরা

মেহেবুব গাজি

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে সামুদ্রিক ঝড়ের মুখে পড়ে নিখোঁজ হয়ে গেল দুটি ট্রলার সহ ১৮ জন মৎস্যজীবী। মৎস্যজীবী সংগঠন সূত্রে জনা গিয়েছে, ঝড় নামক ট্রলার সহ ১৬ জন মৎস্যজীবীর কোনও খোঁজ মেলেনি। এছাড়াও পল্লবী নামক ট্রলার সহ ১৬ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করা হলেও খোঁজ মেলেনি ট্রলারের মাঝি সহ দুজন মৎস্যজীবীর। অন্যদিকে কিরণময়ী–২ ট্রলারের সমস্ত মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করা গেলেও ট্রলারটিকে এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি। অন্যদিকে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় ১৯ জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে গঙ্গোত্রী নামক একটি ট্রলার বকখালি থেকে ১৬৫ কিমি দূরে গভীর সমুদ্রে ভাসছে। নিখোঁজ মৎস্যজীবীরা কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার ভোর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের বাঘের চর থেকে দক্ষিণে প্রায় ২০ কিমি দূরে বঙ্গোপসাগরে। তবে খারাপ আবহাওয়া উপেক্ষা করে নামখানা ঘাট থেকে বেশ কয়েকটি মৎস্যজীবী ট্রলার গভীর সমুদ্রে গিয়ে উপকূল রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে নিখোঁজ ট্রলার সহ মৎস্যজীবীদের খোঁজ চালাচ্ছে।

কাকদ্বীপ মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক বিজন মাইতি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'এই সামুদ্রিক ঝড়ের আগাম সতর্কবার্তা আবহাওয়া দফতরের থেকে জানানো হয়নি। আবহাওয়া দফতরের গাফিলতির কারণে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরিয়ে আবারও দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হল মৎস্যজীবীদের। কোনও রকমে বাকি ট্রলারগুলো মোহনায় ফিরে এলেও গঙ্গামযী, পল্লবী, কিরণময়ী–২ ও ঝড় নামক এই চারটি ট্রলার সামুদ্রিক ঝড় ও উত্তাল ঢেউয়ের কবলে পড়ে যায়। এখনও পর্যন্ত ঝড় নামক ট্রলার সহ ১৬ জন মৎস্যজীবী নিখোঁজ। পল্লবী ট্রলার সহ ১৬ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করা গেলেও ওই ট্রলারের মাঝি সহ দুজন মৎস্যজীবীর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। খবর দেওয়ার পরও ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ উদ্ধার কাজে নামেনি। আমাদের মৎস্যজীবীরাই ট্রলার নিয়ে গভীর সমুদ্রে গিয়ে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। আবহাওয়া দফতরের এই খামখেয়ালির জন্য মৎস্যজীবীদের প্রাণের ঝুঁকি আরও বাড়ছে। বিষয়টি আমরা মৎস্যমন্ত্রী থেকে রাজ্য সরকারকে বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছি।

মৎস্যজীবী সংগঠন সূত্রের খবর, আবহাওয়া পরিস্কার থাকায় গত শনিবার রাতে ও রবিবার ভোর নাগাদ কাকদ্বীপ মৎস্য বন্দর ও নামখানা ঘাট থেকে চারটি ট্রলারে চেপে বঙ্গোপসাগরে ইলিশ ধরতে বেরিয়েছিল ৬৭ জন মৎস্যজীবী। কিন্তু বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপের জেরে সোমবার সন্ধ্যে থেকে ফের দফায় দফায় বৃষ্টি শুরু হয়। সামুদ্রিক ঝড়ের পাশাপাশি উত্তাল হয়ে ওঠে বঙ্গোপসাগর। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে থাকা সমস্ত ট্রলার মোহনার দিকে ফিরতে থাকে। ঘাটে আসার পথে সামুদ্রিক ঝড় ও উত্তাল ঢেউয়ের মুখে পড়ে ট্রলারগুলো। সে সময় বেশ কিছুটা দূর থেকে মোহনার দিকে ফিরছিল আরও বেশ কয়েকটি ট্রলার। মৎস্যজীবীদের চিৎকার শুনে বিপদ আঁচ করে বাকি ট্রলারগুলো ঘটনাস্থলে পৌঁছে পল্লবী ট্রলার সহ ১৬ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধারের সময় উত্তাল ঢেউয়ে ট্রলারের মাঝি সহ দুজন মৎস্যজীবী ছিটকে পড়ে যায় গভীর সমুদ্রে। এরপর মৎস্যজীবীদের বাকি ট্রলারগুলো থেকে ড্যাটের (দূর বিপদ সঙ্কেত যন্ত্র) মাধ্যমে দুর্ঘটনার খবর পাঠানো হয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর সদর দফতর চেন্নাইতে। সেখান থেকে বঙ্গোপসাগরে ট্রলার দুর্ঘটনার খবর আসে হলদিয়াতে উপকূলরক্ষী বাহিনীর দফতরে। এরপর উপকূলরক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে ঘটনার খবর পায় বিভিন্ন মৎস্যজীবী সংগঠন।

কাঠগড়ায় আবহাওয়া দফতর

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২৩ জুলাই ভোররাতে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে একইরকম ভাবে সামুদ্রিক ঝড় ও উত্তাল ঢেউয়ের মুখে পড়ে মৎস্যজীবীরা। তড়িঘড়ি বাকি মৎস্যজীবীদের ট্রলার কাকদ্বীপ, রায়দিঘী, নামখানা–ফ্রেজারগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা ও সাগরের সমুদ্র ও নদী মোহনায় ফিরে এলেও এফবি গোবিন্দ নামক ট্রলার থেকে চার মৎস্যজীবী ছিটকে পড়ে যায় সমুদ্রে। পরে দুই মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার হলেও এখনও পর্যন্ত দুই মৎস্যজীবীর কোনও খোঁজ মেলেনি। তখনও আবহাওয়া দফতরের থেকে কোনও আগাম সতর্কবার্তা ছিল না বলে মৎস্যজীবীদের অভিযোগ। বারে বারে আবহাওয়া দফতরের খামখেয়ালিপনায় ক্ষুব্ধ মৎস্যজীবীরাও। তবে ডায়মন্ড হারবারের সহকারী মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) সুরজিৎ বাগ জানান, 'খারাপ আবহাওয়ার খবর মৎস্যজীবীদের কাছে না থাকার ফলে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। গভীর সমুদ্রে মৎস্যজীবী ট্রলার ও উপকূলরক্ষী বাহিনী যৌথভাবে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে।'

নতুন করে ভাসল মৌসুনি, আশ্রয়হীন বহু

নিজস্ব প্রতিনিধি : নামখানার মৌসুনির বেশ কয়েকটি গ্রাম কোটালের জলোচ্ছ্বাস ও টানা বৃষ্টিতে আবারও প্লাবিত হল। বৃহস্পতিবার রাত থেকে ভাঙা বাঁধ দিয়ে হু হু করে জল ঢুকতে থাকে বাঘডাঙা, বালিয়াড়া, কুসুমতলায়। তিনটি গ্রাম থেকে কমবেশি ৬০টি পরিবারকে ত্রাণ শিবির ও স্থানীয় হাইস্কুলে তুলে আনা হয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত ত্রাণ মিলছে না বলে দুর্গতরা অভিযোগ তুলেছেন। ছড়াচ্ছে জলবাহিত রোগও। কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক রাহুল নাথ বলেন, 'ওই গ্রামে ত্রাণ শিবির করা হয়েছে। পর্যাপ্ত ত্রাণ, শুকনো খাবার, ত্রিপল পাঠানো হয়েছে।' চারদিকে নদী ও সমুদ্রে ঘেরা মৌসুনি দ্বীপের বাঁধগুলো গত কয়েক বছর ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। বাঁধ মেরামতির দাবি জানিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দরবার করেছেন প্রশাসনের কাছে। খোদ সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ও দ্রুত বাঁধ মেরামতির জন্য দফতরের বাস্তুকারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন বর্ষা শুরুর আগে। কিন্তু আগের দুটি কোটালেও ভেসেছে দ্বীপের বেশ কয়েকটি গ্রাম। এবারও আবার ভাসল। রবিবার সকাল পর্যন্ত জল ঢুকবে বলে বাসিন্দাদের আশঙ্কা। দ্বীপের দুটি বাঁধ প্রায় আড়াই কিমি পুরো ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গিয়েছে। সেই অংশ দিয়ে জল ঢুকে বারে বারে প্লাবিত হচ্ছে জনপদ। নষ্ট হয়েছে মিষ্টি জলের পুকুরের মাছ, সবজী, পানের বরজ, আমন ধান। নিত্য জল ঢোকায় অনেকেই উঁচু রাস্তার উপর কোনওরকমে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু পর্যাপ্ত ত্রিপল পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শেখ ইলিয়াস আক্ষেপ করে বলেন, 'সরকার অপ্রয়োজনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। আর বাঁধ মেরামত না হওয়ায় আমাদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। আমরা উদ্বাস্তু হতে চলেছি। সামান্য ত্রাণটুকু নেই। স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে, চিকিৎসক নেই।' মৌসুনির পঞ্চায়েত প্রধান আদালত খাঁ বলেন, 'ব্লক প্রশাসন থেকে মাত্র ১০০টি ত্রিপল দেওয়া হয়েছিল। তা দিয়েছি। আর ত্রাণ শিবিরে কিছু দিন না থাকলে খাবার দেওয়া যাবে না বলে ব্লক থেকে জানানো হয়েছে।' ইতিমধ্যে বালিয়াড়া কিশোর হাইস্কুল ও কয়েকটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সাময়িক ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলা সেচ দফতরের এক কর্তা বলেন, 'বাঁধ তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু টানা বর্ষায় কিছু বলা যাচ্ছে না। আবহাওয়ার উন্নতি হলে আবার কাজ শুরু হবে।'

জল পচার কারণে নানা রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। তার উপর স্থানীয় বাগডাঙা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থায়ী কোনও চিকিৎসক নেই। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, টাকা খরচ করে প্রতিবারই কোটালের আগে বাঁধের কাজ করা হয়। কিন্তু জল বাড়লে প্রতিবার বাঁধ ভেঙে জল ঢুকছে। বহুবার কাজ করা হলেও মাটি ধরে রাখার মতো স্থায়ী কোনও সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ।

ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, এবারের কোটালের জলোচ্ছ্বাস একটু বেশি ছিল। তাই মৌসুনির বিভিন্ন জায়গায় বাঁধ উপচে গ্রামগুলিতে জল ঢুকছে। বেশ কয়েক বিঘা জমির ধান, মাছের ভেড়ি ও পান বরজের ক্ষতি হয়েছে। এদিকে সেচ দফতরের কর্তারা জানাচ্ছেন, কোটালের আগেই মৌসুনিতে কাজ হয়েছিল। সময়ের অভাবে কাজ শেষ করা যায়নি। প্রবল জলোচ্ছ্বাসের কারণে এখন মেরামতি করা যাচ্ছে না। বর্ষা কমলে কাজ শুরু করা হবে।

বীরভূমে ডেঙ্গির থাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় ঢুকে পড়েছে ডেঙ্গি। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের দীর্ঘদিন জমে থাকা আবর্জনা স্তূপ পরিষ্কার না করা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। দুবরাজপুর ব্লকের ইসলামপুর গ্রামের মির হোসেন নামে এক যুবক ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি। ৫ আগস্ট সকালে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ডেঙ্গি রোগে মারা যায় শেখ রাকিবুল ইসলাম (৩৮)। বাড়ি দেশালপুর গ্রামে। রামপুরহাট গার্লস বিদ্যালয়ের পাশে জম রয়েছে আবর্জনা স্তূপ। জাতীয় সড়ক ছেড়ে সিউড়ি ঢোকার মুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে জঞ্জাল। মাঝে মধ্যে সেখানে আগুনের ধোঁয়া দেখা যায়। কিন্তু পরিষ্কার করার লক্ষণ দেখা যায় না। ৫ আগস্ট মহম্মদবাজার গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে অসন্তুষ্ট হন বিডিও তারাশঙ্কর ঘোষ। ৩ আগস্ট ময়ূরেশ্বর ব্লকে ডেঙ্গি প্রতিরোধে আলোচনা সভা হয়ে যায়। চিনপাই, রামপুরহাট, বোলপুর, সাঁইথিয়ায় বাড়ছে জ্বরের প্রকোপ। ডাইরিয়ায় আক্রান্ত ৭০ জন খয়েরবুনি গ্রামে। সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে জিলা স্কুল যাওয়ার রাস্তা, চিনপাই বাউরি পাড়া, সিউড়ি আন্ডারপাস, পানুরিয়া থেকে সিউড়ি যাওয়ার রাস্তায় জল জমে পুকুরে পরিণত হয়েছে। সাঁইথিয়ায়ও একই অবস্থা।

কিশোরীর মৃত্যু, আটক চিকিৎসক

বিশ্বজিৎ পাল, বাসন্তী : শনিবার এক কিশোরীর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। উত্তেজিত গ্রামবাসীরা এক বেসরকারি নার্সিং হোমে ব্যাপক ভাঙচুর করে। ঘটনাস্থলে পুলিশবাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃত কিশোরীর নাম পুষ্প মন্ডল (১৪)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার পুরাতন সরবেড়িয়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সোনারপুরের মহামায়াতলা এলাকার বাসিন্দা কিশোরী পুষ্প মন্ডল তার মামাবাড়িতে ঘুরতে আসে বাসন্তীর সাত নম্বর কুমড়ো খালি গ্রামে। প্রায় সপ্তাহ খানেক হল পুষ্প মামা বাড়িতে আছে। দুই একদিন হল পুষ্পর অ্যাপেনডিক্সের যন্ত্রণা শুরু হয়। পুষ্পর মামা জগন্নাথ মন্ডল গত ৫ আগস্ট বিকালে পুরনো সরবেড়িয়ার এক বেসরকারি নার্সিং হোমে ভর্তি করে কিশোরী পুষ্পকে। পরের দিন ভোরে পুষ্পর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। উত্তেজিত গ্রামবাসীরা ব্যাপক ভাঙচুর করে। খবর পেয়ে বিশাল বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় পুলিশ চিকিৎসক হাফিজুর সাঁপুইকে আটক করে। মৃত কিশোরীর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ অ্যাপেনডিক্স অপারেশনের সময় গাফিলতির কারণে কিশোরীর মৃত্যু হয়। গত ৫ আগস্ট বিকালে অ্যাপেনডিক্স অপারেশনের জন্য ভর্তি করা হয় পুষ্পকে। পরের দিন ভোরে চিকিৎসক অস্ত্রোপচার করেন। কিন্তু অস্ত্রোপচারের পর আর জ্ঞান ফেরেনি পুষ্পর। পুলিশ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে যথার্থভাবে আইনি ব্যবস্থা নিক। এদিকে পুলিশ কিশোরীর দেহ উদ্ধার করতে এলে গ্রামবাসীরা পুলিশ বাহিনীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ জানায় এক কিশোরীর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজিত গ্রামবাসীরা একটি বেসরকারি নার্সিং হোম ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। কিশোরীর দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আটক করা হয়েছে চিকিৎসককে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে। এদিকে কিশোরীর মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় নেমে আসে ব্যাপক শোকের ছায়া।

মহানগরে

জরিমানার ফরমানে শহর জুড়ে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ

বরুণ মন্ডল

মারণ ডেঙ্গু একটি ভাইরাস ঘটিত জ্বর। এডিস ইজিপ্টাই প্রজাতির মশা এই রোগের একমাত্র বাহক। আর স্ত্রী মশাদের শরীরবৃত্তীয় প্রবণতাই হল দিনে–রাতে সবসময়ে রক্ত খাওয়া। তবে এই মশা আগে রাতে কামড়াতো এখন সাধারণত সকালের দিকে বা বিকেলের দিকে কামড়াচ্ছে। এই মশার কামড়ে ভাইরাসটি শরীরে প্রবেশ করলে মানুষের শরীরের অস্থিমজ্জায় প্লেটলেট (অনুচক্রিকা) উপাদান দ্রুত কমতে থাকে। প্লেটলেট হল এক ধরণের রক্তকোষ। অস্থিমজ্জাই প্লেটলেটের একমাত্র উৎস। ভাইরাসটি শরীরে প্রবেশ করলে রক্তে প্লেটলেট কমে যাওয়ার ফলে রক্তক্ষরণ বৃদ্ধি পাবে। তাই রোগীকে রক্ত দিয়ে রক্তে প্লেটলেটের সংখ্যা বাড়াতে হবে। প্রসঙ্গত, প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে স্বাভাবিক প্লেটলেটের মাত্রা ১.৫ লক্ষ থেকে ৪.৫ লক্ষ। তবে এ শহরের পতঙ্গবিদদের বক্তব্য, ডেঙ্গুতে প্লেটলেট বা অনুচক্রিকা কমে যাওয়া নিয়ে অযথা উদ্বিগ্ন হয়ে লাভ নেই। কারণ ডেঙ্গুতে কিন্তু রক্ত পাতলা হয় না। উল্টে গাঢ় হয়ে যায় অনুচক্রিকা কমার পরও। বরং প্লেটলেট কাউন্টের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ 'প্যাক্ট সেল ভল্যুম' (পিসিভি)–এর কাউন্টের ওপর। যা ৩০–৩৫ শতাংশ স্বাভাবিক। কিন্তু ৪৫ শতাংশ টপকালেই সমূহ বিপদ।

এদিকে পতঙ্গ বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, প্রাণঘাতী ডেঙ্গু বা পীতজ্বর বা ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া হল, একরকম 'ম্যান মেড' বা মানুষের তৈরি রোগ জীবাণু। কলকাতার মারণ ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়াও এর বাইরে নয়। সে কথা মাথায় রেখে জল জমিয়ে রাখা বন্ধ করতে পুর আইনে বিশেষ ধারা আনা হয়েছে। তবে তাতে যে শাস্তির বিধান হয়েছে, তা কার্যত অতীব নয়। জল জমিয়ে রাখার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে খুব বেশি ৫০০–১০০০ টাকা জরিমানা হতে পারে। এই টাকা জমা দিলেই ছাড় পাবেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয় এতো দূর গড়ায় না। কারণ ওই টাকা জমা নিতে পুরসভার আরও হাজার টাকা বেরিয়ে যায়। তাই অভিযুক্তকে একটি আইনি নোটিশ হাতে ধরিয়েই পুরসভা টা টা বাই বাই করে। এজন্যই প্রতি বছরে একেবারে পুরকর্মীরা এ শহরের বাড়ির ভিতরে থাকা ডেঙ্গুবাহী পূর্ণাঙ্গ এডিস ইজিপ্টাই মশা মারার জন্য 'পাইরিথ্রিন বা টেমিফস জাতীয় কীটনাশক ছড়ালেও ডেঙ্গুবাহী লার্ভা ও ফ্যালসিফেরাম ম্যালেরিয়াবাহী অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাইয়ের লার্ভা রোধ করতে কোনও ভাবেই পারছে না। তাই মশা নিধনের কাজে নিযুক্ত পুর আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, ডেঙ্গি–ম্যালেরিয়ার মোকাবিলায় কড়া আইন দরকার। জল জমানোর অপরাধে শাস্তির পরিমাণ ১০ গুণ বা তারও বেশি করতে হবে। তা না হলে যতোই 'বিটি আইন' ছড়াও বা 'পাইরিথ্রিন স্প্রে' করো এই প্রবণতায় রাশ টানা একরকম অসম্ভব। ১৯৮০ সালের কলকাতা পুর নিগম আইন ৪৯৬(২) ধারায় পুরসভা কেবলমাত্র 'আইনি নোটিস' ধরাতে পারে। নোটিশ ধরানোর পরও যদি দেখা যায় অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি, তাহলে সাতদিন পর আবার নোটিশ ধরানো উচিত। আর তাতেও যদি কোনও উন্নতি না হয় তাহলে 'কলকাতা মিউনিসিপ্যাল' কোর্টে পুরসভার পক্ষ থেকে মামলা করা হয়। প্রসঙ্গত, প্রতিবছর পুরসভা এ রকম গড়ে ১৫টির মতো মামলা দায়ের করে থাকে। তবে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ শাস্তি হয়েছে, মাত্র ১০০০ টাকা জরিমানা। এদিকে পর আধিকারিক বক্তব্য ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া রোধে কলকাতা পুর নিগম আই ন শীঘ্র সংশোধন করে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে কিন্তু নগরবাসীর বদ–অভ্যাস অন্য কোনও ভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না। এই সকল সত্যটা যতোদিন না রাজনৈতিক নেতারা উপলব্ধি করবেন, ততদিন নিস্তার নেই। এদিকে আগস্টের প্রথম ১০ দিনে কলকাতাসহ রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। ৩ আগস্ট কলকাতা পুর এলাকায় ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১৩৫ জন। চার দিনের মধ্যেই অর্থাৎ ৭ আগস্টে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২২৫ জনে। আবার ৯ আগস্ট মাত্র দু'টি দিনেই বেড়ে দাঁড়ায় ২৬০ জন। এদিকে, স্বাস্থ্য অধিকর্তা বিশ্বরঞ্জন শতপথি জানিয়েছেন, কলকাতা মহানগরীতে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যার ব্যাপারে স্বাস্থ্য দফতর এখনও নিশ্চিত হতে পারেনি।

ফেলোশিপ প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের 'সংস্কৃতি মন্ত্রক'–এর অধীনস্থ ও সম্পূর্ণরূপে আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত স্বয়ংশাসিত সংস্থা সাহিত্য আকাদেমি'র উদ্যোগে 'ফেলোশিপ প্রদান' অনুষ্ঠান হল কলকাতায়। গত ৬ আগস্ট মধ্য কলকাতার ডিএল খান রোডস্থিত 'সাহিত্য আকাদেমি'র নিজস্ব সভাগৃহে বর্ষীয়ান কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর হাতে সেই গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্মান (মেমেন্টো) তুলে দেন সাহিত্য আকাদেমির সভাপতি বিশ্বনাথ প্রসাদ তিওয়ারি।

সাহিত্য আকাদেমির এদিনের এই 'সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে'র শুরুতে স্বাগত ভাষণ ও বাংলার যশস্বী কবিকে প্রদান করা সম্মাননার বিশেষ সম্মাননা পত্রটি পাঠ করেন সাহিত্য আকাদেমির সচিব কে শ্রীনিবাস রাও। এদিনে দ্বিতীয় পর্বের 'সংবাদ অনুষ্ঠানে' সভাপতিত্ব করেন সাহিত্য আকাদেমির জেনারেল কাউন্সিলের সদস্য ঔপন্যাসিক ও কিশোর সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। সংবাদ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাহিত্যিক অধ্যাপিকা নবনীতা দেবসেন, ভাষাতাত্ত্বিক পবিত্র সরকার। উপস্থিত ছিলেন ছিলেন বিশিষ্ট কবি প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ। প্রসঙ্গত, ভাষার উন্নতি ছাড়া দেশের অগ্রগতি কখনই সম্ভব নয়। আর সাহিত্য আকাদেমি সারা বছরব্যাপী ঠিক সে কাজটাই, দেশের বিবিধ প্রান্তের বিবিধ ভাষায় লেখা কাহিনীর অনুবাদের দ্বারা উন্নতির মাধ্যমেই জাতীয় একতা বৃদ্ধি করে চলেছে। সুপরিকল্পিতরূপে দেশের সাহিত্য–সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ১৩ আগস্ট – ১৯ আগস্ট, ২০১৬

স্বাধীনতার আস্বাদন

আবারও সেই মুক্তির দিন। স্বাধীনতার গন্ধে বুঁদ হয়ে যাওয়ার পরশ। এই পরশ পাথরের সন্ধানই তো মেলে ফি বছর ১৫ আগস্টের মহান দিনটিতে। স্বাধীনতার মাধ্যমে যে চেতনা আমাদের মননে সঞ্চারিত হওয়ার কথা তার অঙ্কুরোদগম আদৌ কি ভারতের সর্বত্র সংগঠিত হয়েছে? প্রশ্নের উত্তরে বলতে হবে হ্যাঁ, আবার নাও। আসলে স্বাধীনতা দিবসের আবেগ আপামর ভারতীয়কে ছুঁয়ে যায় একথা অনস্বীকার্য। তা হলেও মানতে হয় অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ জনসাধারণের কাছে ঠিকমতো ডানা মেলতে পারেনি। বাইরে থেকে তাই পতাকা উত্তোলন বা জাতীয় সঙ্গীত ভক্তি সহকারে পরিবেশন করার আবহ দেখে ভাবলে হবে না আমরা বিশাল দেশভক্ত হয়ে উঠেছি। একইভাবে নেতা মন্ত্রীদের নানা আস্ফালন চোখে পড়ে এই বিশেষ দিনটিতে। আসলে এই অবসরে নিজেদের দেশপ্রেমিক প্রতিপন্ন করার এক মস্ত সুযোগ এসে যায় হাতের কাছে। কিন্তু একটু গূঢ়ভাবে চিন্তা করলে দেখবেন আসল যে কাজ এই মন্ত্রীসান্ত্রীদের তা থেকে এরা শত যোজন দূরে বসবাস করছেন। তার থেকে অনেক বেশি ব্যস্ত নিজেদের 'আখের' গোছাতে। হাতের পাঁচ আঙুল যেমন সমান নয় তেমন সকল নেতানেত্রীই এই দোষে দুষ্ট তা নয়। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন (হাতেগোনা) —এর মধ্যে আজও দেশকে ঘিরে স্বপ্ন রয়েছে, স্বাধীনতার মধুর আবেশ এদের সম্পৃক্ত করে। ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য এই জনহিতৈষী দেশনেতার সংখ্যা আজ ক্রমশ কমে আসছে। এদের জায়গায় স্থান করে নিচ্ছে এক দঙ্গল ভুঁইফোড় নেতা। যাদের কাজই হল রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খার নামে নিজেদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা। দেশের কাজে লাগল কি না তাতে এদের কোনও আসে যায় না। ভোট সর্বস্ব রাজনীতির মদিরায় ডুবে থাকা এদের খেয়াল থাকে না সহনাগরিকের মরণবাচনে। ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া, এনসেফেলাইটিসের মারণমুখী থাবা যখন মানুষের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব ফেলে তখন নাম-কা-ওয়াস্তে এদের ছোটাছুটি করতে দেখা যায়। গণমাধ্যমে ছবি তোলার ব্যাপারে এইসময় এদের যত বেশি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় তার ছিটেফোটাও নজরে আসে না সমস্যার গভীরে পৌঁছে তা সমাধানে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই তো রোগের শিকারে প্রাণহানি হয় সাধারণ মানুষের। তা সেই হরিপদ কেরানিদের কথা ভাবার থেকে ঠান্ডা ঘরে বসে রাজনৈতিক কূটচালিতা চালানোই শ্রেয় মনে করেন এরা। সরকারপক্ষের খুঁত দেখে বিরোধীরা এমন রে রে করে ওঠেন যেন তাদের আমলে নগরজীবন নন্দনকাননের মতো স্বর্গীয় ছিল। এই রেওয়াজ এদেশে চলে আসছে দিনের পর দিন। স্বাধীনতার ৭০ বছরে এটাই প্রার্থনা এই 'আমি' সর্বস্ব নেতামন্ত্রীদের মধ্যে একটু হলেও যেন 'আমরা' বোধ জাগ্রত হয়।

অমৃত কথা

অতএব এই মহাযুগের প্রত্যুষে সর্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্ত ভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চনিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

এই নব যুগধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান; এবং এই নব যুগধর্ম প্রবর্তক শ্রীভগবান পূর্বগ শ্রীযুগধর্ম প্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণ কর।

মৃত ব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সে রূব আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি।

লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি, বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও।

যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্তনের সহায়তা কর।

আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক-এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পান্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট, কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পান্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পান্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর, তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশ জনে বিচার কর সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয় যদি না হয়, তো নিজের মনে এবং পাঁচ জনে ও সকল তত্ত্ব বিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না, সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর,

ফেসবুক বার্তা

৭০-এ পা রাখা বয়োবৃদ্ধ স্বাধীনতার স্বাদ চেটে পুটে নিচ্ছে ৭ বছরের শিশু। যার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে ফেসবুকের অলিন্দে।

৭০ বছরের বৃদ্ধ স্বাধীনতা-দোহনে মিলবে না অমৃতবিন্দু

নির্মল গোস্বামী

অনেক আত্মত্যাগ, অনেক মৃত্যু, অনেক অত্যাচার, অনেক আশা আকাঙ্খা, অনেক ভবিষ্যৎ সুখ স্বপ্নের আশায় অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা। জাতি হিসাবে, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে এই স্বাধীনতাকে অসম্মান বা অবজ্ঞা করার ধৃষ্টতা আমার নেই এবং তা উচিতও নয়। কারণ তাহলে সেই সব স্মরণীয় বরণীয়দের যারা হাসিমুখে দেদার প্রাণ বলিদান দিয়ে গেলেন তাদের অসম্মান করা হয়।

তাই ভারতের স্বাধীনতার বেদিতে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি অর্পণ করেও কিছু কথা বলা প্রয়োজন যা স্বাধীনতার হৃত স্বাস্থ্য ও মর্যাদার সঙ্গে সম্পর্কিত।

একজন নাগরিক যদি প্রশ্ন করে যে স্বাধীনতা তো পেলাম। আমার কী লাভ হল তাতে? দিল্লির তকতে মাউন্টব্যাটেন এর জায়গায় জওহরলাল বসলেন তাতে দেশবাসী কি পেল? অনেকে অনেক কথা বলবে। যাকে দেখা যায় না অনুভব করা যায় না, শুধুমাত্র ধরে নিতে হয় বীজগণিতের x এর মতো। যারা বিমূর্ত ধারণার কথা বলে স্বাধীনতার সার্থকতা বোঝাতে চায় তাদের দলে আমি নই। আমার কাছে স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ পাওনা হল আমাদের সংবিধান। সংবিধান বিমূর্ত ধারণা নয়। বই আকারে লিখিত আইন কানুন। যাতে লেখা আছে হরিপদ কেরানির সাথে আকবর বাদশার কোনও ভেদ নেই। এইটাই স্বাধীন ভারতবাসীর চরম এবং পরম পাওয়া।

সেই স্বাধীনতার বয়স হল ৭০ বছর। আর ২ বছর পরে ৭২ হবে। আমাদের গ্রাম্য বাংলায় একটা কথা প্রচলিত আছে তা হল ''বেরো বাহাত্তুরে''। কথাটার অর্থ হল ৭২ বছরের একটা মানুষ বার্ধক্যের চরমসীমায় পৌঁছে যায়। তখন তার আচার-আচরণের জ্ঞান বৃদ্ধ জনিত পরম্পরা থাকে না। উল্টে শিশুর মতো আচরণ করে। সেই আচরণকে প্রশ্রয় সুলভ ভর্ৎসনা করা হয় বাহাত্তুরে বুড়ো বলে। অর্থাৎ যে কাজ করা উচিৎ নয় তবুও করছে কিন্তু সেটা অক্ষমনীয় নয়। তেমনি ৭০ বছরের স্বাধীনতাও আমাদের কাছে ওই রকম বাহাত্তুরে চরিত্র নিয়ে কি হাজির হচ্ছে? প্রশ্নটা মনে এলো এই জন্য যে, স্বাধীনতার রক্ষাকবচ সংবিধানের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম প্রথম অনেক অসংগতি দেখা গিয়েছিল। তখন সান্ত্বনা ছিল যে এত বড়ো রাষ্ট্র অনেক গুরু দায়িত্ব তার কাঁধে। তাই নাগরিক সংবিধানে দেওয়া সব মৌলিক অধিকার আয়ত্ব করতে পারেনি। তারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে— মহামারি, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, দাঙ্গা এ সবের সাথে যুঝে যারা বেঁচে রইল তারা আশায় আশায় দিন গুনে দিন কাটায়। সংবিধান তো আছেই। সরকার তো সেই মেনে চলছে। না চললে আদালত আছে না। সুপ্রিম কোর্ট আছে না— মৌলিক অধিকার কারো লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না সে বিষয়ে সদা জাগ্রত। আমি অতদূরে যেতে পারবো কিনা সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। কিন্তু গেলে সুবিচার পাব। আমার মৌলিক অধিকার কেউ হরণ করতে পারবে না। এ আশ্বাসটাই অনেক।

আমি চাকরি না পেতে পারি। আমি শিক্ষার উন্মুক্ত সুযোগ না পেতে পারি— কিন্তু অনেকেই তো পাচ্ছে। আর কিছু দিন পর হয়তো আমিও পাবো। না পাই। তখন রাষ্ট্র কে না দুষে ভাগ্য খারাপ ভাবলেই মন খারাপ আর হবে না। আমরা তো স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক বটে। ভোট দিই পছন্দ মতো। আমাদেরই দেশের লোক রাজা উজির হয়। আমিও লেগে থাকলে এক দিন বলা যায় না...। যাই হোক সংবিধানের দৌলতে আজও আমরা স্বাধীন

স্বাধীনতা কি শুধু ভাষণেই থেকে যাবে?

হয়েই জন্মাচ্ছি এবং মরছিও।

স্বাধীনতা কতটা পেয়েছি আর কতটা পাইনি তার ব্যাখ্যা বড়ই জটিল। আমার সংবিধান আছে সকলের জন্য। কিন্তু তার প্রয়োগ যারা করে তাদের উপরই তো সব নির্ভরশীল। তারা নাগরিকদের কতটা ভিক্ষে দেবে আর কতটা সংবিধান প্রদত্ত স্বাধীনতা দেবে সেটা তাদের মর্জির উপর নির্ভরশীল। আবার প্রয়োগ যারা করবে তারা সব মঙ্গলগ্রহের জীবও নয়। তোমার আমার ঘরের ছেলে। তারা তবে কেন ঠিকঠিক প্রয়োগ করতে পারছে না? কেন তাদের ফাইল ঢাকা দিয়ে টেবিলের তলায় আত্মরক্ষা করতে হয়? এই যে আছে অথচ পাওয়ার সময় নেই। এই জটিল মীমাংসা করা যায় আধ্যাত্মিক পথে। যেমন মা অর্চনাপুরীর ছড়ানো মুক্ত থেকে— ''মানুষের আসল অভাবটা হল ঈশ্বরকে না পাওয়ার অভাব। কিন্তু ঈশ্বর কায়দা করে মানুষকে অন্য ছোট ছোট অনেক অভাব দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন। মানুষ সেই ছোট অভাব পুরণেই ব্যস্ত হয়ে আসল অভাবকে ভুলে থাকে।''

আমাদের অপ্রাপ্ত স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও এই কথাটা বোধহয় খাটে। সর্বজনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সহায়ক পরিবেশ রচনা করার কথা ছিল স্বাধীন ভারতীয়দের। কিন্তু আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ছোট ছোট সুযোগের লাভ নিতে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে আসল উদ্দেশ্যের কথা কেউ ভুলিয়ে দিয়েছে।

শুধু ভুলিয়ে দেওয়াই নয়, তাকে পদদলিত করেও আমরা সুখ পাই। ঠিক যেমন আমরা আমাদের ভৌত চাহিদা মেটাতে পারলেই আর ঈশ্বরের কথা মনে করি না। যখন ভৌত চাহিদা মিটছে না তখন বিপদে পড়ে ঈশ্বরকে ডাকি। কিন্তু আমাদের সকলের ভৌত চাহিদা যখন মিটছে তখন যে মেটাচ্ছে তাকে মনে করাই হল জ্ঞানীর কাজ, বুদ্ধিমানের কাজ।

সমাজের ক্ষেত্রেও তাই। যে সংবিধান নেতাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিল, নেতারা সর্বাগ্রে সেই সংবিধানকে যতটা পারে অমান্য করে চলার চেষ্টা করে। তার ক্ষমতা আর দলের ক্ষমতাই শেষ কথা। কোথায় কোন স্বাধীন নাগরিকের মৌলিক ক্ষমতা হরণ হল তার খোঁজ রাখার দায় যেন কারও নেই। যে ভোট তাদের ক্ষমতার মসনদে বসিয়েছে সেই ভোট দিতে এসে বুথের সামনে খুন হল দেশের নাগরিক। কেন খুন হল? কি তার অপরাধ। কারা কেন তাঁর বাঁচার অধিকার কেড়ে নিল!

নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞাপন দিয়ে নাগরিকদের বলছে কোনও কিছুর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বিবেকের যুক্তিতে ভোট দিন। সেই ভোট দিতে গিয়ে গরিব মানুষদের ঘর বাড়ি জ্বলে গেল। বাড়িঘর লুঠ হল। তারা ভিটে মাটি ছেড়ে অন্যত্র প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় নিল। অথচ স্বাধীন ভারতের সংবিধান সব দিয়েছে। পুলিশ, প্রশাসন, আইন আদালত সরকার কারও দায় নেই সংবিধানের মান বাঁচানোর। সেই অত্যাচারিত মানুষগুলো ৭০ বছরের স্বাধীনতা উদযাপন অনুষ্ঠানে বন্দে মাতরম-এ গলা মেলাতে পারবে কি? সাত্তোরের যে মহিলাকে পুলিশ বনে নিয়ে গিয়ে গোপন অঙ্গে বিচুটি ঘষে দিল সেই রমনী কোনও দিন কি জবাব পাবে তার স্বাধীনতা কতটা তার ভাগে পড়েছে। আলমারিতে কিসের মাংস আছে। তাই নিয়ে যাকে পিটিয়ে মারা হল সে কি জানতে পারল সে অন্য কার কতটা স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল যার জন্য সে দন্ড পেল? এমন হাজারো প্রশ্নের করচায় দিস্তে দিস্তে কাগজ শেষ হয়ে যাবে— যা স্বাধীনতার বাতাবরণকেই কলুষিত করেছে বা প্রতি নিয়তই করে চলেছে। একদিন ন্যূনতম বাঁচার অধিকার নেই কোনও অপরাধ না করেও। আবার ওপর মহলে গুরুত্বপূর্ণ অপরাধের বিচার হয় না। দেশের সরকারি ব্যাঙ্কগুলো এক ব্যবসায়ীকে 'ন' হাজার কোটি টাকা ঋণ দিল। তিনি রাজ্যসভার সদস্য। টাকা শোধ না করে অন্য রাষ্ট্রে দিব্যি বাস করছে। আমার মহান ভারত ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে আছে। আইপিএল কেলেংকারি করে কোটি কোটি টাকা কামিয়ে পালিয়ে গেল একজন। মহান ভারতের মহান বিদেশ মন্ত্রী তার অন্য রাষ্ট্রে যাওয়ার ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। এই কি স্বাধীনতার সংজ্ঞা। দেশের সম্পদ বিক্রি করে হাজার হাজার কোটি টাকার ইচ্ছাকৃত লোকসান করছে মন্ত্রীরা। তাদের স্বাধীনতা আছে বই কি? একটু বেশি মাত্রায় আছে।

পরিশেষে এই কথাই বলা যায় যে আর শোধরাবার নয়। যা কিছু অসংগতি, সংবিধান অবমাননা সব কিছুকেই অবজ্ঞা করতে হবে বাহাত্তুরে বুড়োর কীর্তি ভেবে। আর আমরা যারা নিজ স্বার্থে নিজ হাতে অপরের অধিকারকে খর্ব করছি।

আমরা সেই লীলা মায়ের লীলায় মুগ্ধ জীব। বৃহত্তর স্বাধীনতা অপরের সাথে ভাগ করে নিলে যে কমে না। নিজের অধিকারের সাথে সাথে অপরের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতার যে কি সুখ, তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে প্রভু। তাই ক্ষুদ্র মন মতি নিয়ে আমরা স্বাধীনতার জয়ধ্বনি দিতে দিতে অবলীলায় অপরের স্বাধীনতা হরণ করছি। আমরা মূঢ় অভাজন তাই নিজেকেই রাজা ভাবি। কিন্তু আসলে আমরা সবাই রাজা— সেই কথাটাই ভুলে যাই বা ভুলিয়ে দেয় ক্ষুদ্র স্বার্থ।

জেলা শাসকের দ্বারস্থ ডাক্তাররা

অরিন্দম রায়চৌধুরী

নিগ্রহের প্রতিবাদে

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ডাক্তারদের উপর বারংবার নিগ্রহের প্রতিবাদে ডাক্তাররা জেলাশাসকের দ্বারস্থ হলেন। দিলেন ডেপুটেশন। সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের চিকিৎসকরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিলেন। দাবি জানালেন নিরাপত্তার। শুধুমাত্র জুলাই মাসেই অল্প দিনের ব্যবধানে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের উপর চারবার আক্রমণ নেমে এসেছে। যাতে একাধিক ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হওয়া ছাড়াও প্রচুর টাকার সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয় জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ সব ক্ষেত্রে অভিযোগ পর্যন্ত গ্রহণ করেনি বলে সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের অভিযোগ। উপরন্তু, অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে রোগী মৃত্যুর ঘটনায় ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ৩০৪-এ জামিন অযোগ্য ধারায় মামালা রুজু করেছে বলে ফোরামের অভিযোগ।

গুরুতর এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই হাসপাতালের চিকিৎসকরা কলকাতার মেডিকেল কলেজগুলির ইন্টার্নদের মতো কর্মবিরতিতে না গিয়ে হাসপাতালের নিরাপত্তা বাড়ানো, দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার, হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদির দাবি জানিয়ে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন। এ প্রসঙ্গে ফোরামের সম্পাদক ডা. সজল বিশ্বাস বলেন, 'আমরা কর্মক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ ও নিরাপত্তা চাই। চাই পুলিশি সক্রিয়তা। এই মর্মেই আমরা জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিই। জেলাশাসক অন্তরা আচার্য সমস্যার কথা শুনে বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করণের নির্দেশের আশ্বাস দিয়েছেন।'

জ্যোতিষ সম্মেলন

মলয় সুর

চন্দননগরে ৫ম বার্ষিক আন্তর্জাতিক জ্যোতিষ ও তন্ত্র সাধক সম্মেলন রবিবার নিত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির পাঠাগার হলে অনুষ্ঠিত হল। ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণবঙ্গ জ্যোতিষ ও তন্ত্র সোসাইটি। কবিগুরুর স্মৃতি বিজড়িত এই পাঠাগারটি বহু প্রাচীন। এই জ্যোতিষ সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন অভিজিৎ সুর ও স্বপন রায় (পিকু)। সারাদিন ধরে চলে এই জ্যোতিষ সম্মেলন। এতে মোট ৬৫ জন জ্যোতিষ ও তন্ত্র সাধক উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্যোতিষ অঙ্গাঅঙ্গিকভাবে জড়িত রয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে অতিথির আসন অলংকৃত করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও লিগ্যাল ইড ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। তিনি

জ্যোতিষ সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। চন্দননগর সাংস্কৃতিক মন ভাবনা এবং বিপ্লবীদের ফরাসি শহর। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন অরুন্ধতী দত্ত। তিনি রবি ঠাকুরের 'নীল অঞ্জন কুঞ্জ ছায়া' সুরেলা গলায় গান গেয়ে সকল দর্শককে মাত করে দেন।

এদিন জয়দীপবাবুর হাত দিয়ে জ্যোতিষীদের স্মারক ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। এদিন জ্যোতিষীদের মধ্যে ছিলেন কাশীনাথ শাস্ত্রী, অরিন্দম মল্লিক, সঞ্জয় শাস্ত্রী, পিন্টু রায়, মনু ভরদ্বাজ, শিবু সরকার প্রমুখরা। এদিন সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন স্বপন রায় এবং প্রদীপ দত্ত।

কবি স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমার জয় গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে ক্যানিং মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে যথাযথভাবে পালিত হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান দিবস। এদিনের অনুষ্ঠানে কবির ছবিতে মাল্যদান করেন বিশিষ্ট জনেরা। সকালে প্রভাত ফেরিতে অংশ নেয় কয়েকশো স্কুল-কলেজের কয়েকশো ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক শিক্ষক শিক্ষিকা শিল্পী কুশলী। সংস্কৃতি মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় কবিগুরু বিষয়ে আলোচনা সভা, নৃত্য, আবৃত্তি, সংগীত প্রমুখ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ক্যানিং মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আধিকারিক সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী বলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান দিবস স্মরণে সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা জুড়ে যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে বাইশে শ্রাবণ। কবিগুরুর বিষয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে। তার আদর্শ প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এমন ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এদিনের অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতন।

ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে
সচেতন হোন।
অযথা জল জমিয়ে
ডেঙ্গুকে প্রশ্রয় দেবেন না।
জ্বর হলে তৎক্ষণাৎ
চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত

পাঠকের কলমে

ক্ষতিপূরণের টাকা থানার বড় বাবুর থেকে নেওয়া হোক

কথা উঠেছে ভোটের সময় মারামারি বিশেষ করে ভোট দেওয়ার অপরাধে নেতাদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা তাদের ক্ষতিপূরণের দায় নির্বাচন কমিশনের থেকে নেওয়া দরকার। নির্বাচন কমিশনের উচিত ক্ষতিপূরণের টাকা থানার বড়বাবুর মাহিনা থেকে কেটে নেওয়া । বড়বাবু নিরপেক্ষ হলে অপরাধ ঘটতে পারে না। বড়বাবু অপরাধের সব হাল হকিকৎ জানে। শাসক দলকে খুশি করার জন্য অপরাধী ধরেন না। এবার বড়বাবুকে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিপূরণের টাকা বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করার নিয়ম চালু করলে এরা অবশ্যই অপরাধ দমনে সক্রিয় হবেন।

অর্পিতা দত্ত, বেহালা

মাহিনা বন্ধ করা হোক

পুলিশ যখন মানুষের জন্য কাজ করে না, তখন জনগণের টাকায় কেন তাদের পোষা হবে? পুলিশ কাজ করে মন্ত্রীদের কথায়। তাই মন্ত্রীদের পকেট থেকে পুলিশের মাহিনা দেওয়া হোক। **সুশীল পাল, দমদম**

পুলিশের ব্যাজ খুলে রাখা উচিত

পুলিশ কর্মীদের টুপিতে অশোক চক্র থাকে। মহারাজ অশোক ছিলেন প্রজাবৎসল। অশোকচক্রের তাৎপর্য এই যে পুলিশকে সম্রাটের প্রতিভূ হতে হবে। তাকে হতে হবে প্রজা বৎসল। নিরপেক্ষ সমদৃষ্টি দিয়ে অপরাধীকে দমন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু পুলিশ তা আদৌ করতে সক্ষম হয় না। পুলিশের বিরুদ্ধে তাই তাই অজস্র ক্ষোভ। পুলিশ শিষ্টের পালন করে না। করে দুষ্টের কাজে সহায়তা দান। তাই পুলিশের টুপিতে অশোক চক্র বেমানান। বস্তুত পুলিশরা সম্রাট অশোকের প্রতি অমর্যাদা করে চলেছে দুষ্টের পালন আর শিষ্টের পালনের মাধ্যমে।

কার্তিক শীল, বারাকপুর

ইসলামের মানে কি?

সবাই বলে ইসলাম মানে শান্তি। কিন্তু কোন শান্তি? কথায় বলে ফলই বৃক্ষের পরিচয়। ইসলামীরা কি শান্তির ফল ফলাচ্চে তার পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে ইসলামের শান্তির স্বাদ কি রকম? ইসলামের জঙ্গিরা স্পষ্টই বলছে কাফেরদের নিকেশ করাই ইসলামের মূল কথা। এই নিকেশের জন্যই রয়েছে জেহাদের বাণী। এই সম্বল করে জেহাদি ইসলামের পবিত্র কর্ম করছেন। বাস্তবিক ইসলামরা কখনো বিধর্মীদের সহ্য করতে পারে না। ওরা অসহিষ্ণু। সহিষ্ণুতার কিছুমাত্র কণা নেই। এই অসহিষ্ণুতার জন্যই পাকিস্তানের সৃষ্টি ও হিন্দু বিতারণ। ভারতবর্ষের মঠ মন্দির ইসলামীরা ভেখে খান খান করেছে। চুরি ডাকাতি খুন তো ওরা নিত্যই করে থাকে। মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল দিয়ে চলতে গেলে গা ছম ছম করে। ইসলামের ইতিহাস তো রক্তস্রোতে ভরা। ইসলাম যদি শান্তির প্রতীক হয় তবে অশান্তি কাকে বলে?

সমৃদ্ধ কর, বারাসাত

ওজনে ফাঁকি

খোলা বাজারে ওজনে ফাঁকি দেদার চলছে। বাটখাড়ার লোহার কিছু অংশ কৌশলে খসিয়ে এবং পালায় ওজন করার কায়দায় নিয়মিত ওজনের ফাঁকি পাইকারি হারে চলে। মেশিনে যে ওজন করা হয় তাও কতটুকু ঠিক সন্দেহ জাগে। সবচেয়ে বেশি ফাঁকিবাজি হয় রেশনের দোকানে। কেরোসিন তো কোনও সময়েই সঠিক মাত্রায় পাওয়া যায় না। শুনেছি সরকারের নাকি একটা দফতর আছে যারা ওজনের কারচুপির কেলেঙ্কারি ধরে। কিন্তু তাদের কোনও টিকি কেউ দেখতে পায় কি? এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের ভরসা আছে ওনার কাজের ওপর। অনুরোধ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটু নড়ে চড়ে উঠুন।

শ্যামলী কর্মকার, বেহালা

লোডশেডিং–এ বীরভূম

অভীক মিত্র, চিনপাই : লোডশেডিং–এর জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে চিনপাই গ্রামের বাসিন্দারা। মাত্র কয়েক হাতের দূরত্বে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এ যেন ঠিক প্রদীপের নীচে অন্ধকার। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র চিনপাই ও ভুরকুলা পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে। রেলস্টেশন, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, পঞ্চায়েত অফিস, গ্রন্থাগার, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কের এটিএম, প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশুশিক্ষা কেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আশ্রম— সবই আছে চিনপাই গ্রামে। সকাল ৯টা, বিকাল চারটে, সন্ধ্যায় লোডশেডিং–র দাপটে অতিষ্ঠ গ্রামবাসীরা। ব্যাহত হচ্ছে সমস্ত কাজকর্ম। তাছাড়া বৃষ্টি আরম্ভ হলেও ঘটে লোডশেডিং। কিন্তু এই নিয়ে সামনে কেউ কিছু বলে না। আড়ালে কথা বলে। লোডশেডিং–এর জ্বালায় কাজকর্ম ঠিক মতো করা যাচ্ছে না, বলে খেদোক্তি চিনপাই হাটতলার সাইবার ক্যাফে কর্মী মুস্তাফিজুলের। অতিরিক্ত হুকিং না লোডশেডিং–র প্রকোপে বীরভূম জেলার। ২৬ জুলাই রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ডে দুপুরে জ্বলছিল আলো। শুধু রামপুরহাট নয় বোলপুর, চিনপাই, সাঁইথিয়া, সিউড়ি এলাকায় দিনে জ্বলছে আলো। যেটা লোডশেডিং–এর অন্যতম কারণ। তিন–চার মাস ধরে চলা লোডশেডিং–এর হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না বাচ্চা থেকে বয়স্ক কেউ। শ্রাবণের মাঝখানে বৃষ্টি না হওয়ায় ভ্যাপসা গরম রয়েছে। তাতে আবার লোডশেডিং। সব মিলিয়ে বলতে গেলে লোডশেডিং–এর প্রকোপে কুপোকাত চিনপাই গ্রাম।

বীরভূমে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর : দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর জেলা সফরে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ আগস্ট বোলপুরে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বীরভূম জেলায় সরকারি প্রকল্পের কাজ ও আইনশৃঙ্খলায় তিনি খুশি। বীরভূম জেলার একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার বার্তাও তিনি দেন। পুরুলিয়া থেকে ৩ আগস্ট বিকালে বোলপুরে এসে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী। ২০০৪ সালে চুরি যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পদক। নোবেল তদন্তের দায়িত্ব চান তিনি। জেলায় 'আইটি পার্ক' তৈরি হবে ঘোষণা করেন।

দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে প্রশাসনিক বৈঠক করেন। সুরতেশ্বর মৌজায় একটি স্মার্টসিটি 'গীতবিতান' তৈরি করা হবে। ৪০ একর জমিতে একটি ক্যাম্প হবে যেখানে ১০০০ জন পুলিশকর্মী থাকতে পারবেন। বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজার তৈরি করা হবে। তন্তুজ ও খাদি গ্রামোন্নয়ন ভবনকে জায়গা দেওয়া হবে। দেউচা ও পাঁচামি কয়লাখনি থেকে ২০১৮ সাল থেকে কয়লা উত্তোলন করা হবে। সেখানে দেড়লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। বীরভূম জেলার সমস্ত শ্মশান, করবস্থান, সংস্কার করা হবে। বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় পাঁচটি উড়ালপুল হবে। তিনি এদিন 'বনশ্রী' প্রকল্প চালুর কথা বলেন। বনশ্রী প্রকল্প কী? ২৭ মে তিনি শপথ নেওয়ার পর রাজ্যে যত শিশু জন্মেছে ও জন্মাবে তাদের প্রত্যেককে একটি করে সেগুন বা শাল গাছের চারা দেওয়া হবে।

কাকদ্বীপে মাছ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ : শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ থানার সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ দফতরের প্রাঙ্গণে রাজ্য মৎস্য দফতরের উদ্যোগে প্রায় ১৮ হাজার মৎস্যজীবীর হাতে মাছ তুলে দেওয়া হয়ে মৎস্যচাষের জন্য। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুদ্ধদেব দাস, মৎস্য দফতরের আধিকারিক, স্থানীয় প্রধান উপ–প্রধান প্রমুখ। এদিন ৩ হাজার মৎস্যজীবীকে জিওল মাছ দেওয়া এবং ১৫ হাজার মৎস্যজীবীকে রুই, কাতলা, মৃগেল মাছ তুলে দেওয়া হয় চাষের জন্য। মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়নে এই মৎস্য বিতরণ সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ থেকে সাগর, ক্যানিং থেকে রায়দিঘী সর্বত্র এই মৎস্য বিতরণ হবে মৎস্যজীবীদের অফিস উন্নয়নে। ৩ হাজার মৎস্যজীবীকে মাগুর শিং মাছ সহ বিভিন্ন জিওল মাছ দেওয়া হয় এবং ১৫ হাজার মৎস্যজীবীকে রুই, কাতলা, মৃগেল দেওয়া হয়। ফলে সুন্দরবনের হাজার হাজার মৎস্যজীবী উপকৃত হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতন।

গ্রেফতার গ্যাস কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৯ আগস্ট সোনারপুর থানার পুলিশ ফের গ্রেফতার করল এক কাটা গ্যাস ব্যাবসায়ীকে। রান্নার গ্যাস বেমালুম বিক্রি করত অটো চালকদের। সোনারপুর থানার আইসি পরেশ রায়ের নেতৃত্বে ১২টি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়। কয়েকদিন আগে ৫টি সিলিন্ডার আটক করে পুলিশ। এই নিয়ে মোট ১৭টি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার উদ্ধার করা হল।

নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহ

কুনাল মালিক : গত ৮ আগস্ট বজবজ–২ নম্বর ব্লকের বামাঙ্গিনী দেবী বালিকা বিদ্যালয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহের সূচনা করেন জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ। এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীরা পোস্টার ও ব্যান্ড সহযোগে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে। নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহের শপথ বাক্য পাঠ করেন বামাঙ্গিনী দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহ বিষয়ক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, বজবজ–২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, বিডিও জ্যোতিপ্রকাশ হালদার প্রমুখ। ১৩ আগস্ট পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন ব্লকে নির্মল বিদ্যালয় নিয়ে নানা কর্মসূচি চলবে।

কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : রাজপুর সোনারপুর পুরসভার শিক্ষা বিভাগ থেকে ৬ আগস্ট রাজপুর রবীন্দ্র ভবনে 'এনকারেজমেন্ট প্রোগ্রাম' নামে এক অনুষ্ঠানে ৬২ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পুরসভার অধীনে সরকারি স্কুলে ২০১৬–র মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে যারা সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে তাদেরকে এই সংবর্ধনার মাধ্যমে উৎসাহিত করে।

উপস্থিত ছিলেন ৫০০ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অভিভাবক। ছিলেন বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম, জীবন মুখোপাধ্যায়, পুরপ্রধান পল্লব দাস, উপ পুরপ্রধান শান্তা সরকার, পুর পরিষদ সদস্য কার্তিক বিশ্বাস ও নজরুল আলি মন্ডল প্রমুখ। কাউন্সিলরদের মধ্যে ছিলেন দীপা দাস, নমিতা দাস, টুম্পা দাস, কবিতা দাস, অর্চনা মিত্র, প্রণবেশ মন্ডল, রাজীব পুরোহিত। শিক্ষা দফতরের ভারপ্রাপ্ত পুর পারিষদ অমিতাভবাবু বলেন, এই এনকারেজমেন্ট প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হল কৃতী ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যতে লেখাপড়ার মাধ্যমে দেশবিদেশে সুখ্যাতি ছড়াতে পারে তার অনুপ্রেরণা দেওয়া।

কর্মহীন যুবকদের পথ দেখাচ্ছে টোটো

সব্যসাচী সান্যাল

কৃষ্ণনগর স্টেশনে নামলেই দেখা যায় থিক থিক করছে দুষণবিহীন যন্ত্রযান টোটো যা এখন এই রাজ্যের মফস্বল শহরে ও গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ আনা ব্যাটারি চালিত রিক্সা। টোটো স্থানীয় যুবকদের রোজগারের যে অভিনব কর্মসংস্থান এনে দিয়েছে তা সমাজে বেকারদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিপথগামী হওয়ার হাত থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা করছে। ভাড়ার ব্যাপারে অটোচালকদের আবদারের মতো টোটোয় খুচরোর ব্যাপারে নিত্য অশান্তি পোয়াতে হয়না। নির্দিষ্ট দূরত্বে সব রুটে প্রায় একটাই ভাড়া। এই রাজ্যে চাকরির আশা কর্মহীন ছেলেরা আর করেনা। গত ৫ বছরে চাকরি প্রার্থীদের এই রাজ্যে একটাও প্রতিযোগিতামুলক পরীক্ষায় বসার সুযোগ ঘটেনি। সবাই এখন বুঝেছে রাজনৈতিক দাদাদের ছত্রছায়ায় থেকে তোলাবাজী এবং চাকরির জন্য অলিক স্বপ্নের পিছনে ছুটে অযথা সময় অপব্যায় করলে পেটের ভাতের জোগাড় হবে না তার থেকে টোটো চালিয়ে নিজের রোজগারের ব্যবস্থা করলে বাঁচার রসদ জোগাড় হবে।

কৃষ্ণনগর স্টেশনে টোটো চালকদের বিভিন্ন জায়গায় যেমন কালেকটারেট, বাসস্ট্যান্ড বা কৃষ্ণনগরের আশপাশে জায়গায় যাবার পরিত্রাহি চিৎকার। কমার্স গ্র্যাজুয়েট টোটো চালক সন্দীপ দে জানালেন বাবার তেলেভাজার দোকান। নানা অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে বড় হওয়া। টুকিটাকি নানা ধরনের ব্যবসা করে সেই রকম অর্থ উপার্জন হয়নি। অবশেষে টোটো চালানোর মধ্যে নিজের জীবিকার সন্ধান খুঁজে পেয়েছেন। আরও জানালেন বর্তমানে রাজ্য সরকারের অধীন কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে শহরে চলাচল করার জন্য ১৮০০ টাকার টোল ট্যাক্স এবং ১২০০ টাকার লাইসেন্স ফি বাবদ টাকা প্রত্যেক টোটো চালকের কাছ থেকে নেওয়া হয়। কৃষ্ণনগরের রাস্তা অনেক ঘিঞ্জি। ফলে যাত্রীদের গা বাঁচিয়ে চললেও

কৃষ্ণনগর

ছোট খাটো ধাক্কা পথচারীদের অসাবধানতার জন্য লেগেই থাকে। তবে শিক্ষিত যুবকরা এই পরিশ্রমী জীবিকার সাথে বেশি দিন থাকতে চায়না। পুরসভা থেকে সরকারিভাবে শহরে চলাচল করার জন্য ৮৫০ জনকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে কিন্তু বেআইনিভাবে বা পঞ্চায়েত স্তরে লাইসেন্স নিয়ে বেশ কয়েকশো টোটো শহরে যাতায়াত করে। ফলে প্রত্যেকেরই রোজগারের রাস্তা অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। এই কর্মহীন রাজ্যে কে আর নিয়মের বেড়াজালে থাকতে চায়? কারোর যদি নিজের টোটো নাও হয় তাহলেও টোটোর মালিকের কাছে ভাড়ায় চুক্তিতে নিয়ে টোটো চালিয়ে মাসে প্রায় ৭ থেকে ৮ হাজার রোজগার করা যায়। পুজো পার্বণ বা সামাজিক অনুষ্ঠানে কখনো কখনো বেশি রোজগার হয়ে থাকে। কৃষ্ণনগরের রাজনৈতিক ঐতিহ্য অনুযায়ী যেরকম রাজনৈতিক সঙ্ঘর্ষ আগে ঘটতো টোটোর দৌলতে এখন কিছুটা কম। কারণ বহু যুবক এখন টোটো চালানোর পেশার সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে। টোটো চালিয়ে জীবিকার সন্ধান পাওয়ার জন্য রাজনীতির বিষয়ে আগ্রহ অনেক কমে গেছে। টোটোর ইউনিয়ন, রাজনৈতিক সমর্থন এই সব নিয়ে রাস্তায় টোটো চালানোর খুব সমস্যা হয়না। এই প্রজন্মের স্থানীয় যুবকরা বর্তমান তৃণমূল সরকারের কর্মপদ্ধতির উপর আস্থাশীল।

কর্মসংস্থানই লক্ষ্য : মন্টুরাম পাখিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ : সুন্দরবনের যুবক–যুবতীরা শহরের যুবক–যুবতীদের চেয়ে অনেক বেশি

মেধা। কেবল মাত্র পরিকাঠামোর অভাবে তারা মার খাচ্ছে। আগামীদিনে সুন্দরবনের সমস্ত যুবক–যুবতীদের কর্মসংস্থান করে দেওয়াই আমার লক্ষ্য। শনিবার কাকদ্বীপ গৌড়ীয় আশ্রমে জিওল মাছের চারা ও অন্যান্য মৎস্য চাষের উপকরণ বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথাই বললেন, সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা।

তিনি বলেন, সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে সুন্দরবন জুড়ে চলছে 'স্কিল ডেভলপমেন্ট' ট্রেনিং। এই ট্রেনিং–এর মাধ্যমে সুন্দরবনের শিক্ষিত যুবক–যুবতীরা নিজেরাই তাদের কর্মস্থান তৈরি করতে পারবে। একই সঙ্গে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের মৎস্য চাষে উদ্যোগী করতে সুন্দরবন উন্নয়ন দফতর জিওল মাছ থেকে শুরু করে, রুই, কাতলা মাছের চারা পোনাও বিতরণ করছে। শুধু মাছের চারা পোনা নয়, মাছ চাষের অন্যান্য উপকরণও বিতরণ করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সুন্দরবনের ১৯০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ১৫ হাজার মৎস্য চাষিকে জিওল মাছ ও রুই, কাতলার চারা পোনা বিতরণ করা হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের ডেপুটি ডাইরেক্টর তিমির মন্ডল, প্রকল্প আধিকারিক অনুপ হালদার, কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা ডঃ তাপস ঘোষাল, বিজ্ঞানী গৌরাঙ্গ বিশ্বাস ও শিক্ষাবিদ প্রশান্ত শাসমল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সাগরদ্বীপে হবে স্থায়ী দমকল কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাগর : সাগরের উন্নয়নে একাধিক পরিকল্পনার কথা জানালেন রাজ্যের আবাসন ও দমকল মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। এদিন সাগরের রুদ্রনগরে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক কমিটির উদ্যোগে সংবর্ধনা দেওয়া হয় শোভন চট্টোপাধ্যায়, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা ও জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আবু তাহের সাহেবকে। উপস্থিত ছিলেন সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিনের সংবর্ধনা পেয়ে আপ্লুত হয়ে যান এই জেলার তৃণমূল সভাপতি শোভন। শনিবার রাতেই তিনি ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক করেন। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'গঙ্গাসাগর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছেন। বেশ কিছু পরিষেবা ইতিমধ্যে পাচ্ছেন পুণ্যার্থীরা। মেলায় স্থায়ী কোনও দমকল কেন্দ্র নেই। সপ্তাহে দু'দিন হেলিকপ্টার পরিষেবার জন্য

দমকলের দুটি ইঞ্জিন থাকে। আগামী সপ্তাহ থেকে স্থায়ীভাবে দমকলের দু'টি ইঞ্জিন থাকবে। ভবিষ্যতে জমি পাওয়া গেলে গড়ে তোলা হবে দমকল কেন্দ্র। পাশাপাশি সাগর মেলা জুড়ে ত্রিফলা আলো লাগানো হয়েছে। এবার পুরো মেলার মাঠে ত্রিফলা দেওয়া হবে।' গঙ্গাসাগরের পাশাপাশি সাগর ব্লকের শিশু শিক্ষা প্রকল্পে ১০৮টি কেন্দ্রের জন্য ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে। সাগরে আসার মুড়িগঙ্গা নদীর পলির সমস্যা মেটাতে নিয়মিত ড্রেজিং করা হবে। যাতে ভাটার সময়ও ভেসেল পরিষেবা চালু থাকে।' এদিনের সভায় উপস্থিত মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরাও সুন্দরবনের উন্নয়নে নানান সরকারি প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, সাগরের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার যেভাবে নানান পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, আগামীদিনে সাগরদ্বীপ বিশ্বের দরবারে নজির হয়ে উঠবে। সাগরদ্বীপের উন্নয়নের বার্তায় দমকল মন্ত্রী ও সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সাগরের বিধায়ক।

চন্দননগরে 'মিশন নির্মল বাংলা' অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি সারা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পের কাজ। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল ঘরে ঘরে শৌচালয় তৈরি করা। এই প্রকল্পকে অনুসরণ করে বিভিন্ন রাজ্যে শুরু হয়েছে শৌচালয় নির্মাণ। বাদ যায়নি আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গও। এখানে 'মিশন নির্মল বাংলা'–র অধীনে শুরু হয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে নির্মল জেলা গড়ে তোলার কাজ।

রাজ্যের মধ্যে হুগলি জেলায় গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে প্রায় ২০৭টি ও ব্লকের সংখ্যা প্রায় ১৮ টা। ২০১২ সালের একটি সমীক্ষা করে দেখা যায় প্রায় ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৪০টি পরিবারে শৌচালয় নেই। ২০১৫–১৬ সালের আর্থিক বছরের শুরু দেখা যায় প্রায় ৮৫ হাজার ৯৯১টি পরিবারে এখনও শৌচালয় তৈরি করা বাকি। প্রথম তিনমাসে এই কাজ সম্পূর্ণ করার পর দেখা যায় এখনও প্রায় ৬৭ হাজার ৮৪৫ টি পরিবারে শৌচালয় নেই। এমনটাই জানা গেল চন্দননগরের রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত 'মিশন নির্মল বাংলা'অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত, গোঘাটের বিধায়ক মানস মজুমদার, আরামবাগের বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি মেহেবুব আলম, স্বাস্থ্য কর্মধ্যক্ষা মৌসুমী ঘোষ, চুঁচুড়ার পুরপিতা গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়, জেলাশাসক সঞ্জয় বনসল, এডিএম শ্রাবণী ধর, মহকুমা শাসক সুদীপ সরকার।

জেলা পরিকল্পনা কমিটি, কামারপুকুর মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ, ব্যান্ডেল চার্চের ফাদার ফ্রান্সিস, ফুরফুরা শরিফ ও রিষড়ার বৌদ্ধ মঠের বিজন বড়ুয়া প্রমূখ বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রশাসনিক সূত্রে জানা যায় সারা দেশে প্রায় ৪৫০ টি জেলা রয়েছে। যার মধ্যে প্রায় ২০ টি জেলা 'নির্মল জেলা' র তকমা পেয়েছে। এদের মধ্যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রথম 'নির্মল জেলা'–র শিরোপা লাভ করে নদিয়া। এরপর শীঘ্রই হুগলি জেলাকে 'নির্মল জেলা' বলে ঘোষণা করা হবে বলে জেলা প্রশাসনিক সূত্রে জানা যায়।

রাখি বন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী বৃহস্পতিবার, ১৮ আগস্ট রাখি বন্ধন উৎসব। এই উপলক্ষ্যে এখন থেকেই কলকাতা এবং লাগোয়া অঞ্চলের দোকানগুলিতে পসরা সাজানো হয়েছে রংবেরংয়ের নকশাদার রাখির।

বেহাল নবগ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : গড়িয়ার নবগ্রাম ৫ নম্বর ওয়ার্ড বহুদিন ধরে অবহেলিত। সরকার পরিবর্তনের পর রাস্তার চেহারা বদলেছে, পানীয় জলের সঙ্কট ঘুঁচেছে, ড্রেনের ব্যবস্থাও আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। কিন্তু গত বছর বর্ষা হয়ে যাওয়ার পর রাস্তাঘাট ফের সঙ্কটের মুখে। কাউন্সিলর তরুণ কান্তি মন্ডল বলেন আমি যতটা পারছি এই ওয়ার্ডকে সুন্দর করার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু পুরসভা আমাকে যদি সাহায্য না করে আমি এগোতে পারছি না। তিনি স্বীকার করেন রাস্তাঘাটের অবস্থা ভালো নয়। এর জন্য পুরসভায় আমি ৫৭ লক্ষ টাকার স্কিম জমা দিয়েছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই স্কিমের ব্যাপারে বা টাকা ধার্য করার ব্যাপারে পুরসভার কোনও হেলদোল নেই। এলাকার মানুষকে আমি সবটাই জানিয়েছি।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মগরাহাট : বুধবার রাতে রাস্তার ধারে একটি জলাভূমি থেকে হাত–পা বাঁধা অবস্থায় বস্তার মধ্যে থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম বরজজাহান লস্কর (৪২)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার ইনতিপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মগরাহাটের তারগাছি গ্রামের বাসিন্দা বরজজাহান লস্কর। সে কাপড়ের জরির কাজ করে। তিন দিন আগে বরজজাহান বাড়ি থেকে বের হয়েছিল কাজের জন্য। কিন্তু সে আর বাড়ি ফেরেনি। বরজজাহানের পরিবারের সদস্যরা গত ৯ আগস্ট এ বিষয়ে মগরাহাট থানার নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করে। গত ১০ আগস্ট ইনতিপুর এলাকায় একটি জলাভূমিতে বস্তা ভাসতে দেখে স্থানীয় মানুষজন। তাদের বিষয়টি সন্দেহ হলে তারা মগরাহাট থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে বস্তা থেকে হাত–পা বাঁধা অবস্থায় এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে। মৃত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে তার কাছ থেকে একটি মোবাইল উদ্ধার করে পুলিশ। মোবাইলের সূত্র ধরে পুলিশ তদন্তে নেমেছে। পুলিশ জানান জলাভূমি থেকে এক ব্যক্তির হাত–পা বাঁধা অবস্থায় বস্তা থেকে দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মৃতের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করে বলে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের কারণে খুন করা হয়েছে। এ বিষয়ে মগরাহাট থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

E-TENDER NOTICE

"Block Development Officer invites e-tenders from the intending experienced bonafide eligible resourceful outsiders and working supplier/ agencies having experience in relevant nature of Utensil Supply for purchase of plates and glasses for schools under the jurisdiction of BDO Baruipur. The Tender Reference No. is 04/ BDB/2143-E1/15-16. For necessary information please visit https://wbtenders.gov.in"

জয়নগর ১ নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প, দক্ষিণ ২৪ পরগণার অধীনে ১) বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী (চাল, ডাল, লবণ, তেল ইত্যাদি) ও অন্যান্য সামগ্রী মজুতকরণের নিমিত্ত মজুতকারী এবং ২) ওই সমস্ত সামগ্রী প্রকল্পের অন্তর্গত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে পরিবহনের নিমিত্ত পরিবহনকারী নিয়োগের জন্য অভিজ্ঞ ও আগ্রহী সংস্থার নিকট হইতে পৃথক সিলকরা খামে দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। আগ্রহী সংস্থার প্রতিনিধিরা বিস্তারিত বিবরণের জন্য এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর হইতে ২১ দিন পর্যন্ত নিম্নলিখিত আধিকারিকের কার্য্যালয়ে সমস্ত সরকারী কাজের দিন বেলা ১২টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

স্বাক্ষর
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
জয়নগর ১ নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
বহড়ু সুপার মার্কেট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।
দূরভাষ — ০৩২১৮০–২২৩৬৮৫

৮২১(২)/ জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/৯.৮.২০১৬

Alipur Barta : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 42, 13 August - 19 August, 2016

স্বাধীনতা দিবসে দেশ রক্ষা হল তাদের মূল মন্ত্র তাই বিএসএফ এবং বিজিবি–র সৈন্যরা স্বাধীনতা দিবস এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রাখি উৎসব উদজাপন করল বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্তে। ছবি : উৎপল কুমার রায়

আমরা সবাই রাজা

সুকুমার মণ্ডল

পুজোও নয় কোনও জাঁদরেল দেশনেতার জন্মদিনও নয়, তবু দু–দুটো ছুটি এবং দুটোই জাতীয় ছুটি। এমন দেশ–টি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি! পৃথিবীর আর সব দেশ একটি দিন–কেই স্বাধীনতা দিবস হিসাবে মেনে চলে, কিন্তু আমাদের মোচ্ছব দু–বার। ছাব্বিশে জানুয়ারি–তে প্রজাতন্ত্র দিবস ও পনেরই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস। প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে আমাদের পেশী–প্রদর্শন চলে, আর সত্যিকারের লড়াই–টড়াই–এর পরে জানা যায় সৈনিকদের জন্য কেনা বুলেট–প্রুফ জামা রদ্দি মার্কা, হাতিয়ার যথেষ্ট আধুনিক নয়, কিংবা মৃত সৈনিক–দের জন্য কফিন কেনা–তেও ঘোটালা।

স্বাধীনতার প্রায় সত্তর বছর পার হতে চলল, ব্রিটিশ তাড়ানোর আবেগও নিভে গেছে। এখন খুশি মানানোর দিন। সকালে মাইকে দেশাত্মবোধক গান–টান বাজানো হবে, লালকেল্লায় পতাকা তোলা হবে, পাড়ার ক্লাবে ক্লাবেও পতাকা উত্তোলন হবে, তারপর বাকী দিনভর ফূর্তি। দিনটা সোমবার কিংবা শুক্রবার হলে তো আর কথা নেই। তিনদিন টানা ছুটি পাওয়ার বিরল সুযোগটির সদব্যবহার করতে বৌ–ছেলে–মেয়ে নিয়ে দীঘা–মন্দারমণি–শান্তিনিকেতন–বিষ্ণুপুর বেড়িয়ে পড়েন বহু দম্পতি। তাঁদের কাছে স্বাধীনতা–ফাদিনতা বলে আলাদা কোনও আবেগ নেই, মোদ্দা লাভ টানা তিনদিন ছুটি পাওয়া। যাঁরা সপ্তাহান্তিক ছুটি কাটাতে কোথাও গিয়ে উঠতে পারলেন না, তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকেন এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। কাগজ কিংবা টিভি খুলুন, দেখতে পাবেন স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য বিচিত্র নৃত্যকলা, ডিস্কোথেক, ডিজে–র মনলোভা বিজ্ঞাপন। সেখানে যেমন খুশি বেহায়াপনাতে মেতে ওঠার অবাধ হাতছানি। প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন, আমোদ আজ কানায় কানায়।

আমোদ প্রমোদের এই তো সময়, কারণ দেশ এখন লালমুখো সাহেবদের তাঁবেদার নেই, কারণ দেশ তরতর করে এগিয়ে চলছে, কারণ মেরা ভারত মহান। কাল দেশের কি হবে, হু হু করে বাড়ছে বেকারত্ব, ছেলেমেয়েরা কি করে জীবনধারণ করবে, অসুখ–বিসুখ হলে কোথায় গেলে ভালো চিকিৎসা পাবো, দুম করে পথেঘাটে বোমা–গুলির মাঝে পড়ে যাবো না তো – এমন সব কুচিন্তা করে রক্তচাপ বাড়ানোর কোনও মানে হয় না। স্বাধীন দেশের নাগরিক, তাই বলে চোখের সামনে কোনও অন্যায় অবিচার ঘটতে দেখলে দুম্ করে প্রতিবাদে ফেটে পড়তে যাবেন না, সরকারকে গালমন্দ দেবেন না। মনে করে দেখুন মা–সারদা অনেক আগেই বলে গিয়েছেন, ভালো থাকতে চাও তো, অন্যের দোষ দেখো না। দুমদাম দেশ–সেবকদের নিন্দে–মন্দ করে বসবেন না যেন। ফল অতীব খারাপ হতে পারে, জেল–জরিমানা ছাড়াও নানা হেনস্থা, এমনকি উগ্র–সমর্থকদের হাতে প্রাণ যাওয়াও অসম্ভব নয় । প্রতিবাদীর দুষ্টু মুখ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ন্যায্য অধিকার প্রতিটা ভারতবাসীর নাকি গণতান্ত্রিক অধিকার!

ন্যায্য কথা বলার, সোজা পথে চলার এমন ধারা হ্যাপা দেখে বেশিরভাগ ভারতবাসীই সমঝোতার লাইন বেছে নিয়েছেন। কি দরকার মশাই, বাহাদুরী করে শহিদ হওয়ার। জীবন তো একবারই, সেটাকে চুটিয়ে উপভোগ করে নিন না কেন। এ যুগটাই হল উপভোগের যুগ। ভালো ফ্ল্যাট, ঈর্ষা–জাগানো মোটর গাড়ি, দেওয়াল–জোড়া বিশাল চ্যাপ্টা টিভি, মডুলার কিচেন, শহরের নামি দামি ক্লাবের মেম্বারশিপ, ছেলে বা মেয়ের জন্য অতি–বিখ্যাত স্কুল, গৃহিণীর রূপ–চর্চার জন্য হেলথ ক্লাবের সদস্যপদ, বছরে বার দুয়েক ছুটি কাটাতে ইউরোপ–আমেরিকা–অস্ট্রেলিয়া–সিঙ্গাপুর ইত্যাদি জায়গায় ভ্রমণ – এটুকু নাহলে বাঁচার কোনও মানেই হয় না। দেশের কি হবে সেসব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে নিজের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে নারাজ বেশির ভাগ স্বদেশবাসী।

ব্রিটিশ–বিতাড়নের পরবর্তী সময়ে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশ দেশ করে মেতে থাকতেন, নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন নিয়ে কিছুদিন নিজেদের মতো করে চেষ্টা চালিয়েও ছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু একসময় তারাও হাল ছেড়ে দিলেন কিংবা বলা উচিত বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিলেন। সম্ভবত স্বাধীনতা–উত্তর রাজনীতির কাদা–পাঁক–পূতিগন্ধ তাঁরা সহ্য করে উঠতে পারেন নি। এখন দেশ–সেবার মহান কর্তব্য কেবল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষদের জন্যই বরাদ্দ। দেশের সেবার প্রয়োজনে, বলপ্রয়োগ, মার–দাঙ্গা, খুন, জমি–দখল, জমি খালি–করানো, পুকুর–খাল বেমালুম বুজিয়ে ফেলা, অপরের চরিত্রে কাদা–ছেটানো ইত্যাদি মহান অস্ত্র–প্রয়োগে কদাপি কাতর হল না। একে তো এই বিশাল দেশ, তায় উন্নয়নে রয়েছে পিছিয়ে। আমরা যে যার নিজের নিজের এলাকায় উন্নয়নের বান না ডাকালে ভোটের খরচ উঠবে কি করে ভাই! ভোটে লড়া বিরাট খরচের ব্যাপার, আমার স্বর্গত পিতাশ্রী তো আর গুপ্তধন রেখে যান নি। দেশে কত পথ, কত নালা, কত নদী। রাস্তা হবে, কালভার্ট হবে, সেতু হবে, পার্ক হবে। আর তাহলেই না টেন্ডার বিলি হবে। রাস্তা ফের ভাঙবে, সেতুও ভাঙতেই পারে, এ দুনিয়ায় কোনটা আর চিরস্থায়ী হয় বলুন। যতবার ভাঙবে, শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে ফের টেন্ডার বেরুবে। জানেনই তো, টেন্ডার পিছু আমি মাত্তর টেন পার্সেন্ট আমার উন্নয়ন তহবিলে নিয়ে থাকি। ওটাকে যেন আবার ঘুষ–টুষ বলে বসবেন না। নেতা হয়েছি, সাধু মহারাজ তো নই। দেশের উন্নয়নের খাতে আমার বরাদ্দ থেকে যত টাকা খরচ–টরচ হচ্ছে তার থেকে এই সামান্য সার্ভিস চার্জ নেওয়া তে আশা করি আপনারা আপত্তি করবেন না। এখন তো আর সাদা চামড়ার ত্যাঁদোড় লালমুখো সাহেবরা নেই, মনে রাখবেন, যা দিচ্ছেন তা আর এক দেশবাসীর সেবায় লাগছে!

ব্রিটিশ জমানার জেল আর এখনকার সংশোধনাগারে মধ্যে আকাশ–পাতাল তফাত। তখন বন্দিরা জেল–এর সেল থেকে বন্দে মাতরম স্লোগান দিলে, রক্ষীরা বন্দুক নিয়ে ছুটে আসতো, প্রয়োজনে লাঠি মেরে চুপ করাতো। এখন কোনও বন্দি চেঁচামেচি জুড়লে শশব্যস্তে রক্ষী ছুটে এসে বলে, কি হল ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছেন কেন, কি লাগবে বলে ফেলুন চটপট, মোবাইল, সিগারেট না মদের বোতল। পয়সা ফেলুন, কুঠুরিতে টিভি, টেবিল ফ্যান সব ফিট করে দেব, ফাইভ–স্টার আরামে থাকুন, দোহাই চেল্লাবেন না। ভেবে দেখেছেন, আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষে কারারক্ষীরা দাগী আসামীদের সঙ্গেও কত সহজ বন্ধুর মত ব্যবহার করে। আর হবে নাই বা কেন, দিনকাল পাল্টে গেছে যে! এখন আর সাম্রাজ্যলোভী ব্রিটিশ আমাদের শাসন করে না, আমরা স্বাধীন, যা খুশি তাই করব, বেশ করব। আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে। সাধু পুরুষদের মতো হাত গুটিয়ে বসে থাকতে কেউ আপনাকে মাথার দিব্যি দেয় নি। আমাদের নিজের দেশকে লুণ্ঠন করার পূর্ণ অধিকার বিদেশিদের হাত থেকে আমরা সত্তর বছর আগে কেড়ে নিয়েছি, তার অপব্যবহার কি করা উচিত, আপনিই বলুন!

বিস্মৃতপ্রায় চিরবিপ্লবী যাদবেশ্বর ভট্টাচার্য

কমল ভট্টাচার্য * প্রবীণ সাংবাদিক

তাঁকে আবছা মনে পড়ে। সকলে যাদবদা' বলে ডাকতেন। শ্রদ্ধা জানাতেন নতমস্তকে। পরে শুনেছিলাম, তিনি সর্বস্বত্যাগী একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী। সকলের যাদবদা' তিনি যাদবেশ্বর ভট্টাচার্য। গোটা কলকাতার মানুষ তাঁর নামে মাথা নত করত। তিনি জীবিত নেই। আজ শতোত্তর। ১১২ তম জন্মোৎসব হবে তাঁর এই নভেম্বরে। তাঁর জন্ম ১৯০৪ সালের ৭ নভেম্বর, মৃত্যু ১৯৮৩ সালের ৯ আগস্ট। যাদবেশ্বর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে স্বমিহমায় এক প্রোজ্জ্বল নাম। কৈশোরেই তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করেন। তাঁকে দেশমাতৃকতার শৃঙ্খল মোচনে বিপ্লবী পথের নিশানা দিয়েছিলেন যশোহর জেলার (বর্তমান বাংলাদেশ) নড়াইল মহকুমার আউরিয়া গ্রামের বিজয় কৃষ্ণ রায়। বিজয় কৃষ্ণ ছিলেন আউরিয়া গ্রামের বাঘাযতীনের সহকর্মী। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আদর্শে অনুপ্রাণিত যাদবেশ্বর সমাজসেবা, গঠনমূলক কাজ ও দরিদ্র মানুষের চিকিৎসায় ব্রতী হন। শুরু করেন নিষিদ্ধ রাজনৈতিক বই পড়া।

যশোহর জেলার (বর্তমান বাংলাদেশে) নড়াইল মহকুমায় আউরিয়া একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। সেখানকার বিদগ্ধ পরিবারে ১৯০৪ সনে (বাংলা ১৩১১) যাদবেশ্বর ভট্টাচার্য'র জন্ম। পিতা অন্নদাচরণ কাব্য তীর্থ নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। মাতামহ পার্বতীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ছিলেন সে যুগের প্রখ্যাত সংস্কৃত পন্ডিত। পিতার স্বদেশানুরাগ বালক যাদবেশ্বরকে প্রভাবিত করে। ১৯২৫ সনের মে মাসে পূর্বোল্লিখিত বিশিষ্ট খাদি কর্মী হরিপদ ভট্টাচার্য প্রমুখ কয়েকজনের সঙ্গে পদব্রজে সত্তর মাইল পথ অতিক্রম করে যাদবেশ্বর ফরিদপুর সম্মেলনে যোগদান করেন।

নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই এ পাশ করে যাদবেশ্বর কলকাতায় এসে সেন্টপলস কলেজে ভর্তি হন বি এ পড়ার জন্য। ১৯২৫–২৭ এই দুবছরের কলেজ তথা হোস্টেল জীবন তাঁকে পুরোপুরি বিপ্লবী করে তোলে। এখান থেকে তিনি বি এ পাশ করেন। কলকাতার এই কলেজ জীবনেই তিনি পূর্ণ বিপ্লবীতে পরিণত হন। সে সময় সহপাঠী রেবতী বর্মন মার্কসবাদ–লেনিনবাদের প্রতি যাদবেশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ তখনও তাঁকে আচ্ছন্ন রেখেছিল। হেমচন্দ্র ঘোষের নির্দেশে তিনি যশোর–খুলনা যুবসমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রমুখ ভৌমিক, নির্মল চন্দ্র দাস, কৃষ্ণবিনোদ রায় প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন। এই যুব সমিতিতেই যাদবেশ্বরের ব্যাপক রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হয়। তিনি এই সমিতির সহ–সম্পাদক ছিলেন ১৯২৭–৩০ সাল পর্যন্ত। এই সময় তিনি অল বেঙ্গল ইউথ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহক সমিতিরও সদস্য ছিলেন।

বেণু' পত্রিকার প্রথম দিকে–যা পরে ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের দ্বারা পরিচালিত হয়– যাদবেশ্বর অন্যতম অংশভাগী ছিলেন। এই পত্রিকার কার্য উপলক্ষে তাঁকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। গোপনে বিপ্লববাদ প্রচার, অর্থ এবং আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালনের সময় যাদবেশ্বর নানান ধরনের সমিতির গঠনে ব্রতী হন। ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে তিনি কন্ট্রোলার অব স্টোর্সের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৯ এর ৩১ ডিসেম্বর লাহোরে কংগ্রেস পূর্ণস্বাধীনতার লক্ষ্য স্বীকৃত হওয়ার পর কলকাতার কাশীপুর অঞ্চলে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে যাদবেশ্বর গ্রেফতার হন এবং পরে মুক্তি পান।

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর নির্দেশে যাদবেশ্বর চব্বিশ পরগনা জেলা যুব সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ এবং যাদবেশ্বর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হলে বিপুল সংখ্যক দেশকর্মীর সঙ্গে যাদবেশ্বরও বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেফতার হন ২৩ মে, ১৯৩০ সালে। এর কিছুদিন আগেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয় এবং পিতৃশ্রাদ্ধের পরের দিনই তাঁকে গ্রেফতারের জন্য দেশের বাড়িতে পুলিশ হানা দেয়। খবর পেয়ে পূর্বাহ্নেই যাদবেশ্বর দেশ ছেড়ে কলকাতায় পালিয় আসেন এবং শেষ পর্যন্ত কলকাতায় ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন স্ট্রিটের এক বাড়িতে ঢুকবার সময় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে এবং প্রেসিডেন্সি জেলে রাখে।

এই প্রেসিডেন্সি জেলের কারাজীবনে তাঁর সঙ্গে সহবন্দি ছিলেন রমেশ আচার্য, রবীন্দ্রমোহন সেন, কেদারেশ্বর সেন, অরুণ গুহ, ভূপেনেন্দ্রকুমার দত্ত, কিরণ মুখোপাধ্যায়, অতীন বসু, রেবতী বর্মন ও আরও অনেকে। জেলখানার দেওয়ালে বন্দেমাতরম্ ও অন্যান্য স্লোগান লেখা হলে কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট কিছু সংখ্যক সত্যাগ্রহীকে লেখাগুলি মুছতে বাধ্য করেন। এর ফলে আইরিশ জেলার রায়ান সাহেব প্রহৃত হন। এই প্রহারে নেতৃত্ব দেন যাদবেশ্বর। অবশ্য পুলিশ তাঁকে শনাক্ত করতে পারেনি, তাই তাঁর ভাগ্যে সশ্রম কারাদন্ড ঘটেনি। কিন্তু এর ফলে জেলের মধ্যে ব্যাপক পুলিশি হামলা হয়, নিগৃহীত হন অনেকেই। প্রেসিডেন্সি জেলের অভ্যন্তরে এই অত্যাচারের প্রতিবাদে রাজবন্দিরা অনশন আরম্ভ করেন। কর্তৃপক্ষ রাজবন্দিদের সঙ্গে আত্মীয়স্বজনের সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেন। চিঠিপত্রেও এই সংবাদ পাঠালে সেন্সরের হাতে আটকা পড়ে যেত। ফলে সেই অনশনের সংবাদ দেশের কারও জানার উপায় ছিল না। যাদবেশ্বর তখন দ্ব্যর্থবোধক কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক লিখে অগ্রজ অধ্যাপক রসময় ভট্টাচার্য'র কাছে চিঠি পাঠান। সরকারি গোয়েন্দা বিভাগ ও সেন্সর চিঠিটিকে সামান্য শ্লোকের অর্থ জানার কথা মনে করে আটকায় না। অধ্যাপক ভট্টাচার্য অনশনের ব্যাপারটি বুঝতে পারেন এবং সেজন্যই যে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তা বুঝতে পারেন। তিনি তখন ফরোয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদক সত্যরঞ্জন বক্সির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে চিঠিটি দেখিয়ে সমস্ত অবগত করান। সত্য বক্সি সেই সংবাদ ফরোয়ার্ড পত্রিকায় প্রকাশ করে জেল কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে চমকে দেন। ফলে রাজবন্দিদের দাবিগুলি স্বীকৃত হয়।

শাসকরা অন্য পথও নিয়েছিলেন। এরপর রাজবন্দিদের হিজলী, বক্সারের মতো দুর্গম জায়গায় পাঠানো হতে লাগল। এভাবে প্রায় সকলকেই যোগাযোগহীন জায়গায় যেতে হবে বুঝে যাদবেশ্বর উন্মাদ রোগের ভান করেন। জেল কর্তৃপক্ষ, সরকারি ডাক্তার প্রভৃতি তাঁর এই কৌশল ধরতে না পারায় তাঁকে সিউড়ির একটি বাড়িতে অন্তরীণ করা হয়। সেখানে পুলিশের ব্যবস্থায় নানাভাবে তাঁকে কুপথগামী করার চেষ্টা চলে। বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট স্বনামখ্যাত গুরুসদয় দত্ত'র কাছে অভিযোগ করায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

যাদবেশ্বর এবার স্বগ্রামে অন্তরীণ হন। পরবর্তীকালে পড়াশোনা আর প্রধানত চিকিৎসার মাধ্যমে গ্রামসেবার কাজ চলতে থাকে। সরকারি আদেশে পুনরায় কলকাতায় আসার পর যাদবেশ্বরকে নিয়মিত সপ্তাহে একবার করে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় হাজিরা দিতে হত। এই সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি এম এ ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য পড়া শেষ করতে পারেননি। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়।

এই সময় রাজনীতি চর্চা ও রাজনৈতিক সংগঠনে ব্যাপৃত থেকেও যাদবেশ্বর নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পাঠ এবং হাতে–কলমে কবিরাজী শিক্ষায় ব্রতী হন। বাণেশ্বর কাব্যতীর্থ, জ্যোতিষ সরস্বতী, মনোরঞ্জন পাকড়াশী, শচীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিজয়কালী স্মৃতিতীর্থ প্রমুখ বিশিষ্ট কবি রাজগণ তাঁকে আয়ুর্বেদে পারদর্শী করে তোলেন। তিনি বিশেষভাবে রসায়ন মূলক চিকিৎসায় দক্ষতা অর্জন করেন। আয়ুর্বেদ শিক্ষার সার্থকতায় তিনি সরস্বতী ও কবিরত্ন উপাধিতে ভূষিত হন।

যাদবেশ্বর কমিউনিস্ট দলভুক্ত হয়েছিলেন কমিউনিস্ট সংগঠনের সূচনায়। আগেই বলা হয়েছে মার্কসবাদ লেনিনবাদের দিকে তাঁকে আকৃষ্ট করেন তাঁর সহপাঠী রেবতী বর্মন। জেলের মধ্যে পড়াশোনায় ও আলোচনায় তা আরও অনেকখানি এগিয়ে যায়। পরে বিবেকানন্দের অনুজ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পর তিনি তাঁর কাছ থেকে মার্কসবাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। এই কমিউনিস্ট মতবাদের জন্যই হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। কারণ হেমচন্দ্র ছিলেন ঘোরতর কমিউনিস্ট বিরোধী। কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের সংগ ত্যাগ করলে যাদবেশ্বর পুরোপুরি পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু কবিরাজী চিকিসার ক্ষেত্রে ও আর্য়ুবেদ চর্চায় তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টায় কবিরাজ যাদবেশ্বরের প্রয়াসের অবধি ছিল না।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর প্রচন্ড ম্যালেরিয়ার আক্রমণের সময় বেঙ্গল আয়ুর্বেদিক রিলিফ কো–অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করেন। কবিরাজ মণীন্দ্রলাল দাশগুপ্ত (যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের অধ্যক্ষ) ও যাদবেশ্বর এই কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই কমিটি দুর্গত অঞ্চলগুলিতে ব্যাপকভাবে চিকিৎসা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করে। মন্বন্তরের প্রকোপ স্তিমিত হলে যাদবেশ্বর কলকাতার রাজাবাজার, মানিকতলা, উল্টোডাঙাতে শ্রমিক ও যুবসংগঠনের কাজ আরম্ভ করেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বে–আইনি ঘোষিত হলে পশ্চিমবঙ্গে যে সিভিল লিবার্টি কমিটি গঠিত হয়েছিল তার সভাপতি ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত আর অধ্যাপক ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তার কার্যকরী সভাপতি। প্রমোদ সেনগুপ্ত এবং যাদবেশ্বর সেই কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে স্বাধীন দেশের ব্যক্তি স্বাধীনতা বোধ জাগ্রত করার আন্দোলন শুরু করেন। যে আন্দোলনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয় এবং কিছুদিনের কারাবাসও ঘটে যাদবেশ্বরের।

শ্যামদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের তদানন্তীন কর্মপরিষদ তাঁকে অধ্যাপক পদে আমন্ত্রণ করে আনেন এবং সাংগঠনিক কর্মকুশলতা ও আয়ুর্বেদে পান্ডিত্যের জন্য তাঁকে সেখানকার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। অর্থাভাবে যখন কলেজ ও হাসপাতাল বন্ধ হওয়ার উপক্রম, তখন তিনি নানা সংস্থা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত ভাবে অর্থ ঋণস্বরূপ দিয়ে এই হাসপাতালে কর্মী ও রোগীদের বাঁচিয়ে রাখেন। তারপর তাঁর একক অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১ মার্চ ১৯৭১ সালে এই প্রতিষ্ঠানটিকে অধিগ্রহণ করে।

যাদবেশ্বরের চরিত্রগত এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্য পুরনো বিপ্লবীধারায় পরিচায়ক। প্রয়োজনে তিনি অনমনীয়। একবার এক সভায় শ্রমিকদের দাবি–দাওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক সালিশীর প্রস্তাব মূলত তাঁর প্রতিবাদে বাতিল হয়। সেই সংগ্রামমুখিতার জন্য যুবক যাদবেশ্বর ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত'র প্রশংসা অর্জন করেন। সম্পূর্ণভাবে বিলাসিতা বর্জনকারী মানুষটি কৈশোরে ও প্রথমে যৌবনে সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করতেন। তিনি চিরকাল স্পষ্টবক্তা। জীবনে কখনও অর্থোপার্জনকে বড় করে দেখেননি। চিরকুমার যাদবেশ্বর মানবীয় দুর্বলতায় কখনও নিজের কর্তব্য লঙ্ঘন করেননি।

তিনি প্রচুর সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেছেন এবং ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ মূলক জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর প্রভাবে অনেকে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ গ্রহণ করেছেন। আবার তাঁর কার্যকলাপের বিরোধী হয়েও অনেকে তাঁর গঠনমূলক কাজে অংশভাগী হয়েছেন। নির্যাতিত দেশকর্মী হিসেবে সর্বাগ্রে যাঁরা সরকারি স্বীকৃতি লাভ করেন, যাদবেশ্বর সেই সব তাম্রপত্র প্রাপকদের অন্যতম। আয়ুর্বেদ শিক্ষক হিসেবে সুনামের অধিকারী যাদবেশ্বর ও তাঁর সৃষ্ট ভেষজোদ্যান এক সময় বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের বৈশিষ্ট রূপে পরিগণিত ছিলেন। ১৯৮৩ সালের ৯ই আগস্ট উত্তর কলকাতায় ৭৯ বছর বয়সে ৪, কালীকৃষ্ণ সেকেন্ড লেন–এর ভাড়া বাড়িতে এই বিপ্লবীর জীবনাবসান হয়।

আজ ভারতের ৭০ তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সর্বত্যাগী, পরাধীনতার অভিশাপ থেকে ভারতমাতাকে মুক্ত করার সংগ্রামে অবিচল ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারে জর্জরিত এই মহান সংগ্রামকে শ্রদ্ধা জানানো কর্তব্য। তাঁর কথা বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা দরকার।

আকর্ষণীয় চেহারা ও দীর্ঘ জীবন লাভের উপায়

অরুণ অধিকারী

Negative personality–র লোকেরা সব কিছুর মধ্যে ত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করে থাকেন। ফলে মন কষ্ট পায়। মনের কষ্ট শরীরে বাসা বাঁধে এবং শরীরে রোগ ব্যাধি দেখা যায়। শরীর ও মনের যে কোনও কষ্ট হরমোন ক্ষরণ ঘটায় এবং শরীরের তাজা তাজা কোষগুলি ধ্বংস করে দেয় এবং চেহারায় বয়স্ক ভাব ফুটে ওঠে। মানুষ তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যায়। অর্থাৎ মৃত্যুর দিন এগিয়ে আসে। সুতরাং শরীর ও মনে যত বেশি কষ্ট দেবেন তত তাড়াতাড়ি, বলাবাহুল্য কারও কারও তিল তিল কষ্ট করে মরতে হবে।

সুতরাং শরীর ও মনের আরাম নিন। (অবশ্যই সামাজিক মাপকাঠিতে গ্রহণযোগ্যটুকু) সুন্দর চেহারার লোকেরা সব সময় প্রত্যেক মানুষ জীবজন্তু সহ অন্যান্য জড় বস্তুর সাথে Empathycal Relation (সহানুভূতি) সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারেন। পরিবেশের সব কিছু থেকে তাঁরা পরম আদর পান ও দেন এবং সেই সাথে Positive energy চুম্বকের আকর্ষণ করে নিতে পারেন। তাই প্রতিটি পদক্ষেপে মমতাবোধ, যত্নবোধ এদের নিকট জাগ্রত থাকে।

যত্নবোধ একটা ভালো অভ্যাস। এই অভ্যাস থাকলে যত্ন করে খাদ্যগ্রহণ করব (ভালো হজম হবে), যত্ন করে পোষাক পরব (পোশাক পরার খুশি চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে বলে, সাজলে অন্যের নিকট ভালো দেখায়) যত্ন করে রাস্তায় চলাফেরা করব (দুর্ঘটনা ঘটবে না)। যত্ন করে কথাবার্তা বলব, সম্পর্ক বজায় রাখব মানে শত্রু সৃষ্টি হবে না। বন্ধুর বাতাবরণ তৈরি হয়ে জীবনটা সুন্দরভাবে আনন্দময় হয়ে উঠবে।

আর বয়স? বয়স তিন প্রকারের হয়—

১) সংখ্যায় মাপা (Calender age) বয়স

২) জৈবিক বয়স (Biological age)

৩) মনঃস্তাত্ত্বিক বয়স (Psychological age)

জন্ম, সন, তারিখ ধরে হিসাব করা বয়স (calendar age) থামিয়ে রাখা যায়। অর্থাৎ ৪০ বছর বয়স্ক লোকের মতো। সিনেমা জগতের নায়িকা বা নায়করা যেভাবে চেহারা ধরে রাখেন। হাসিখুশি থাকা, সেই সাথে কিছু ব্যায়াম (যোগ ও ব্যায়াম) আমাদের শরীরের বয়স কমিয়ে রাখতে পারে। কিছু ব্যায়াম আছে, যা চর্চা করলে, পুং হরমোন সৃষ্টি (Tes–tororu) অব্যাহত থাকে এবং young দেখায়।

ঠিক মতো খাওয়া, বিশ্রাম, বেড়ানো, বইপড়া, যোগ ও ব্যায়াম দ্বারা শরীরের কোষকলা ও নার্ভতন্ত্রকে সঠিকভাবে চালনা করা যায়। অর্থাৎ সর্বদা Feel good দ্বারা মন আরাম পেলে Biological age কে ধরে রাখা যায়। সে সম্পর্কে সুযোগ হলে পরে আলোচনা করা যাবে।

শরীরের কোষকলাগুলির বয়স যদি না বাড়ে, সেগুলি যদি সর্বদা সতেজ থাকে, তাহলে বয়স বাড়বে কি করে? আসলে বয়স বাড়ে কোষকলাগুলির। বয়স বেড়ে তাদের কার্যক্ষমতা কমে বলে মানুষ বুড়ো হয়। তাই বলা হয়, কিডনির কোষ ভালো, মানে কিডনির কার্যক্ষমতা ভালো। লিভারের কোষতন্ত্র ভালো মানে লিভার সুস্থ। চোখের কোষতন্ত্র ভালো মানে চোখ ভালো। হৃদপিন্ডের কোষগুলি সুস্থ সতেজ মানে হৃদয় যন্ত্র ভালো। এরকমভাবে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যক্ষ সুস্থ রাখা যায়, সমস্ত কলাতন্ত্রকে তরতাজা করে।

আমরা যখন হাসি, তখন শরীরের প্রতিটি কোষ কলা হাসির তৃপ্তিকে নতুনভাবে অক্সিজেন পেয়ে তরতাজা হয়ে উঠে। বলা বাহুল্য Thinking—feeling—Action দ্বারা আমাদের সমস্ত কোষকলাকে কথা শোনাতে পারি, পোষ মানাতে পারি।

আবার কুঁড়ে বা অলস হওয়া মানে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (ভিতর ও বাহির) গুলিকে কুড়ে করে তোলা। শরীরের দূষিত বর্জ্য পদার্থ বের করে দিয়ে নতুন তাজা অক্সিজেন

মনের বার্তা

প্রবেশ করাতে প্রতিটি মুহূর্তে আনন্দঘন পরিবেশে শরীর ও মনের ব্যায়ামচর্চা দরকার। কাজে ব্যস্ত থাকা মানে তাই শরীর ও মনকে সক্রিয় (Active) করে রাখা। সক্রিয় রাখা মানে সুস্থ ও দীর্ঘজীবন উপভোগ করা। জীবন একটাই তাই এটা উপভোগেরই।

সংক্ষেপে :

(১) বয়স্ক সবাই হতে চায়, বুড়ো কেউই হতে চায় না। আবার বয়স যাতে না বাড়ে, young দেখায় তার জন্য করণীয় কাজও সবাই করতে চায় না। কুড়ে বা অলস লোকের জন্য সুস্থ সুন্দর জীবনময়। তাই নিজেকে নিম্ন লিখিত উপায়ে অগ্রসর করাতে হবে।

(২) সব কিছুর মধ্যে ভালো কিছু খোঁজার চেষ্টা করতে হবে। অভ্যাস হয়ে গেলে, সব কিছুর মধ্যে ভাল কিছু পাওয়া যাবে। সব কিছু থেকে পাওয়া positive energy শরীরও মনকে তরতাজা রাখবে।

(৩) হাসি খুব জরুরি ভাল চেহারার অধিকারি হওয়ার জন্য। সহজেই সুন্দর হাসি উপহার দিন। হাসি, অতি সহজে শরীর থেকে কার্বনডাই অক্সাইড নিষ্কাষণ করে প্রচুর অক্সিজেন সরবরাহ করে। তাই হাসি Tonic।

(৪) যার মুখে হাসি নেই, তিনি সুন্দরী নন। অর্থাৎ সুন্দরী মানে সুন্দর হাসি তার আছে।

(৫) অকারণে, দুঃখবোধ, রাগ, হিংসা একদম করবেন না। অর্থাৎ মনে কোন প্রকার জ্বালা আনিবেন না।

(৬) বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। মুখে ভালো লাগার আনন্দে খাদ্য গ্রহণ স্বাস্থ্য হানি ঘটাবে।

(৭) পর্যাপ্ত জল, শাকসবজি, মরসুমি ফল খেতে হবে।

(৮) সংখ্যা দিয়ে বয়স হিসেব করে মনে Tension আনবেন না।

(৯) সর্বদা অপরের মঙ্গল কামনা, feel good আনে। নিজের চেহারা এর ফলে আকর্ষণীয় হয়।

(১০) সব কিছুর সাথে সমানুভূতি (Empathical) সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার।

(১১) চিন্তা ভাবনা দিয়ে অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারলে, আমরা আমাদের প্রতিটি কোষকলাকে কথা শোনাতে বন্ধুত্বের বোঝাপড়া অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। তাহলে Internalপারি।

(১২) আমরা যা চাই, তাই পেতে পারি। যদি আমরা যা ভাবি তাই অনুভবে রূপান্তরিত করতে পারি। অর্থাৎ Thinking যদি সত্যিকারের feeling পায়, আমরা যা চাইব, তাই পাবো।

(১৩) সর্বদা যুব শ্রেণির, সৃজনশীল ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে থাকার চেষ্টা করুন। আপনার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে তরুণ সমাজ, আপনার সান্নিধ্য চাইবে, আর আপনি তাদের কাছ থেকে positive energy পাবেন।

(১৪) বিশ্বাস রাখবেন, কেউ আপনাকে ভালো রাখার ব্যাপারে তৎপর আছে। কারণ আপনি ভালো। তাই ভগবান, বা...

(১৫) বেড়ানোর অভ্যাস, বই পড়ার অভ্যাস, আড্ডা, টিভি, সঙ্গীতের অভ্যাস বজায় রাখুন। তবে টিভিটা একটু সাবধানে।

(১৬) স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিয়মিত শারীরিক সম্পর্ক বজায় রাখা বাধ্যতামূলক কর্তব্য বলে ভাবতে হবে। শারীরিক সম্পর্ক মানে শুধু সেক্স নয়। যে কোনও আদর, অভয়দান, স্পর্শ বোঝায়। (Supporting touch)। শরীরের অন্তঃ ও বাহির কল কবজা সুস্থ থাকবেই।

(১৭) স্বামী ও স্ত্রীর মধেMormonal Function ঠিক থাকবে। শরীর ও মন ভাল থাকবে।

শেষাংশ

যে কোনও মানসিক সমস্যা আমাদের জানান। সমাধান বাতলে দেবেন বিশেষজ্ঞরা।

মাঙ্গলিকী

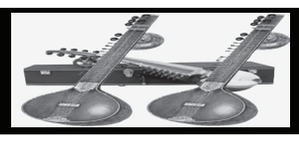

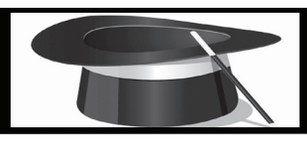

আবার সিকিমে জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপ...

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারবার সিকিমে যেতে হচ্ছে জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপকে, ভারত সরকারের সংক্রান্ত ডিভিশনের জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনাগুলির কথা সিকিমের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনজাতিদের সামনে তুলে ধরতে। এর আগে তাঁর জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনার কথা অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেন জনজাতিদের সামনে জাদুকর অশোক বিশ্বাস— ভারত সরকারের বার্তা পৌঁছে দেন যথাযথভাবে। তাই এবারেও তাঁর সিকিম যাত্রা...

এবারে ৮/৮/১৬ থেকে ১৮/৮/১৬ তারিখ অবধি পশ্চিম সিকিমের চাংমপ্র্যাঙে জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপ জনজাতিদের জন্যে জাদু প্রদর্শনী দেবেন। এবারে প্রদর্শনীর মাধ্যমে 'অরগ্যান ডোনেশান ডেট ১৩ আগস্ট 'কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ৯ আগস্টে'র কথা তুলে ধরবেন গ্রুপটি। 'প্রধান মন্ত্রী জনধন যোজনা' সহ আরও বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরবেন ট্রুপটি সুনির্বাচিত জাদুর খেলার মাধ্যমে। দর্শকেরা এই সাথে আনন্দও পাবেন জাদুর চমকে'... সমস্ত কার্যসূচির দায়িত্বে রয়েছেন শ্রীমতী বি পাল চৌধুরী (ডেপুটি ডিরেক্টার)। নিজের যথাযথ জীবিকা অর্জনের সাথে, জাদুকলাকে সমাজের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে লাগাবার মাধ্যমে জাদুকর বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপ জাদুবিদ্যাকে সরকারি স্বীকৃতিই এনে দিচ্ছেন— অভিনন্দন!

রথযাত্রা

বসাক বাড়ি

উত্তর কলিকাতার বসাক বাড়ির রথযাত্রা সম্পন্ন হল। বেলগাছিয়া শ্রীকৃষ্ণ মন্দির গৌড়ীয় মঠ আশ্রম থেকে মা সর্ব মঙ্গলা মন্দির। গুরু চরণ লেন, জগন্নাথ দেব, বলরাম সুভদ্রাকে মাসির বাড়ি আনা হয়। রথ থেকে উল্টোরথ অবধি বসাক বাড়িতে ভাগবত পাঠ, ভক্তিমূলক গান ও প্রসাদ বিতরণ হয়। মানবেন্দ্র বসাক ও প্রণবেন্দ্র বসাক ও বসাক মায়েরা সকল অতিথিদের আপ্যায়ণ করেন।

বলরাম মন্দির

বলরাম মন্দিরের রথযাত্রা ও পূর্ণ যাত্রা মহা সমারোহে পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পুজো হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়, রথযাত্রার দিন রথের প্রথম রজ্জু আকর্ষণ করেন স্বামী বাগীশা নন্দ (অধ্যক্ষ)। প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল সেন, বলরাম মন্দিরের আরাধ্য স্বামী পূতানন্দ। পূর্ণযাত্রা রথের প্রথম রজ্জু আকর্ষণ করেন। স্বামী সুবীর নন্দ (সহ সম্পাদক)।

নববৃন্দাবনে

প্রতি বৎসরে নববৃন্দাবনের রথ শ্যামবাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। প্রচুর মানুষ এই রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

মধ্যমগ্রামে

বিপুল উদ্দীপনার সহিত মধ্যম গ্রামের শক্তি সাহার রথ মধ্যম গ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে। রথের সামনে পুরীর নীলাচল থেকে আগত কীর্তনীয়েরা অসাধারণ কীর্তন করে মাতিয়ে দেন। প্রচুর মানুষ এই রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

বেলগাছিয়ায়

প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় যশোমাধবের রথ বেলগাছিয়া মিল্ক কলোনি থেকে হাতীবাগানে এসে সম্পন্ন হয় প্রচুর মানুষ এই রথের রজ্জুতে টান দেন। ঐতিহ্যবাহী এই রথের টানে অগণিত ভক্ত এসে জড় হন রথের পথে। শেষে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রী মার জন্মতিথি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৪ জুলাই কথামৃত ভবনে সন্ধ্যায় গুরুপ্রসাদ

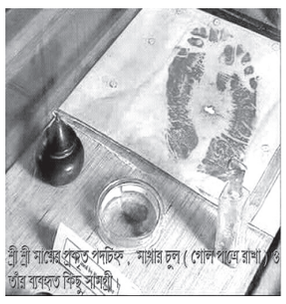

চৌধুরী লেন যথোচিত মর্যাদায় মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর জন্মতিথি পালন করা হয়। বিশেষ পুজো, হোম, অঞ্জলি ও ভোগ প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ১৮৮৮ সালে শ্রীশ্রী মা নিজ হাতে এখানে ঘট স্থাপন করেছিলেন। তাছাড়া এখানে ঠাকুরের পাদুকা নখ, চুল মায়ের পদচিহ্ন, চুল, মায়ের সিদুর কৌটো ঠাকুরের জামা ও ব্যবহৃত জিনিস রাখা আছে। মঠ ও মিশনের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী বৃন্দ ও প্রচুর ভক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ছিলেন সকলে আদর আপ্যায়ন করেন দীপক গুপ্ত, অঞ্জন গুপ্ত, তৃপ্তি গুপ্ত প্রমুখ।

চিঠিপত্র

পথের আলাপ

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

১০৫, সার্ভে ভিউ পার্ক, পোঃ ব্যান্ডেল, হুগাল, পিনঃ ৭১২১২৩
ফোনঃ ৯৯০৩৫৯৪২৫২/ ৯৮০৪৬৯৩৫৯২
ইমেলঃ patheralap2012@gmail.com

প্রতি,
মাননীয়
বিভাগীয় সম্পাদক,
পত্র-পত্রিকার আলোচনা
সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তা
৫৭/১এ, চেতলা রোড, কোলকাতা- ৭০০ ০২৭

মহাশয়,

আপনার পত্রিকার গত ১৬-২২ জুলাই, ২০১৬ সংখ্যায় পথের আলাপ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার 'কলকাতার ব্যান্ডপার্টি' সংখ্যার সমালোচনা প্রকাশ করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের আলোচনাই আমাদের আগামিতে পথ চলতে সাহায্য করবে।

সমালোচনার শুরুতেই আমাদের পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে চমক মজুমদারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচক এই তথ্য কোথায় পেলেন, তা মাথায় ঢুকলো না। আমাদের পত্রিকার কোথাও এর উল্লেখ মাত্র নেই। এমনকি মোবাইল কথোপকথনেও আমরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলাম, পত্রিকার কোনো একজন সম্পাদক নেই। পথের আলাপ দলগত কাজে বিশ্বাসী এবং দলগত সম্পাদনাই আমাদের ঐতিহ্য। তাই দলের মধ্যে থেকে কোনো একজনের নাম ইচ্ছেমতো সম্পাদকের যায়গায় বেছে নেওয়ার তীব্র বিরোধীতা করছি আমরা। সম্ভবতঃ আলোচক প্রাচীনপন্থী (?) হওয়ায় এই সম্পাদকবিহীন অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে পারেননি। পত্রিকায় সম্পাদকের নাম থাকাটাই রেওয়াজ হলেও, পথের আলাপ সে পথের পথিক নয়। লিটল ম্যাগাজিনই তো নতুন হাওয়া বয়ে নিয়ে আসে। তাই আমরা পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে কোনো একজনের নাম প্রকাশ করার নিন্দা করছি। আশা করবো, আপনাদের আগামী সংস্করনে এই ভুল আপনারা স্বীকার নেবেন।

সচেতনভাবেই আমাদের এপ্রিল-জুন, ২০১৬ সংখ্যার প্রচ্ছদ বিষয় ছিলোঃ 'কলকাতার ব্যান্ডপার্টি', শুধু ব্যান্ডপার্টি নয়। গবেষণা ও সমীক্ষার সুবিধার্থেই এই পরিকল্পনা। আমাদের প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে সবেতেই আমরা স্পষ্টভাবে এর উল্লেখ করেছি। 'নিবন্ধগুলি কলকাতার ব্যান্ডে আটকে রইল কেন' (সংবাদপত্রের বানান অবিকৃত)-- আলোচকের ক্ষেদ হয়তো দূর হতো যদি উনি সচেতনভাবে আমাদের প্রচ্ছদটি পড়তেন।

অতীততেও পথের আলাপ আপনাদের সচেতন সমালোচনায় ঋদ্ধ হয়েছে। আশা করবো, আগামীতেও আপনারা পথ প্রদর্শক হবেন। তবে জনপ্রিয় এই সংবাদপত্রের কাছে আরও সচেতনতা দাবি করি।

ধন্যবাদান্তে,

পথের আলাপ-এর পক্ষে

তারিখঃ ১৬-০৭-২০১৬

চমক মজুমদার..
(চমক মজুমদার)

বিভাগীয় সম্পাদকের বক্তব্য : প্রতিবেদকের কৈফিয়ত–প্রচলিত নিয়ম অনুসারে, আলোচিত প্রতিটি পত্রিকার সম্পাদকের নাম উল্লেখ বাঞ্ছনীয় সৌজন্যের আওতায় পড়ে। সম্পাদক কিংবা কোনও ক্ষেত্রে যুগ্মসম্পাদক থাকলে দুইজনের নামই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে, আলিপুর বার্তার দফতরে পাঠানো পথের আলাপের কপিটিতে চমকবাবুর ছোট্ট নোট ও সই ছিল এবং সেই সূত্রে স্বাভাবিকভাবেই সম্পাদক হিসাবে ওঁর নামোল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি শতকরা ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে সম্পাদকই স্বয়ং উদ্যোগ নিয়ে পত্রিকা পাঠিয়ে থাকেন। কোনও পত্রিকার যদি পাঁচ, সাত বা আরও অধিকজন এরূপ সম্পাদক মন্ডলীতে থাকেন, তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করতে আমরা অপারগ। আশা করব, এটা মাথায় রেখে ভবিষ্যতে তাঁরা অন্ততঃ একজন প্রমুখের নাম জানাবেন। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, উপরের প্রতিবাদ পত্রটিতে কেবল মাত্র চমকবাবুর নাম ও স্বাক্ষর! বাকি সম্পাদকরা কেন এই প্রতিবাদে সামিল হলেন না, বোঝা গেল না। প্রচ্ছদ নিবন্ধগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে, কলকাতার ভৌগলিক–সীমানার বাইরের ব্যান্ড পার্টিদের কথাও জানতে পারলে পাঠকদের আরও পরিতৃপ্তি হতে পারতো। এমন একটি সম্ভাবনার সূত্র কেবল ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হয়তো আগামী দিনে পত্রিকার জন্য আরও একটি তথ্যমূলক নিবন্ধের প্রয়াস হতে পারে। এতে আলোচ্য সংখ্যার প্রচ্ছদ–নিবন্ধে প্রকাশিত রচনাগুলিকে আদৌ খাটো করা হয়নি।

বিভিন্ন জঙ্গলের ৩২টি চিত্রগ্রাহকের বাঘের ছবি নিয়ে আরণ্যকের প্রদর্শনী

ম্যাজিক সার্কেলের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯ জুন হাওড়া ম্যাজিক সার্কেলের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় হাওড়ার মারিয়া ডে স্কুলে। সদস্যবৃন্দ ছাড়াও এক বিরাট সংখ্যক জাদুকর সভায় যোগদান করেন সার্কেলের আমন্ত্রণে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বর্তমান কার্য নিবার্হী কমিটির ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট গণ জাদু শিল্পী পি সি ঘোষাল মহাশয়। সভার নির্দেশক হিসাবে সম্পাদক জাদুকর বি কুমার সকলকে তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

অনুষ্ঠান সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন শিক্ষা জগতের মানুষ, বাচিক শিল্পী, সৌখিন জাদুকর সুব্রত সিনহা। তাঁর শুরুর ভাষণে সকলকে জানান আজ অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে আছে সদ্য প্রয়াত অতি বরিষ্ঠ জাদুকর নিরঞ্জন চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণ তথা শ্রদ্ধা নিবেদন; দ্বিতীয় পর্বে থাকবে কমিটির সদস্য বরিষ্ঠ জাদুকর জে পি ব্যানার্জীর লেকচার ডেমোনেস্ট্রেশন— অর্থাৎ প্রয়াত প্রাজ্ঞ ওই জাদুকরকে আমাদের মনে রেখেই জাদুকলা চর্চা চালিয়ে যাওয়া (আছে মৃত্যু... তবু আনন্দ রাজে)...

অতঃপর নিরঞ্জন চক্রবর্তীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সঞ্চালক বলেন, নিরঞ্জন বাবুর বাড়ি ফুলেশ্বরে আর তিনি থাকেন সাঁকরাইলে। তাই এই প্রাজ্ঞ মানুষটির সাথে তাঁর অনেক দিনের পরিচয়। তাঁর স্মৃতিতে প্রয়াত মানুষটি থাকবেন এক শাশ্বত প্রাণবন্ত মানুষ হিসাবেই আর জাদুকলার তাত্ত্বিক দিক নিয়ে তাঁর প্রাজ্ঞতার কথা তাঁর পরিচিত জাদুকরেরা চিরকাল মনে রাখবেন। কয়েক বছর আগে সার্কেলের তরফে নিরঞ্জন চক্রবর্তীকে বার্ষিক সম্মেলনে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। যা সকলেরই মনে আছে আর এইভাবেই বাংলার জাদু জগত তাঁকে যথাযথ সম্মান জানান।

এরপর জাদু সঞ্চালক বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানান নিরঞ্জন চক্রবর্তীর বিষয়ে বলবার জন্যে। অরুণবাবু বলেন নিরঞ্জনবাবুর সাথে তাঁর ৪০–৪৫ বছরের পরিচয়। যখনই কোনও জাদুকরদের সভায় তাঁর সাথে দেখা হতো শ্রদ্ধায় তাঁর (অরুণবাবুর) মাথা নত হয়ে যেতো জাদু নিয়ে মানুষটির পড়াশুনার গভীরতা উপলব্ধি করে। আর সঞ্চালক যা বললেন তা একেবারে ঠিক— নিরঞ্জন চক্রবর্তীর মতন এত প্রাণবন্ত মানুষ আমাদের জাদু জগতে খুব কমই আছেন ('দাও দাও আরও প্রাণ দাও')।

বৃটিশ বরিষ্ঠ জাদুকর, জাদু ইতিহাসবিদ ক্রিস বনসনের লেখা জাদুকর গ্রেট লায়ালের জীবনী গ্রন্থে নিরঞ্জন চক্রবর্তীর একটি চিঠি মুদ্রিত হয়েছে, যার মাধ্যমে বিশ্ব জাদু জগতের জাদু ইতিহাসে নিরঞ্জন চক্রবর্তী এক শাশ্বত ঠাঁই পেয়েছেন (এই বইটি আন্তর্জাতিক জাদু জগতে ২০০০ হাজারের উপর কপি বিক্রি হয়েছে; বইটিতে শাশ্বত জাদু সম্রাট পি সি সরকার, বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র সহ আরও অনেক জাদুকরের কথা আছে)। অরুণবাবু আরও বলেন, নিরঞ্জন চক্রবর্তীর জাদু গ্রন্থের ব্যক্তিগত সংগ্রহ সারা পৃথিবীর জাদু জগতে অন্যান্য জাদু গ্রন্থের সংগ্রহকে টেক্কা দেবে— এই প্রাজ্ঞ জাদুকরকে শাশ্বত প্রণাম...

এরপর সঞ্চালক মঞ্চে ডেকে নেন স্বনামখ্যাত জাদুকর অনিন্দ্য কিশোর গোস্বামীকে নিরঞ্জন চক্রবর্তীর বিষয়ে বলবার জন্যে। অনিন্দ্য কিশোর বলেন, তাঁর জাদু জীবনের শুরু থেকেই নিরঞ্জন বাবুর সাথে পরিচয়। সেই কিশোর বয়স থেকেই তিনি ছুটতেন ফুলেশ্বরে নিরঞ্জন বাবুর বাড়িতে। তাঁর হাতে ধ্রুপদি জাদু সব সময় তাঁকে (অনিন্দ্য কিশোর) মুগ্ধ করত। তাই একদিকে যেমন জাদু প্রশিক্ষক গৌতম গুহর কাছে জাদু শিক্ষণ পেতেন, তেমনি অন্যদিকে নিরঞ্জন বাবুর কাছেও কিছু জাদু শিক্ষা পান। অনিন্দ্য কিশোর আরও বলেন, নিরঞ্জন বাবুর জাদু গ্রন্থের বিরাট সংগ্রহের কথা, তাঁর হাতে দেখা বিদেশ থেকে আনা বহু বিরল জাদুর খেলার কথা। নিরঞ্জন বাবু তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। তাই হঠাৎ হঠাৎ বালিতে তাঁর (অনিন্দ্য কিশোর) বাড়িতে চলে আসতেন— জাদু প্রাজ্ঞ প্রাণবন্ত নিরঞ্জন চক্রবর্তীকে তিনি চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে মনে রাখবেন...

সার্কেলের সম্পাদক জাদুকর বি কুমার বলেন নিরঞ্জন চক্রবর্তী ছিলেন খুবই খোলা মনের মানুষ। ওনার হাতে দেখা 'কার্ড পামিং' তাঁকে (বি কুমার) সব সময়েই বিস্ময়াবিষ্ট করত। ওনার বাড়িতে প্রায়ই যেতেন আর ধ্রুপদী জাদুতে তাঁর গভীরতা, তাঁর জাদু গ্রন্থের সংগ্রহ, ধ্রুপদী জাদুর খেলার সরঞ্জাম সংগ্রহ, তাঁকে বিস্মিত করত।

হাওড়া ম্যাজিক সার্কেলকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। হাওড়া ম্যাজিক সার্কেল নিরঞ্জন চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা জানানোর মাধ্যমে নিজেদেরকেই অলংকৃত করেছেন— প্রাজ্ঞ জাদুকর নিরঞ্জন চক্রবর্তীকে তাঁর শতকোটি প্রণাম... বি কুমার সদ্য প্রয়াত বরিষ্ঠ জাদুকর সতীপ্রসাদ সরকারের জ্যেষ্ঠপুত্র সঞ্জয় সরকারের কথাও বলেন; এই সাথে বলেন সদ্য প্রয়াত অতি সুখ্যাত জাদুশিল্পী ও শ্যাডোগ্রাফ আর্টিস্ট সব্যসাচী সেনের কথাও। গোড়ায় প্রয়াত নিরঞ্জন চক্রবর্তীর প্রতিকৃতিতে কার্য্যনির্বাহী কমিটির সভাপতির মাল্যদানসহ অন্যান্যরা পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন। প্রয়াত ত্রয়ীর জ্যোর্তিময় আত্মার প্রতি সকলে শ্রদ্ধা জানান উঠে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের মাধ্যমে।

চা বিরতির পর সদস্য ও বরিষ্ঠ জাদুকর জে পির লেকচার ডেমোনেস্ট্রেশান সার্বিকভাবে সকলে উপভোগ করেন। অভিজ্ঞ জাদুকর হিসাবে জাদু প্রদর্শনীর জন্যে মঞ্চের যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল প্রণিধান যোগ্য।

সবশেষে অনিন্দ্য কিশোরকে বিশেষ ধন্যবাদ —তিনি নিরঞ্জন চক্রবর্তীর স্মৃতি চারণার সমাপ্তি টানলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এক সুনির্বাচিত কবিতার আবৃত্তির মাধ্যমে— স্মরণসভা হল উজ্জ্বল...

বাংলা সিনেমায় কমেডিয়ানদের সালতামামি

কালিদাস চক্রবর্তী

দুধেভাতে বাঙালি বলে মানুষ যতই আমাদের আদরের আড়ালে ব্যাঙ্গ করুক না কেন, আমাদের ব্যাপ্তি অন্য অনেক

ক্ষেত্রেই ছেয়ে রয়েছে। দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে তাই পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতা আলাদা জায়গা অর্জন করে নিয়েছে। শিল্প–বাণিজ্য এখানে নাই বা আসুক, শিল্পকলায় বাঙালির পারদর্শিতা কারও চেয়ে কম নয়। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য, কবিতা, ছড়া, সিনেমা সবেতেই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আমাদের রাজ্য। হাস্যরসেও বাঙালির জুড়ি মেলা ভার। হাস্য কৌতূকমূলক একের পর এক বিখ্যাত রচনা মুদ্রিত হয়েছে বাঙালির হাত ধরে। সুকুমার রায়ের মজাদার ছড়া হোক আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা বা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা এরা প্রত্যেকেই হাস্যরসের আইকন হয়ে উঠেছে বঙ্গ তথা ভারতীয় সমাজে। বঙ্গজ লেখকদের এই অসাধারণ মজাদার সব চরিত্র অন্যান্য ভাষাতেও তাই অনুবাদ আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বাঙালির 'সেন্স অফ হিউমর' রীতিমতো সমাদৃত হয়েছে। বঙ্গজ লেখকদের এই হাস্যমূলক রচনা পরবর্তীতে বাংলা সিনেমায় রূপ পেয়েছে।

কতগুলি হাসির ছবির কথা বললে বোধহয় আপনাদের সামনে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন 'আশিতে আসিও না', 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট', 'বসন্ত বিলাপ', টেনিদাকে নিয়ে 'চারমূর্তি অভিযান' এমন আরও অনেকগুলি সিনেমা চিত্রায়িত হয়েছে। এইসব সিনেমা দেখে হাসতে হাসতে পেট ফাটেনি এমন বাঙালি বিরল। জোর করে কাতুকুতু দিয়ে হাসানো নয়, হাস্যরসের স্বাভাবিকতা দিয়ে এই ধরণের চলচ্চিত্র মাতিয়ে দিয়েছে দর্শককূলকে। আবার তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হালদারদের কথা ভাবুন তো। পরশপাথর ছবিতে তুলসীবাবু যে পাথর কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তার মায়াবলে যা ছুঁচ্ছিলেন তাই সোনা হয়ে যাচ্ছিল। তা এহেন হঠাৎ বড়লোক হওয়ার রাস্তা ব্যবসায়ীরা কি ছেড়ে দেবেন? তাই মাড়ওয়ারি ব্যবসায়ীরা সিনেমায় পরশপাথর পাওয়া তুলসীবাবুর কাছে হাজির সোনার তালুক সন্ধানে। তা তুলসীবাবু বাতলে দিলেন ফর্মুলা, লিখলেন, 'হলদে সবুজ ওরাং উটাং, ইটপাটকেল চিৎপতাং'। এই হল হাস্য কৌতুকের ক্লাইম্যাক্সে যাওয়া। ভাবুন তো কি উচু মানের সব হাসির ছবি তৈরি হত তখন। নবদ্বীপ হালদার আবার বিখ্যাত ছিলেন তাঁর কর্কশ কণ্ঠের জন্য। ওই গলার জন্য তখন একের পর সিনেমায় কমেডিয়ানের ভূমিকায় দেখা যেত নবদ্বীপবাবুকে। সে লোমহর্ষক ছবি 'হানাবাড়ি' হোক আর হাসির ছবি নিজের স্বকীয়তায় নবদ্বীপ বাঙালিকে মাতোয়ারা করে দিতেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো হাসির জাদুকর বাংলা সিনেমায় খুব কম এসেছে। তার সেইগুলোর কয়েকটির কথা তো আগেই উল্লেখ করেছি। এর সঙ্গে জুড়তে হবে 'মিস প্রিয়ংবদা', 'ভানু পেল লটারি', 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট' প্রভৃতি আরও অসংখ্য সিনেমার নাম।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উঠে এলেও ভানুর হাসির রাজা তকমা বাংলায় কেউই প্রায় কাড়তে পারেনি। তবে ভানুবাবু থাকাকালীন আরও এক বরণীয় প্রতিভা উঠে আসে বাংলা সিনেমায় কমেডিয়ানের ভূমিকা নিয়ে। তিনি হলেন রবি ঘোষ। তার চোখ দেখলেই হাসির ফোয়ারা উঠত আর কি। অনেক সিনেমায় রবি ঘোষ তার অন্য ধরণের চরিত্রের বহির্প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাও রবি ঘোষের মতো কমেডিয়ান বাংলা ছবিতে খুব কম এসেছে। অদ্ভুত এক ধরণের ভঙ্গিমায় ডায়লগ বলতেন রবিবাবু। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে যেমন আবার পূর্ববঙ্গীয় টান অন্য একটা মাত্রা যোগ করেছিল। বেশ মনে পরে মহানায়ক উত্তমকুমারের প্রয়াণের পর তার শবদেহ ঘিরে উৎসাহী জনতার অতিরিক্ত আবেগে ভানুবাবু বলে উঠেছিলেন, 'আমাগো এত দেইখ্যাও তগো সাধ মেটে না'। সেসময়ের এক জনপ্রিয় সংবাদপত্রে এই ডায়লগ আলাদাভাবে ছাপা হয়েছিল। এমনটাই ছিলেন ভানু। রবি ঘোষের ঘরানা ছিল আবার সাবলীল অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে চোখের ব্যঙ্গমা মিশ্রিত ভঙ্গিতে মানুষকে হর্ষকল্লোলিত করা। এদের সঙ্গেই উঠে আসা আরও দুই কৌতুকাভিনেতার কথাও এই আলোচনায় বিশেষভাবে তুলে ধরতে হবে। এরা হলেন অনুপ কুমার এবং চিন্ময় রায়। অনুপ কুমার অবশ্য সিরিয়াস অ্যাক্টিং বা চরিত্রাভিনেতা হিসেবেও অনেক ছবি করেছেন। সুখেন দাস ছিলেন খানিকটা এই গোত্রের। পরের দিকে আজকের জনপ্রিয় গায়িকা মোনালি ঠাকুরের বাবা শক্তি ঠাকুর এই ধরণের কমেডি এবং সিরিও মিশ্রিত কিছু ছবি করেন। যাইহোক আবার ফিরে আসি হাসির সেই স্বর্ণযুগের সময়ে। ভানু, রবি ঘোষদের পরে পেরেই যখন অনুপ কুমারের পাশাপাশি কমেডিয়ানের ভূমিকায় দারুণ সাবলীল হয়ে ওঠেন চিন্ময় রায়। চিন্ময় রায় বা কাছের লোকের চিনুদা তাঁর প্যাকাটি শরীরকে হাতিয়ার করে হাস্যরসে ভরপুর করে তুলতেন বাঙালি দর্শককে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা চরিত্রে তাই বেজায় মানিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এক ওইরকম রোগা শরীর তার ওপর কথায় মারিতং জগতং ছোটানো এটা চিনুদা ছাড়া কেই বা পারত। এই যেমন ফেলুদা হিসাবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পরই আমাদের মননে গেঁথে গিয়েছেন সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় তেমনই টেনিদা হিসেবে চিন্ময় রায় ছাড়া অন্য কাউকে ভাবাই যায় না। চিনুদার কথা ভেবেই যেন বরণীয় লেখক এই সিনেমাটা তৈরি করেছেন।

আজকের দিনে বহু বাংলা ছবি নির্মিত হচ্ছে গোয়েন্দাদের নিয়ে। ফেলুদা ছাড়াও কিরীটি, বাজপাখি, ব্যোমকেশ ইত্যাদি আরও অনেক গোয়েন্দা চরিত্র বাংলা সিনেমায় উঠে আসছে। হাস্যকৌতুকের ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদা' চরিত্রটি কিন্তু চিত্রায়িত হওয়ার দাবি রাখে। এখনকার জনপ্রিয় হাস্যকৌতুক অভিনেতা খরাজ মুখোপাধ্যায়কে ঘনাদা চরিত্রে ব্যাপক মানাবে এটা আগাম বলে রাখতে পারি। জানি না আগামী দিনে কোনও পরিচালকের মাথায় ঘনাদা চরিত্র নিয়ে সিনেমা করার বাসনা জাগবে কিনা? জাগলে খরাজদার কথা তিনি ভাবতেই পারেন। এখনকার দিনের আরও এক কমেডিয়ান তার কেরিয়ারে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। তিনি হলেন শুভাশিস মুখোপাধ্যায়। গ্রুপ থিয়েটারের মঞ্চ থেকে উঠে আসা শুভাশিস হালফিলে বাংলা সিনেমায় প্রকৃত কমেডিয়ানের অভাব অনেকটাই পূরণ করেছেন। শুভাশিসবাবুর 'বর্ধমানের বর বরিশালের কনে' নাটকটি যে কত রজনী অতিক্রম করেছে তার হিসেব নেই। বলাবাহুল্য হাসতে হাসতে পেটে খিল পড়ে গিয়েছে দর্শকদের। অ্যাঙ্করিং থেকে কেরিয়ার শুরু করা কাঞ্চনও চিন্ময় রায়, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়দের মতো নিজের শরীরকে মূলধন করে বেশ মজাদার সব চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এভাবেই বাংলা সিনেমায় যুগের পর যুগ ধরে হাস্যরসের পরম্পরা অব্যাহত রয়েছে। অবশ্য আগের অভিনেতাদের তুলনায় এখন সেই রকম ট্যালেন্ট আছে এমন হাতে গোনা ওই এক–দুজনই। বাকিদের মধ্যে অনেকের অবস্থা তথৈবচ। তাই এই আলোচনায় আর তাদের নাম টেনে এনে বিড়ম্বনা বাড়াচ্ছি না। এইটুকু বলা চলে জোর করে সুরসুরি দিয়ে হাসানো আর স্বতস্ফূর্ত কমেডির মধ্যে পার্থক্য আকাশপাতাল। স্বভাবজাত কমেডিয়ান না হলে বেকার সার্কাসের ক্লাউন হতে যাওয়া একদম উচিত নয়।

অলিম্পিক্সে লি–সানিয়ারা ব্যর্থ

সম্মান থাকতে অবসর নেওয়াই শ্রেয়

অরিঞ্জয় মিত্র

অলিম্পিক্সের দৌড়টা এবার ভারতের জন্য খুব যে ভালো হয়েছে তা বলা যাবে না। যদিও ব্যক্তিগত ইভেন্টে দীপা কর্মকার বা দলগত বিভাগে ভারতীয় পুরুষ এবং মহিলা হকি দল তাদের প্রারম্ভিক সূচনা ঠিকঠাক ভাবেই সম্পাদিত করেছে। কিন্তু যে ইভেন্টে ভারত সারা বিশ্বে একটা নজরকাড়া বিশেষণ লাভ করেছে সেই টেনিসের ভাঁড়ার এবার শূন্য। সানিয়া মির্জা যেমন ডবলসে চৈনিক জুটির কাছে হেরে গিয়েছেন। যে সানিয়া সারাপোভার সঙ্গে জুড়ি বেধে রীতিমতো বিশ্ব কাঁপিয়েছে সেই তার হাল এবার বেহাল। তবে টেনিসে ভারতের জন্য সবথেকে খারাপ খবর নিঃসন্দেহে লিয়েন্ডার পেজের হার। একা অবশ্য নয়, হাঁটুর বয়সী রোহন বোপান্নার সঙ্গে জুটিতে অলিম্পিক্স থেকে বিদায় নিতে হয়েছে মাইকেলের বংশধরকে। নিজের সপ্তম অলিম্পিক্সে লিয়েন্ডার এবার অংশ নিয়েছেন। অথচ তিনি এই কৃতিত্বের অধিকারী হন এটা নাকি চায় নি ভারতীয় টেনিস জগতের সঙ্গে যুক্ত অনেক ব্যক্তি। তাঁর সতীর্থরাও লিয়ের এই রেকর্ড নাকি পছন্দ করছিলেন না। এমনকি তাঁর পার্টনার রোহন বোপান্না প্রথম থেকেই লি'র সঙ্গে ডবলস খেলতে নারাজ ছিলেন। একরকম তেতো গেলার মতো লিয়েন্ডারকে নাকি মেনে নিতে হয় বোপান্নাকে। আর সেই রাগ তিনি ওসুল করেছেন একেবারে কোর্টে। যার ফলে প্রথম রাউন্ডে বিদায়ের গ্লানি নিয়ে সপ্তম অলিম্পিক্স অভিযান সাঙ্গ করতে হল ভেস পেজের ছেলেকে।

লিয়েন্ডার সাংবাদিকদের সামনে তো বটেই নিজের ঘনিষ্ঠ মহলেও সাবাতোজের জন্য আঙুল তুলছেন বোপান্নার দিকেই। এমনকি রিওতে সানিয়া মির্জার ম্যাচ চলাকালীন খোদ শচীন তেন্ডুলকরের সামনে রোহনকে দেখে একরকম পালিয়েই গিয়েছেন লি। তার সাফ কথা অন্য খেলার যারা প্রবাদ পুরুষ যেমন গাভাসকার, শচীন, দ্রাবিড়দের কখনও জুনিয়রের অপমান সহ্য করতে হয় নি। অথচ তাকে কিনা প্রায় পুত্রসম বোপান্নার অপমানের শিকার হতে হচ্ছে। কার্যত এ নিয়ে ক্ষোভে ফেটেও পড়েছেন তিনি। এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে। এটা ঠিক শুধু টেনিস কেন, যে কোনও পেশাতেই জুনিয়রদের হাতে সিনিয়রের হেনস্থা মেনে নেওয়া যায় না। তার ওপর লিয়েন্ডার যে পর্যায়ের প্লেয়ার, যেভাবে তিনি ডবলস এবং মিক্সড ডবলস সার্কিটে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন তিনি তো অনেকটাই সম্মান আশা করতে পারেন। রোহনের সঙ্গে তার জুটি নিয়ে কেন এত শোরগোল হবে? এর পাশাপাশি লিয়েন্ডার হয়তো এটা ভুলেই গিয়েছেন যে এদেশে অন্য স্পোর্টসেই সিনিয়র–জুনিয়র দ্বন্দ্ব বেধেছে। তার শহরের সৌরভের কথাই ভাবুন তো। যে মহারাজ ছিলেন দেশের দাপুটে অধিনায়ক সেই তিনিই কিনা গ্রেগ চ্যাপেলের আমলে দ্রাবিড়ের অধিনায়কত্বকালে অনেক অপেক্ষাকৃত জুনিয়রের কাছে কোণঠাসা হয়েছেন।

আবার ধোনি অধিনায়ক হয়ে সৌরভ, দ্রাবিড়, লক্ষ্মণ মায় শচীনকে পর্যন্ত বাণপ্রস্থ নিতে বাধ্য করেন। এখানে একটা কথা অবশ্য বলা চলে। সম্মান থাকতে থাকতেই এই উপরোক্তরা খেলা থেকে সরে গিয়েছেন, তুলে রেখেছেন প্যাড–গ্লাভস। আগের জমানার স্টারদের ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা ঘটেছে আকচার। এর কারণ হল মূলত জেনারেশন গ্যাপ। নয়া প্রজন্মের সিস্টেমের সঙ্গে হয়তো পুরনোদের খাপ খাচ্ছে না। ব্যাস, ছেটে ফেলতে হবে। এটা যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন গেমসেই হয়ে আসছে। তাই লিয়েন্ডার যদি ভাবেন বোপান্নারা তাকে অপমান করছে তা হলে এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগেই তার অবসরের রাস্তা নিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। ওই যে বললাম, সম্মান থাকতে থাকতে অবসর নেওয়া। এই জায়গাটা ভাবা উচিত ছিল লিয়ের। যে সম্মানটুকু হাতে নিয়ে শচীন–সৌরভ– দ্রাবিড়–লক্ষ্মণরা ব্যাট তুলে রেখেছেন ঠিক একভাবেই র‍্যাকেট শো–কেসে রাখতে পারতেন দেশের এই টেনিস কিংবদন্তী। সব কিছুর একটা শেষ আছে। নিজের অবসরের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। হয়তো মনে হতে পারে আরও কিছুদিন আমি খেলতে পারতাম। এই যে আমাদের ঘরের ছেলে সৌরভ। যে ফর্মে থাকাকালীন চিরতরে রিটায়ারমেন্টের প্যাভিলিয়নে ফিরেছেন তারপরেও স্বচ্ছন্দে আরও ২–৩ বছর খেলা চালিয়ে যাওয়া যেত। স্বয়ং শচীন এমন মনোভাবের শরিক। তাও মর্যাদা থাকতে থাকতেই সরে দাঁড়িয়েছেন ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক।

তাই লিয়েন্ডারের প্রতি বোপান্না যদি অসম্মান প্রদর্শন বা খারাপ ব্যবহার করে থাকেন তা যেমন অন্যায় তেমনই নিজের কেরিয়ার এতটা দীর্ঘায়িত করাটাও বোধহয় ঠিক নয় লি'র। উচিত সময় যদি ঠিক সিদ্ধান্তটা নিতে পারতেন তা হলে আজকের এই অপমানের জ্বালা বহন করতে হত না তাকে। এই ব্যাপারে শচীন–সৌরভরা মডেল হতে পারেন বিশ্বের যে কোনও ক্রীড়াবিদের কাছে। অবসরের ক্ষেত্রে অবশ্য অস্ট্রেলিয়ান মনোভাবের প্রশংসা করতেই হবে। অজিদের মধ্যে ফর্মের তুঙ্গে থাকতে ক্রিকেট বা অন্য স্পোর্টসকে বিদায় জানানোর চল রয়েছে। এই পদ্ধতি মেনে অজিরা কিন্তু বিশ্ব ক্রীড়া সার্কিটে যথেষ্ট সফল।

লিয়েন্ডার হয়তো এটা ভুলেই গিয়েছেন যে এদেশে অন্য স্পোর্টসেই সিনিয়র–জুনিয়র দ্বন্দ্ব বেধেছে। তার শহরের সৌরভের কথাই ভাবুন তো। যে মহারাজ ছিলেন দেশের দাপুটে অধিনায়ক সেই তিনিই কিনা গ্রেগ চ্যাপেলের আমলে দ্রাবিড়ের অধিনায়কত্বকালে অনেক অপেক্ষাকৃত জুনিয়রের কাছে কোণঠাসা হয়েছেন। আবার ধোনি অধিনায়ক হয়ে সৌরভ, দ্রাবিড়, লক্ষ্মণ মায় শচীনকে পর্যন্ত বাণপ্রস্থ নিতে বাধ্য করেন। এখানে একটা কথা অবশ্য বলা চলে। সম্মান থাকতে থাকতেই এই উপরোক্তরা খেলা থেকে সরে গিয়েছেন, তুলে রেখেছেন প্যাড–গ্লাভস।

ডংয়ের হলটা কী?

যুধিষ্ঠির নস্কর

শান্তশিষ্ট, মধুরভাষী ফুটবলার হিসেবে নিজের প্রথম মরসুমে কলকাতা ময়দানে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ান ডু ডং হিউং। গতবারের কলকাতা লিগে তার সৌজন্যেই শক্তিশালী মোহনবাগানকে বড় ব্যবধানে হারায় ইস্টবেঙ্গল। টানা ষষ্ঠবারের জন্য লিগজয়ীর শিরোপাও মাথায় পরে ইস্টবেঙ্গল।। সেই ডং পরের দিকে চূড়ান্ত অফ ফর্মে চলে যান। তৎকালীন কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের বিষ নজরেও চলে যান ডং। তাও লাল–হলুদ জনতা তাকে মাথায় করে রেখেছিল মূলত তার ভালো ব্যবহারের জন্য। এরপর র‍্যান্টি মার্টিন্স কার্যত ডংয়ের অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে তাকে ফের পাদপ্রদীপের আলোয় ফিরিয়ে আনেন তাকে।

সেই ডু ডংয়ের এবার হলটা কি? সবে কলকাতা লিগ শুরু হয়েছে আর কি। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল সবে নিজেদের প্রথম এক–দুটো ম্যাচ খেলে ফেলেছে। মোটামুটি জয় দিয়েই শুরু করেছে ময়দানের পরিচিত দুটি ক্লাব। অথচ ডং যত না খেলার জন্য খবরে আসছেন তার থেকে অনেক বেশি শিরোনামে আসছেন তার বদমেজাজের জন্য। ব্রিটিশ কোচ ট্রেভর জেমস মর্গ্যান আবার নিয়মশৃঙ্খলার ব্যাপারে দারুণ কড়া। সেই মর্গ্যান পর্যন্ত বেজায় অসন্তুষ্ট ডংয়ের এই মতিগতিতে। প্রায়শই নাকি নানা ফ্যাঁকড়া নিয়ে ক্লাব কর্তাদের ওপর চাপ বাড়াচ্ছেন এই দক্ষিণ কোরিয়ান। সহ খেলোয়াড়দের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন। সর্বোপরি কোচের প্ল্যানিং অনুযায়ী নাকি চলছেনও না। এদিকে ম্যাচে তার পারফরমেন্স হচ্ছে হতকুচ্ছিৎ। গত মরসুমের ভালো খেলার ডিভিডেন্ড ভাঙিয়ে যদি তিনি খেতে চান তা হলে চরম ভুল করবেন। কারণ মর্গ্যান বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য নন। বিশুদা রাগ করলেও পরে অ্যাডজাস্ট করতেন। কিন্তু দলীয় স্ট্র্যাটেজিতে যদি ডংয়ের এই বদমেজাজ প্রভাব ফেলে তা হলে তাকে ছেটে ফেলতে দ্বিধা করবেন না মর্গ্যান। এমনটাই অভিমত ফুটবল বিশেষজ্ঞদের। সেক্ষেত্রে কলকাতা লিগ হতে পারে তার চূড়ান্ত সময়সীমা।

আর এই হঠকারী মেজাজের জন্য আদতে তার খেলাটাই খারাপ হতে বসেছে সেটা কি ডু ডংয়ের মাথায় ঢুকছে। মজিদ বাস্কারের মতো এদেশের মাটিতে সর্বকালের সেরা বিদেশির কেরিয়ার সংক্ষিপ্ত হয়েছিল শুধুমাত্র বিশৃঙ্খল আচরণের জন্য। হালফিলে মোহনবাগানের হয়ে যথেষ্ট সম্ভাবনা তৈরি করা লালম পুঁইয়া হারিয়ে গিয়েছে এই খ্যাপাটে ব্যবহার এবং বেহিসাবী জীবনযাপনের জন্য। ক্রিকেটে শচীনের বন্ধু বিনোদ কাম্বলির কেরিয়ার শেষ হওয়ার পিছনেও তার অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা বড় কারণ বলে মনে করা হয়। এদিকটা আশা করি একটু ভেবে দেখবেন ডং।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

যেন সত্যিসত্যি ম্যাজিক!

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জাদুকর)

এক বিশ্বখ্যাত ব্যক্তির দফতরে টেবিলে তাঁর মুখোমুখি বসে এক বরিষ্ঠ গুণী চিত্রশিল্পী। শিল্পীর বাঁপাশে বসে এক যুবক। যুবকটি শিল্পীকে অনুরোধ করলেন তাঁর একটা ছবি এঁকে দিতে। চিত্রশিল্পী সাথে সাথেই একটা বড় সাদা কাগজ আর পেনসিল হাতে নিয়ে যুবকের দিকে কয়েক বার তাকিয়েই তাঁর একটা দারুণ স্কেচ করে দিলেন কাগজে। যুবক মুগ্ধ। তিনি শিল্পীকে কাগজটায় তাঁর স্বাক্ষর করে দিতে অনুরোধ করলেন। শিল্পী তাই করলেন, যুবকটি উঠে দাঁড়িয়ে সেটি গ্রহণ করে সম্ভ্রমের সাথে বললেন, এটি তাঁর অমূল্য সংগ্রহ হয়ে রইল... আর এরপরেই টেবিলের উল্টো দিকে বসা বিখ্যাত ব্যক্তিটি চিত্রশিল্পীর হাতে ঠিক একই মাপের একটা কাগজ তুলে দিয়ে বললেন, 'এই নিন আপনার ছবি!' চিত্রশিল্পী অবাক হয়ে দেখলেন, তিনি যুবকটির যে ছবি আঁকছিলেন সেই দৃশ্যের হুবহু স্কেচ করে দিয়েছেন কাগজে সেই বিশ্বখ্যাত মানুষটি! এরপর চিত্রশিল্পী উঠে দাঁড়িয়ে কাগজটি বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিটির হাতে দিয়ে সম্ভ্রমের সাথে বললেন, 'অনুগ্রহ করে ছবির তলায় সই করে দিন। এটা আমার অমূল্য সংগ্রহ হয়ে থাকবে!' অতঃপর বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিটি কাগজটিতে তাঁর বিখ্যাত সইটি করে কাগজটি চিত্রশিল্পীর হাতে তুলে দিলেন আর এই ঘটনা দেখে আমি আর তরুণ সাংবাদিক (এবং জাদুকর) প্রিয়ম গুহ বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, 'যেন সত্যি সত্যি ম্যাজিক' দেখলাম।এই বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিটি হলেন আমাদের সবার প্রিয় মানুষ বিশ্ববন্দিত জাদুকর (ডঃ) পি সি সরকার জুনিয়র...

স্বস্তিক দত্ত, বিশেষ শিশু, ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটা

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা ***JPEG*** ফরম্যাটে

শর্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : শান্তনু বাবা–মায়ের একমাত্র সন্তান বলে যথেষ্ঠ আদর যত্নে ওকে মানুষ করার প্রচেষ্টা চলছে। মা তো সংসারের কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন। বাবার অফিসের কাজের চাপ। সকালে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে অফিস যাবার সময় হয়ে যায়। অনেক রাতে অফিস থেকে ফিরে ক্লান্ত শরীরে টিভির সামনে বসে পড়েন। সন্তানের প্রতি যথেষ্ঠ মনোযোগ দেবার সময় পান না মা বা বাবা। তবে হ্যাঁ, নানা প্রকার খেলনা কিনে দেয় ছেলেকে। ছেলে সে সব নিয়ে মশগুল হয়ে থাকে।

ঠাকুরমার একমাত্র নাতি। তাই শান্তনু ঠাকুরমার নয়নের মণি। ছেলের বয়স তিন বছর হয়েছে। নার্সারিতে ভর্তি করিয়ে দেয়া হল। কিন্তু, শান্তনু মাঝে মধ্যেই আবদার করে বসে যে সে স্কুলে যাবে না। কী কারণে সে স্কুলে যেতে চায় না তা অনুসন্ধান না করেই তাকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখিয়ে স্কুলে পাঠানো হতে থাকল। স্কুলে গেলে তোমাকে আইসক্রিম কিনে দেওয়া হবে কিংবা রোববারে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবো প্রভৃতি।

শান্তনু ওই অল্প বয়সেই প্রলোভনের শর্তের গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে শিখে গেল এবং অতি কৌশলে তা প্রয়োগ করে বাবা–মাকে অতিষ্ঠ করে তুলল।

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

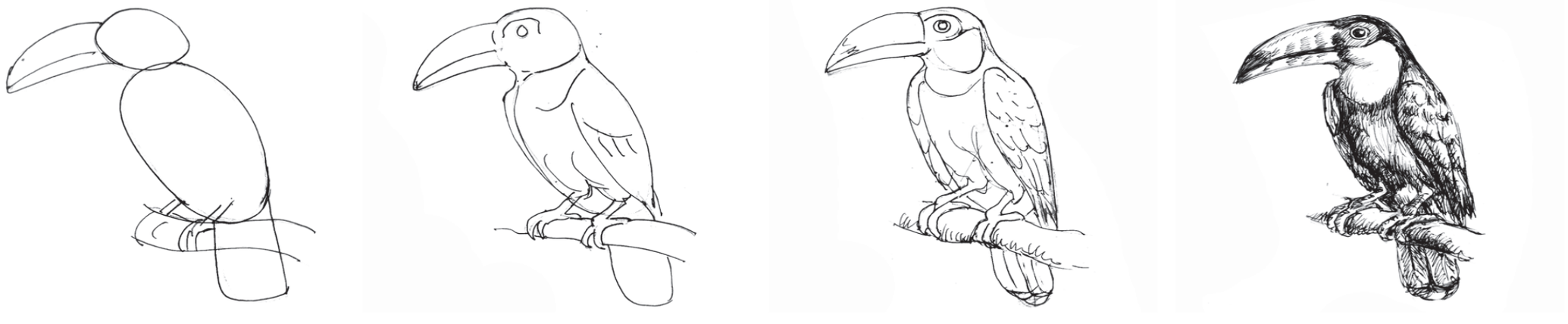

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com